

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০২০ সালের ৬ষ্ঠ বোর্ডসভার কার্যবিবরণী

তারিখ :	২২ ডিসেম্বর, ২০২০
সময় :	সকাল ১১-০০ টা
স্থান :	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি :	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সেলিম মাহমুদ, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।
উপস্থিতি :	সভায় উপস্থিত ও অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’ দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে ঢাকা সেনানিবাসের সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ও অবদানের প্রশংসা করে সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচ্যসূচীর উপর নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

আলোচ্যবিষয়-১: ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়ীকরণ।

আলোচনা: গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০২০ সালের ৫ম বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয়। সিদ্ধান্তসমূহের উপর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কয়েকটি সিদ্ধান্তের উপর কার্যক্রম চলমান আছে মর্মে সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্য কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে সম্মানিত সদস্য জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ ২০২০ সালের ৫ম বোর্ডসভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করার জন্য সমর্থন করেন।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২০২০ সালের ৫ম বোর্ডসভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-২: আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর-২০২০ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে আগস্ট, ২০২০ মাসে ১,৭৫,৮৫,৭০৯/- (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত নয়) টাকা, সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসে ১,৯১,৫০,৩৬৯/- (এক কোটি একানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশত উনসত্তর) টাকা, অক্টোবর, ২০২০ মাসে ১,৩৫,০১,৩৫৯/- (এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ এক হাজার তিনশত উনষাট) টাকা এবং নভেম্বর, ২০২০ মাসে ২,৫৮,১০,৫৯৭/- (দুই কোটি আটান্ন লক্ষ দশ হাজার পাঁচশত সাতানব্বই) টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত আয় ২০,৭১,১৮,০০০/- (বিশ কোটি একাত্তর লক্ষ আঠার হাজার) টাকার বিপরীতে নভেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত রিভেটসহ আদায় হয়েছে ৯,৯৪,২৩,৭৭৪/- (নয় কোটি চুরানব্বই লক্ষ তেইশ হাজার সাতশত চুয়াত্তর) টাকা, যা মোট দাবীর ৪৮.০০%।

সিদ্ধান্ত: আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর-২০২০ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার বিবরণী অবলোকন করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩: আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর-২০২০ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী।

আলোচনা: ৩.১: স্থানীয় আয়ের উৎস হতে আগস্ট, ২০২০ মাসে ২,৩২,০২,৬২৭/- (দুই কোটি বত্রিশ লক্ষ দুই হাজার ছয়শত সাতাশ) টাকা, সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসে ৩,৪২,৭৮,৩৭০/- (তিন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত সত্তর) টাকা, অক্টোবর, ২০২০ মাসে ৩,০৮,৫২,৭০০/- (তিন কোটি আট লক্ষ বায়ান্ন হাজার সাতশত) টাকা এবং নভেম্বর, ২০২০ মাসে ৪,৩৫,৮৬,৮৩২/- (চার কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার আটশত বত্রিশ) টাকা আয় হয়েছে।

৩.২: মঞ্জুরীকৃত চাঁদা ও দানসমূহ (সাধারণ অনুদান), অনৈমিত্তিক আয় ও প্রারম্ভিক জেরসহ সর্বমোট আয় আগস্ট, ২০২০ মাসে ৬,৪৪,৩৭,৫১৪/- (ছয় কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার পাঁচশত চৌদ্দ) টাকা, সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসে ৬,৫৫,৬৭,২০৭/- (ছয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ সাতাষট্টি হাজার দুইশত সাত) টাকা, অক্টোবর, ২০২০ মাসে ৫,৭৫,০৮,৪০০/- (পাঁচ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ আট হাজার চারশত) টাকা এবং নভেম্বর, ২০২০ মাসে ৬,২৩,৯৮,৫৫১/- (ছয় কোটি তেইশ লক্ষ আটানব্বই হাজার পাঁচশত একান্ন) টাকা।

৩.৩: অপরদিকে আগস্ট, ২০২০ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৩,৩১,৯০,২০২/- (তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত দুই) টাকা, সেপ্টেম্বর, ২০২০ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৪,৩০,৪১,০৬৪/- (চার কোটি ত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার চৌষট্টি) টাকা, অক্টোবর, ২০২০ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৩,৮৭,৩৮,২০৬/- (তিন কোটি সাতাশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার দুইশত ছয়) টাকা এবং নভেম্বর, ২০২০ মাসে সর্বমোট ব্যয় ৪,৫৪,০৮,৬১৩/- (চার কোটি চুয়ান্ন লক্ষ আট হাজার ছয়শত তের) টাকা।

সিদ্ধান্ত: আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর-২০২০ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো। আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য সাময়িক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

১০৬

আলোচ্যবিষয়-৪: অক্টোবর ও নভেম্বর-২০২০ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

আলোচনা:

স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় স্বাস্থ্যগত পরিবেশ-সন্তোষজনক। সঠিক স্বাস্থ্যগত পরিবেশ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। সকলকে বাংলাদেশ আর্মি আদেশ ০৩/৯৬ কঠোরভাবে পালন করার জন্য উক্ত প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়। স্টেশন সদর দপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন, ঢাকা কর্তৃক দৈনিক, মাসিক ও বিশেষ কর্মসূচীর মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাসের সকল এলাকায় নিয়মিত ভাবে মশা, মাছি ও কীটপতঙ্গ নিধনকারী ঔষধ ছিটানো হচ্ছে। এসবিএও ০৩/৯৬ অনুযায়ী ইউনিট/সংস্থান নিজস্ব এলাকায় এ্যান্টি ম্যালেরিয়া কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য উক্ত প্রতিবেদনে পরামর্শ দেয়া হয়। অতিমারী করোনার (কোভিড-১৯) কারণে ঢাকা সেনানিবাসে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, উন্মুক্ত রাস্তায় নিয়মিত ব্লিচিং পাউডার ছিটানো ও স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসহ ঢাকা সেনানিবাসের অন্যান্য সংস্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও স্টেশন সদর দপ্তর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেশন এডিস মশার লার্ভা নিধনে নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে বলে সভায় অবহিত করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

সেনানিবাসের সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়মিত তদারকি করতে হবে এবং মশা-মাছি ও কীট পতঙ্গ দমন কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৫: ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটসমূহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ক্র নং	ফ্ল্যাট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতা/ আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ	ফ্রেতা/গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র নম্বর ও তারিখ/ ডিক্লারেশন অব হেবা	সেনাসদরের ছাড়পত্র	মন্তব্য
১.	বাড়ী নং- ৪৩/ই, ফ্ল্যাট নং-৩/বি(৩য় তলা উত্তর), রোড নং-৮, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	(১) মেজর জেনারেল আবুল কালাম আজাদ (অবঃ) (২) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শিরিন বানু, বাড়ী নং- ৪৩/ই, রোড নং-৮, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬। তারিখ-২২/১০/২০১৮	(১) কর্নেল শীর আজিম উদ্দিন আহমেদ, পিতা- মরহুম ডাঃ শীর রমিজ উদ্দিন আহমেদ (২) কর্নেল শায়লা পারভীন স্বামী-কর্নেল শীর আজিম উদ্দিন আহমেদ, ১৪৯, ক্রিসেন্ট রোড, কলাবাগান, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫।	০৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০ ০.০২.১২১.০১.১ ০০৬৫৮.০৬.১০. ২০ নং পত্র।	০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ ক্যান্টবোর্ড- ঢাকা/এমকিউ- ২/ফ্ল্যাট ফ্রয়/বিক্রয় নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৯৪০ বর্গফুট ০১টি ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।
২.	বাড়ী নং-০৯, ফ্ল্যাট নং- সি/৫, রোড নং-১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	জনাব জামসেদ চৌধুরী পিতা-ড. মফি আলী মোহাম্মদ চৌধুরী ওরফে মফিজ চৌধুরী, বাড়ী নং-৯, ফ্ল্যাট নং- এ/৫, রোড নং-১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬	জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-স্বত আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া, বাড়ী নং-৯, ফ্ল্যাট নং-ডি/৫, রোড নং-১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬। তারিখ- ১২/০৮/২০১৮	১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের ২৩.০১ .৯০১.৮০০.০৩. ০২৮.০১.১১.১১. ২০ নং পত্র।	১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখের ৩৯১৭/১/ এমকিউ-২/০৯ নং পত্র/সিউ- নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২১০২ বর্গ ফুট ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।
৩.	বাড়ী নং-২১, ফ্ল্যাট নং-বি- এস/১ (২য় তলা দক্ষিণ), রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	মিসেস তাহমিনা বুলবুল স্বামী-আজিজ আহমেদ বাড়ী নং-২১, ফ্ল্যাট নং-বিএস/১ রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬। তারিখ-১৮/০৮/২০২০	ভাবাসুস আহমেদ স্বামী- মোজাম্মের রহমান চৌধুরী, পিতা-আজিজ আহমেদ, মাতা- মিসেস তাহমিনা বুলবুল বাড়ী নং-২১, ফ্ল্যাট নং-বিএস/১, রোড নং-৪ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা- ১২০৬।	ডিক্লারেশন অব হেবা	--	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৩৭২ (কমবেশী) বর্গ ফুট ০১ টি ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কার পার্কিং(পার্কিং নং-এন/৪) এবং আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।

আলোচনা:

৫.১: প্লট# ৪৩/ই, রোড #৮, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ৫৪৪৫ বর্গফুট, (৭.৫৬ কাঠা), ০.৬ (ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ১১ টি।
১৯৪০ বঃফুঃ বিশিষ্ট ৩/বি (৩য় তলা উত্তর পার্শ্ব) নং ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১টি কার পার্কিং ও আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ হস্তান্তর অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮ নং রোডের ৫৪৪৫ বর্গফুট জমি বিশিষ্ট ৪৩/ই নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৩য় তলা উত্তর পার্শ্বের ১৯৪০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ৩/বি নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক) টি কারপার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ ক্রয়সূত্রে যৌথ মালিক (১) মেজর জেনারেল (অবঃ) মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও (২) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শিরীন বানু। তাদের উক্ত ফ্ল্যাটটি এবং অন্যান্য সকল সুবিধাসহ (১) কর্ণেল মীর আজিমউদ্দিন আহমেদ, পিতা-মৃত ডাঃ মীর রমিজ উদ্দিন আহমেদ ও (২) কর্ণেল শায়লা পারভীন, পিতা-মোঃ বজলুর রহমান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২২ মে ২০১৯ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৪৩/ই/ফ্ল্যাট নং-৩/বি(৩য় তলা)/৭১ নং পত্রে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের অনাপত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে তদ্বিষয়ে ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২/ফ্ল্যাট ক্রয়/বিক্রয় নং পত্রে ফ্ল্যাটটি বিক্রয়/হস্তান্তরের নিমিত্ত অনাপত্তি প্রদান করে। পরবর্তীতে অত্র দপ্তরের ৩১ মে ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.০৮. প্ল.৪৩/ই.ফ্ল্যা.৩/বি-৫০৯ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতার নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক ০৬ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২.১২১.০১.১০০৬৫৮.০৬.১০.২০ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতাদ্বয়ের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই। এমতাবস্থায় উক্ত ফ্ল্যাটটি (১) কর্ণেল মীর আজিমউদ্দিন আহমেদ, পিতা-মৃত ডাঃ মীর রমিজ উদ্দিন আহমেদ ও (২) কর্ণেল শায়লা পারভীন, পিতা-মোঃ বজলুর রহমান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতির বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলো।

৫.২: প্লট# ৯, রোড #১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ১০৮৯০ বর্গফুট (১৫.১২৫ কাঠা), ০৬ (ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ২০ টি।
২১০২ বঃফুঃ (কমবেশী) আয়তন বিশিষ্ট সি/৫ (৬ষ্ঠ তলা) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কারপার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং রোডের ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ০৯ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৬ষ্ঠ তলার ২১০২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট সি/৫ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদিসহ মালিক জনাব জামসেদ চৌধুরী, পিতা-ডঃ মফি আলী মোহাম্মদ চৌধুরী ওরফে মফিজ চৌধুরী। তিনি উক্ত ফ্ল্যাটটি এবং অন্যান্য সকল সুবিধাসহ জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূইয়া এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.১৮. প্ল.৯. ফ্ল্যা.সি৫-৩৩.৩৪৮ নং পত্রে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের অনাপত্তি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলে তদ্বিষয়ে ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখের ৩৯১৭/১/এমকিউ-২/০৯ নং প্লট/সি৫ নং পত্রে ফ্ল্যাটটি বিক্রয়/হস্তান্তরের নিমিত্ত অনাপত্তি প্রদান করে। পরবর্তীতে ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.১৮.প্ল.৯.ফ্ল্যা.সি৫- ৮৫৬ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতার নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০. ০৩.০২৮.০১.১১.১১.২০ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতার নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই। এমতাবস্থায় উক্ত ফ্ল্যাটটি জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূইয়া এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতির বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলো।

৫.৩: প্লট# ২১, রোড # ০৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ১০৮৯০ বর্গফুট (১৫.১২৫ কাঠা), ৬(ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ২৫টি।
১৩৭২ বঃফুঃ আয়তন বিশিষ্ট বিএস/১(২য় তলা) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ হেবা/দানের অনুমতি।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ২১ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ২য় তলার ১৩৭২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট বিএস/১ নং ফ্ল্যাট নিচতলার ০১(এক)টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ ক্রয়সূত্রে মালিক মিসেস তাহমিনা বুলবুল, স্বামী-জনাব আজিজ আহমেদ। তিনি উক্ত ফ্ল্যাট, নিচতলায় ১টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ তাঁর মেয়ে তাবাসুম আহমেদ, স্বামী-মোজাফর

হেমা

রহমান চৌধুরী, পিতা-আজিজ আহমেদ-কে দান/হেবা করার অনুমতি চেয়ে ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ১৯ অক্টোবর ২০২০ ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.০১.প্ল.২১. ফ্ল্যা.বিএস১-১০৮২ নং পত্রে দাতা ও গ্রহীতার শুনানী গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে দাতা অসুস্থ থাকায় এবং গ্রহীতা আমেরিকা অবস্থান করায় শুনানীতে উপস্থিত হতে পারে নাই মর্মে আবেদনে জানান। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই। এমতাবস্থায় উক্ত ফ্ল্যাটটি হেবা/দান করার অনুমতির বিষয়ে সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে বিক্রয়/হস্তান্তর/হেবা/দানের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্র নং	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর	বিক্রেতা/দাতা/ আবেদনকারীর নাম	ক্রেতা/গ্রহীতার নাম	সিদ্ধান্ত
১.	বাড়ী নং-৪৩/ই, ফ্ল্যাট নং-৩/বি(৩য় তলা উত্তর), রোড নং-৮, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	(১) মেজর জেনারেল আবুল কালাম আজাদ (অবঃ) (২) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শিরিন বানু	(১) কর্নেল মীর আজিম উদ্দিন আহমেদ, পিতা-মরহুম ডাঃ মীর রজিব উদ্দিন আহমেদ (২) কর্নেল শায়লা গান্ধীন স্বামী-কর্নেল মীর আজিম উদ্দিন আহমেদ	প্রস্তাবিত ক্রেতাগণের অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
২.	বাড়ী নং-০৯, ফ্ল্যাট নং-সি/৫, রোড নং-১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	জনাব জামসেদ চৌধুরী পিতা-ড. মফিজ আলী মোহাম্মদ চৌধুরী ওরফে মফিজ চৌধুরী	জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া	প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৩.	বাড়ী নং-২১, ফ্ল্যাট নং-বি-এস/১ (২য় তলা দক্ষিণ), রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	মিসেস তাহমিনা বুলবুল স্বামী-আজিজ আহমেদ	তাবাসসুম আহমেদ স্বামী- মোজাম্মার রহমান চৌধুরী, পিতা-আজিজ আহমেদ, মাতা- মিসেস তাহমিনা বুলবুল	দাতা-গ্রহীতার শুনানী গ্রহণ সাপেক্ষে মাতা কর্তৃক ঔরসপ্রাপ্ত কন্যাকে হেবা/দান করার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৬: ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটসমূহ নামজারীর অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:

ক্র নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও এলাকার নাম	বিক্রেতা/দাতার নাম ও ঠিকানা	গ্রহীতা/ক্রেতার নাম, ঠিকানা ও আবেদনের তারিখ	ডিজিএফআইএর ছাড়পত্র/রেজিস্ট্রিকৃত ত হেবাদলিলমুদ্রে নং ও তারিখ	বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পত্রের নং ও তারিখ	মন্তব্য
১.	প্লট নং-২১, ফ্ল্যাট নং-সি/১০ (৬ষ্ঠ তলা উত্তর), রোড নং-৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	কর্ণেল মোঃ আব্দুর কাদের খান (অবঃ), পিতা- মরহুম মোঃ আব্দুল খালেক খান, বাড়ী নং-৫৬৬, রোড নং-৮(নতুন) ২১(পুরাতন), মিরপুর ডিওএইচএস, ঢাকা সেনানিবাস।	মিসেস নাজমি আরা বেগম স্বামী- মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান বাড়ী নং-২১, ফ্ল্যাট নং-সি/১০(৬ষ্ঠ তলা) রোড নং-০৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-১০/০৭/২০১৯	০৫ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০. ০৩.০২৮.০১.০৫.০ ৭.১৭ নং পত্র।	০৭ ফেব্রুয়ারি ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাকা/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২১/ফ্ল্যাট নং-সি/১০৯৬ষ্ঠ তলা/৮০ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৩৭৪.৬ বর্গফুঃ ০১টি ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই। ঘটনোত্তর অনুমোদন।
২.	বাড়ী নং-০৯, ফ্ল্যাট নং-এ/১ (২য় তলা উত্তর-পূর্ব), রোড নং-১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	এয়ার কমন্ডের সৈয়দ জিলামী মাহবুবুর রহমান (অবঃ) পিতা- মৃত আব্দুল হুসেন নুরুর রহমান, বাড়ী নং-৯, ফ্ল্যাট নং-এ/১ রোড নং-১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া, বাড়ী নং-৯, ফ্ল্যাট নং-ডি/৫, রোড নং-১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-২৭/১০/২০১৬	১৯ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের ২৩.০১. ৯০১. ৮০০.০২০২২.০৪ .১৮.০৪.০৬ নং পত্র।	১৯ জুন ২০১৬ তারিখের ঢাক্যাকা/ ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ফ্ল্যাট নং-এ/১(২য় তলা উত্তর-পূর্ব) ৬৩ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৮২ বর্গফুঃ ০১টি ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।
৩.	প্লট নং-৬৬/এ, ফ্ল্যাট নং-বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম), রোড নং-৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	রোকসানা আমজাদ স্বামী- ব্রিগেড জেনারেল মোঃ আমজাদ হোসেন ফকির (অবঃ), বাড়ী নং-৫৬, ফ্ল্যাট নং-এ/৩ ও এঃ, রোড নং-৭ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	জনাব মোঃ শরিফ উদ্দিন পিতা-মোঃ আব্দুল গণি মন্ডল বাড়ী নং-৬৬/এ, ফ্ল্যাট নং-বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম), রোড নং-৭ (নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-২০/০৯/২০২০	১৫ মার্চ ২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১. ৮০০.০২.০২২. ০৪.১৫.০৩.২০ নং পত্র।	১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১. ০১৬.০৫.০০৫. ০৭.প্ল.৬৬এ.ফা. বি-৮১৫ নং পত্র।	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৯৩০ বর্গফুঃ ০১টি ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই তবে প্লটের সম্মুখে ফুলের বাগান নির্মাণ করা আছে এ বিষয়ে হস্তান্তর অনুমতির প্রদানের সময় নোটারীকৃত হলফনামা গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.	প্লট নং-৮০, নিচতলায় ২৭৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট রুম, রোড নং-১১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।	জনাব মোঃ এনামুল করিম, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ রাজ্জাক বাড়ী নং-৮০, রোড নং-১১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।	(১) মেজর সাইদ মাহমুদুল হাসান (অবঃ), পিতা-মরহুম আমিনুল হক (২) লেঃ কর্ণেল বশির আহমেদ সোলা (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ এয়ার আলী সোলা (৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ বনী ইয়াসিন (বর্তমানে কর্ণেল), পিতা-মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন জোয়াদার (৪) জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মরহুম নওশের আলী সরদার বাড়ী নং-৮০, রোড নং-১১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬। তারিখ-০৯/০৮/২০২০	১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০ ০.০৩.০২৮.০১.১ ৯.১২.১৯ নং পত্র।	২২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১ .০১৬.০৫.০০ ৫.৬৮.প্র.৮০-২৭৭ নং পত্র।	নিচতলায় ২৭৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট রুম (রান্না ঘর ডাইনিংস্পেস ও বাথরুম) এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত ০২০.৪৩৮ অযুতাংশ জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই।
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

আলোচনা:

৬.১: প্লট# ২১, রোড # ০৪, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ১০৮৯০ বর্গফুট (১৫.১২৫ কাঠা), ৬(ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ২৫টি।
১৩৭৪.৬ বঃফুঃ আয়তন বিশিষ্ট সি/১০ (৬ষ্ঠ তলা উত্তর) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ নামজারী অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ২১ নং প্লটের কাতের পশ্চিম পার্শ্বে ৩৬০০ বর্গফুট বা ৫.০০ কাঠা ভূমিতে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৬ষ্ঠ তলার উত্তর পার্শ্বের ১৩৭৪.৬০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট সি/১০ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কারপার্কিং স্থান (পার্কিং নং-সিএস/১), আনুপাতিক হারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদিসহ মালিক কর্ণেল মোঃ আব্দুল কাদের খান (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ আব্দুল খালেক খান। ফ্ল্যাট মালিক কর্তৃক উক্ত ফ্ল্যাটটি মিসেস নাজমি আরা বেগম, স্বামী-মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-২১/ফ্ল্যাট নং-সি/১০(৬ষ্ঠ তলা)/৯৯ নং পত্রে রেজিস্ট্রিডলিল সম্পাদনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে কর্ণেল মোঃ আব্দুল কাদের খান (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ আব্দুল খালেক খান উক্ত ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদিসহ মিসেস নাজমি আরা বেগম, স্বামী-মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান এর নামে রেজিস্ট্রিডলিল সম্পাদন করে দেন। ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক মিসেস নাজমি আরা বেগম রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁর নামে নামজারী করার জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত নামজারীর আবেদনের বিষয়টি প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ০৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অনুমোদন হওয়ায় অত্র দপ্তরের ০৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫. ০০৫.০৩.প্র.২১.ফ্ল্যা.সি/১০-১৩০৩ নং পত্রে নামজারী করা হয়েছে। উক্ত নামজারীর ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

৬.২: প্লট# ৯, রোড #১, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ১০৮৯০ বর্গফুট (১৫.১২৫ কাঠা), ০৬ (ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ২০ টি।
২০৮২ বঃফুঃ (কমবেশী) আয়তন বিশিষ্ট এ/১ (২য় তলা উত্তর-পূর্ব) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১টি কারপার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ নামজারীর অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং রোডে ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৯ নং প্লটের নির্মিত ৬(ছয়) তলা বাড়ীর ২য় তলার উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের ২০৮২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এ/১ নং ফ্ল্যাটের মালিক এয়ার কমডোর সৈয়দ জিলানী মাহবুবুর রহমান (অবঃ) পিতা-মৃত আলহাজ্ব নুরুর রহমান এর আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২৯ জুন ২০১৬ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-৯/ফ্ল্যাট নং-এ/১(২য় তলা উত্তর-পূর্ব)/৭৪ নং পত্রে উক্ত ফ্ল্যাটটি জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের নিমিত্ত রেজিস্ট্রিডলিল সম্পাদনের জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এয়ার কমডোর ডঃ সৈয়দ জিলানী মাহবুবুর রহমান (অবঃ) পিতা-মৃত আলহাজ্ব নুরুর রহমান কর্তৃক উক্ত ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদিসহ জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া এর নামে রেজিস্ট্রিডলিল সম্পাদন করে দেন। ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া রেজিস্ট্রিকৃত দলিলের কপিসহ তাঁর নামে নামজারী করার জন্য অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই। এমতাবস্থায় নামজারীর অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

Handwritten signature

৬.৩: প্লট# ৬৬/এ, রোড #৭(নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ৫৪৪৫ বর্গফুট, (৭.৫৬ কাঠা), ০৬ (ছয়) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ১০ টি।
১৯৩০ বঃফুঃ বিশিষ্ট বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম) নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০২টি কার পার্কিং ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমিসহ নামজারীর অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট জমি বিশিষ্ট ৬৬/এ নং প্লটে নির্মিত ৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৩য় তলার পশ্চিম পার্শ্বের ১৯৩০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট বি/২ নং ফ্ল্যাট নিচতলায় ১টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ মালিক মিসেস রোকসানা আমজাদ, স্বামী-প্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আমজাদ হোসেন ফকির (অবঃ) এর আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.০৭. প্ল.৬৬এ.ফ্ল্যা.বি-৯১১ নং পত্রে জনাব মোঃ শরিফ উদ্দীন, পিতা-মোঃ আব্দুল গণি মন্ডল এর নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মালিক কর্তৃক জনাব মোঃ শরিফ উদ্দীন, পিতা-মোঃ আব্দুল গণি মন্ডল এর নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিক রেজিস্ট্রি দলিলের কপিসহ তার নামে নামজারী করার জন্য ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই তবে প্লটের সম্মুখে ফুলের বাগান নির্মাণ করা আছে এ বিষয়ে হস্তান্তর অনুমতির প্রদানের সময় নোটারীকৃত হলফনামা গ্রহণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় উক্ত ফ্ল্যাটটি নামজারীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

৬.৪: প্লট# ৮০, রোড #৭(নাজির রোড), ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস, জমির পরিমাণঃ ৪৫০০ বর্গফুট, (৬.২৫ কাঠা), ০৪ (চার) তলা ভবন, ফ্ল্যাট সংখ্যাঃ ০৮ টি।
২৭৫ বঃফুঃ বিশিষ্ট নীচতলায় রুম ও আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত ২০.৪৩৮ অযুতাংশ জমি এবং সকল সুবিধাসহ নামজারীর অনুমতি।

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪৫০০ বর্গফুট জমি বিশিষ্ট ৮০ নং প্লটে নির্মিত ০৪(চার) তলা বাড়ীর নিচতলায় ২৭৫ বর্গফুট আয়তনের রুম (রান্নাঘর, ডাইনিংস্পেস ও বাথরুম) এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত ২০.৪৩৮ অযুতাংশ (কমবেশী) জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ জনাব মোঃ এনামুল করিম এর আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ০৭ জুলাই ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬. ০৫.০০৫.৬৮.প্ল.৮০-৫৭৮ নং পত্রে (১) মেজর সাইদ মাহমুদুল হাসান (অবঃ), পিতা-মরহম আমিনুল হক (২) লেঃ কর্ণেল বশির আহমেদ মোল্লা (অবঃ), পিতা-মরহম মোঃ এয়ার আলী মোল্লা (৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ বনী ইয়ামিন (বর্তমানে কর্ণেল), পিতা-মৃত মোয়াজ্জম হোসেন জোয়াদ্দার (৪) জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মরহম নওশের আলী সরদার এর যৌথনামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মালিক কর্তৃক প্রস্তাবিত ক্রেতাগণের নামে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর ফ্ল্যাটটির ক্রয়সূত্রে মালিকগণ রেজিস্ট্রি দলিলের কপিসহ তাঁদের নামে নামজারী করার জন্য ০৯ আগস্ট ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি নেই। এমতাবস্থায় নিচতলায় ২৭৫ বর্গফুট আয়তনের রুম এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত ২০.৪৩৮ অযুতাংশ (কমবেশী) জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ নামজারীর বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটগুলো নিম্নবর্ণিতভাবে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্র নং	প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর	বিক্রেতা/দাতার নাম	গ্রহীতা/ক্রেতার নাম	ফ্ল্যাটের আয়তন ও অন্যান্য সুবিধাদি	গৃহীত সিদ্ধান্ত
১.	প্লট নং-২১, ফ্ল্যাট নং- সি/১০ (৬ষ্ঠ তলা উত্তর)	কর্ণেল মোঃ আব্দুর কাদের খান (অবঃ), পিতা- মরহম মোঃ আব্দুল খালেক খান	মিসেস নাজমি আরা বেগম স্বামী- মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৩৭৪.৬ বঃফুঃ ০১টি ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা মিসেস নাজমি আরা বেগম, স্বামী- মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান এর নামে নামজারীর ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
২.	বাড়ী নং-০৯, ফ্ল্যাট নং-এ/১ (২য় তলা উত্তর-পূর্ব)	এয়ার কমডোর সৈয়দ জিলানী মাহবুবুর রহমান (অবঃ) পিতা-মৃত আলহাজ্ব নুরুর রহমান	জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া	ফ্ল্যাটের আয়তন ২০৮-২ বঃফুঃ ০১টি ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ সহ।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রেতা জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দিন ভূঁইয়া, পিতা-মৃত আব্দুল আজিজ ভূঁইয়া এর নামে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩.	প্লট নং-৬৬/এ, ফ্ল্যাট নং-বি/২ (৩য় তলা পশ্চিম)	রোকসানা আমজাদ স্বামী-ত্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আমজাদ হোসেন ফকির (অবঃ)	জনাব মোঃ শরিফ উদ্দীন, পিতা-মোঃ আব্দুল গনি মন্ডল	ফ্ল্যাটের আয়তন ১৯৩০ বর্গফুট ০১টি ফ্ল্যাট, নিচ তলায় ০১ (এক) টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/ অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ সহ।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রোতা জনাব মোঃ শরিফ উদ্দীন পিতা-মোঃ আব্দুল গনি মন্ডল এর নামে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৪.	প্লট নং-৮০, রোড নং-১১, নিচতলায় ২৭৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট রুম,	জনাব মোঃ এনামুল করিম, পিতা-মরহুম আলহাজ্ব এম এ রাছ্জাক	(১) মেজর সাইদ মাহমুদুল হাসান (অবঃ), পিতা-মরহুম আমিনুল হক (২) লেঃ কর্ণেল বশির আহমেদ মোল্লা (অবঃ), পিতা- মরহুম মোঃ এয়ার আলী খোন্দা (৩) লেঃ ইয়ামিন (বর্তমানে কর্ণেল), পিতা-মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন জোয়াদ্দার (৪) জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মরহুম নওশের আলী সরদার	নিচতলায় ২৭৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট রুম (রোমা ঘর ডাইনিংস্পেস ও বাথরুম) এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত ০২০.৪৩৮ অযুতাংশ জমি ও অন্যান্য সুবিধাসহ।	রেজিস্ট্রিকৃত দলিলমূলে ক্রোতা (১) মেজর সাইদ মাহমুদুল হাসান (অবঃ), পিতা-মরহুম আমিনুল হক (২) লেঃ কর্ণেল বশির আহমেদ মোল্লা (অবঃ), পিতা-মরহুম মোঃ এয়ার আলী মোল্লা (৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ বনী ইয়ামিন (বর্তমানে কর্ণেল), পিতা-মৃত মোয়াজ্জেম হোসেন জোয়াদ্দার (৪) জনাব আবুল কালাম আজাদ, পিতা-মরহুম নওশের আলী সরদার এর নামে যৌথভাবে অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায় নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৭: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৫/সি নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ২য় তলার ২/বি নং ফ্ল্যাটটি দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বের পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্ব উল্লেখ করে রেজিস্ট্রি দলিল সংশোধন করার অনুমতির বিষয়ে জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (স্বয়ং এবং কানতারা খালেদা খান ও কারীনা খালেদা এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) এর ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮৭৬০ বর্গফুট, (১২.১৬ কাঠা) জমি বিশিষ্ট ১৫/সি নং প্লটে নির্মিত ০৭(সাত) তলা বাড়ীর ২য় তলার দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বের ৩৪২৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২/বি নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ২টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ মালিক (১) জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান, পিতা- মৃত সিরাজুল করিম খান, (২) কানতারা খালেদা খান ও (৩) কারীনা খালেদা খান, উভয়ের পিতা-জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান। উক্ত ফ্ল্যাটটি মিসেস আসিফা বেগম চৌধুরী, স্বামী-মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, বিবি, ওএসপি, পিএসসি (অবঃ) এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (স্বয়ং এবং কানতারা খালেদা খান ও কারীনা খালেদা খান এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৭(১) নং সিদ্ধান্তের আলোকে অত্র দপ্তরের ১৯ আগস্ট ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.২০২০.প্ল.১৫সি.ফ্ল্যা. ২বি-৮১৮ নং পত্রে হস্তান্তর অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে হস্তান্তর অনুমতি পত্রের শর্ত মোতাবেক দাখিলকৃত খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ অত্র দপ্তরের ২৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.২০২০. প্ল.১৫সি.ফ্ল্যা.২বি-১১১২ নং পত্রে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করার অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ফ্ল্যাট মালিক কর্তৃক প্রস্তুত ক্রোতার অনুকূলে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেন। অতঃপর জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (স্বয়ং এবং কানতারা খালেদা খান ও কারীনা খালেদা খান এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদন উক্ত ফ্ল্যাটটি বাস্তবে দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্ব অবস্থিত কিন্তু হস্তান্তর অনুমতির আবেদনে ভুল বশতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম উল্লেখ করায় দলিল দস্তাবেজে ভুল পরিলক্ষিত হচ্ছে বিধায় অনুমতি পত্রটি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এমতাবস্থায় অনুমতি পত্রটি সংশোধনের বিষয়ে জনাব মুহাম্মদ ফারুক খান (স্বয়ং এবং কানতারা খালেদা খান ও কারীনা খালেদা খান এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার) এর ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদনপত্রটি সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৫/সি নং প্লটে ৩৪২৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ২/বি নং ফ্ল্যাটটির অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিম এর পরিবর্তে দক্ষিণ-পূর্ব হিসেবে সংশোধন করার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১০৬

- আলোচ্যবিষয়-৮:** মহাখালী সদর এলাকার ৪৫ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর উত্তরাধিকারীসূত্রে নামজারী প্রসংগে।
- আলোচনা:** ঢাকা সেনানিবাসস্থ মহাখালী সদর এলাকার ৯০০০ বর্গফুট বা ১২.৫০ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৪৫ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত (চার) তলা বাড়ীর ইজারাসূত্রে মালিক খন্দকার আজিজুল হক, পিতা-মৃত খন্দকার আব্দুস সালাম। ইজারা গ্রহীতা জনাব খন্দকার আজিজুল হক ২৮ অক্টোবর ২০১১ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি এক স্ত্রী সৈয়দা মুর্শেদা হক, এক কন্যা খন্দকার মাহবুবা জামিল ও চার পুত্র যথাক্রমে (১) খন্দকার এজাজ হাসান (২) খন্দকার ইউসুফ এমরান (৩) খন্দকার এনামুল হক ও (৪) মোরশেদ ইকবাল খন্দকার মোট ০৬(ছয়) জন ওয়ারিশ রেখে গেছেন (ওয়ারিশন সনদ পত্র সংযুক্ত)। উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি ০৬(ছয়) জন ওয়ারিশন এর যৌথনামে নামজারী করার জন্য ওয়ারিশগণের পক্ষে ক্যাপ্টেন খন্দকার ইউসুফ এমরান ও মোর্শেদ ইকবাল খন্দকার ২০/৯/২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায় ৪৫ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত (চার) তলা বাড়ীটি ওয়ারিশগণের যৌথনামে নামজারী করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে মহাখালী সদর এলাকার ৪৫ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায় উত্তরাধিকারসূত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	নাম	মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক
১.	সৈয়দা মুর্শেদা হক স্বামী- খন্দকার আজিজুল হক	স্ত্রী
২.	খন্দকার মাহবুবা জামিল পিতা- খন্দকার আজিজুল হক	কন্যা
৩.	খন্দকার এজাজ হাসান পিতা- খন্দকার আজিজুল হক	পুত্র
৪.	খন্দকার ইউসুফ এমরান পিতা- খন্দকার আজিজুল হক	পুত্র
৫.	খন্দকার এনামুল হক পিতা- খন্দকার আজিজুল হক	পুত্র
৬.	মোরশেদ ইকবাল খন্দকার পিতা- খন্দকার আজিজুল হক	পুত্র

- আলোচ্যবিষয়-৯:** মহাখালী সদর এলাকার ৩৬ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর যৌথ ০৫(পাঁচ) জন মালিক এর মধ্যে জনাব এস এম শহীদুল্লাহ এর অংশটুকু তাঁর ০২(দুই) ছেলে এবং ০২(দুই) মেয়েকে যৌথভাবে ডিক্লারেশন অব হেবা বা হেবা বিষয়ক ঘোষণাপত্র দলিলমূলে নামজারী প্রসংগে।

- আলোচনা:** ঢাকা সেনানিবাসস্থ মহাখালী সদর এলাকার ৮৯১০ বর্গফুট বা ১২.৩৭৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ৩৬ নং প্লটের ইজারাসূত্রে মালিক মিসেস রেজিয়া শহীদুল্লাহ, স্বামী-এস এম শহীদুল্লাহ। উক্ত প্লটে দোতলা ভবন বিদ্যমান রয়েছে। মিসেস রেজিয়া শহীদুল্লাহ, স্বামী-এস এম শহীদুল্লাহ গত ০২ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীটি ওয়ারিশ সূত্রে ০৫(পাঁচ) জন যৌথ মালিক যথা (১) এস এম শহীদুল্লাহ, পিতা-এস এম হানিফ (২) জনাব শামীম মাহমুদ (৩) শেখ এম শাকিল (৪) শরিফা মাহমুদ মেহেদী ও (৫) সাবিনা মাহমুদ জামান, সর্বপিতা-এস এম শহীদুল্লাহ। জনাব এস এম শহীদুল্লাহ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁর মালিকানার অংশটুকু তাঁর চার সন্তান (১) জনাব শামীম মাহমুদ (২) শেখ এম শাকিল (৩) শরিফা মাহমুদ মেহেদী ও (৪) সাবিনা মাহমুদ জামান এর নামে হেবা/দান করার অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে অনুমতিপত্রের শর্ত মোতাবেক দাখিলকৃত খসড়া দলিল ভেটিং করতঃ অত্র দপ্তরের ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৪৫.০৪৫.৬৯.মহা.প্ল.৩৬-১২৭-৩৪৩ নং পত্রে রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে হেবা/দানপত্র দলিল রেজিস্ট্রি সম্পাদন করে উক্ত অংশটুকু তাঁদের ০৪(চার) জনের নামে যৌথভাবে নামজারী করার জন্য আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায় আবেদনপত্রটি সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

- সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে মহাখালী সদর এলাকার ৩৬ নং প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়ীর যৌথ ০৫(পাঁচ) জন মালিক এর মধ্যে জনাব এস এম শহীদুল্লাহ এর অংশটুকু তাঁর ০২(দুই) ছেলে এবং ০২(দুই) মেয়েকে রেজিস্ট্রিকৃত হেবা দলিলমূলে দান করায় অবিভক্ত ও অচিহ্নিত অবস্থায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের নামে নামজারীর সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রমিক নং	নাম	পিতার নাম
১.	জনাব শামীম মাহমুদ	এস এম শহীদুল্লাহ
২.	শেখ এম শাকিল	এস এম শহীদুল্লাহ
৩.	শরিফা মাহমুদ মেহেদী	এস এম শহীদুল্লাহ
৪.	সাবিনা মাহমুদ জামান	এস এম শহীদুল্লাহ

আলোচ্যবিষয়-১০: মুসলিম মডার্ন স্কুল, সেনা পল্লী উচ্চ বিদ্যালয়, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যালয়িকেন্তন মানিকদী এবং শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল ক্যান্টিনের ভাড়া মওকুফ এর বিষয়ে ইজারা গ্রহীতাগণের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: করোনো ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধ এবং স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার কারণে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজসমূহ বন্ধ রয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যালয়িকেন্তন মানিকদী, সেনাপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়, মুসলিম মডার্ন একাডেমী ও শহীদ রমিজ উদ্দিন স্কুলসমূহ ক্যান্টিন পরিচালনা করার জন্য মাসিক ভাড়ার ভিত্তিতে ২/৩ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিদ্যালয়সমূহের ক্যান্টিন পরিচালনাকারীগণ করোনার কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকার সময় ক্যান্টিনের ভাড়া মওকুফ করার জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনপত্রসমূহ ১৬ জুলাই ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড উক্ত ক্যান্টিন সমূহের ভাড়া এপ্রিল হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ০৩(তিন) মাসের ভাড়া মওকুফের সিদ্ধান্ত প্রদান করে। উক্ত সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট ক্যান্টিনের ইজারা গ্রহীতাকে অবহিত করা হয়। পরবর্তীতে ইজারা গ্রহীতাগণ পুনরায় আবেদনে জানান করোনার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধির আশংকায় স্কুল/কলেজ সমূহ অদ্যাবধি বন্ধ রয়েছে বিধায় ক্যান্টিনসমূহও বন্ধ রয়েছে। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে স্কুল/কলেজ খোলা না হওয়া পর্যন্ত ক্যান্টিনের ভাড়া মওকুফ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে, সেনাপল্লী হাই স্কুল এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যালয়িকেন্তন মানিকদী এর ক্যান্টিন বিদ্যালয়ের বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন এবং বহির্দিকে সাটার থাকায় উক্ত ক্যান্টিন দু'টি বন্ধ ছিল না।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সেনাপল্লী হাই স্কুল এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যালয়িকেন্তন মানিকদী এর ক্যান্টিন দু'টির ভাড়ার ৫০% এবং মুসলিম মডার্ন একাডেমী ও শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের ক্যান্টিন দু'টির ভাড়ার ১০০% ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে উক্ত সময়ের সকল ইউলিটি বিল যথানিয়মে পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১১: মুসলিম মডার্ন স্কুল ক্যান্টিনের ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মুসলিম মডার্ন একাডেমীর ক্যান্টিনটি ০১/১/১৯৯২ তারিখ হতে ৩১/১২/১৯৯৩ তারিখ পর্যন্ত মাসিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা ভাড়ায় জনাব মোঃ খালেদ রশিদ, পিতা-ফ্ল্যাট লেঃ এ বি এম রশিদ-কে ব্যবসা পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হয়। সর্বশেষ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় আবেদনপত্রটি ০৩ মে ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড উক্ত ক্যান্টিনের মাসিক ভাড়া ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা এবং ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা সালামীতে ০১ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত জনাব মোঃ খালেদ রশিদ-কে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত ইজারা মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে উত্তীর্ণ হবে বিধায় ইজারা গ্রহীতা পুনরায় ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায় আবেদনপত্রটি সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: ১১.১: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যান্টিনসমূহ পরিচালনার নীতিমালা ও ভাড়ার হার নির্ধারণের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

১.	নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সভাপতি
২.	প্রধান শিক্ষক, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল।	--	সদস্য
৩.	প্রধান শিক্ষক, মুসলিম মডার্ন একাডেমী।	--	সদস্য
৪.	প্রধান শিক্ষক, সেনাপল্লী হাই স্কুল।	--	সদস্য
৫.	প্রধান শিক্ষক, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যালয়িকেন্তন মানিকদী।	--	সদস্য
৬.	রেভিনিউ অফিসার, গ্রেড-১ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।	--	সদস্য-সচিব

১১.২: মুসলিম মডার্ন একাডেমীর ক্যান্টিনটির ইজারা মেয়াদ বৃদ্ধি না করে কমিটি কর্তৃক প্রণীতব্য নীতিমালার আলোকে প্রকাশ্য দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে নতুনভাবে ইজারা না দেয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ভাড়া ও শর্তে বর্তমানে নিয়োজিত ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ক্যান্টিন পরিচালনা করা হবে।

Handwritten signature

আলোচ্যবিষয়-১২: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের স্বাধীনতা সরণি শেষ প্রান্তের মার্কেটের (১৬ দোকান) ৩য় তলার ১ নং দোকানের সরকারী দর ঘটনোত্তর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসস্থ রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পশ্চিম পার্শ্বে ১৬ দোকান বিশিষ্ট ০৪(চার) তলা মার্কেট রয়েছে। উক্ত দোকানসমূহের মধ্যে ৩য় তলার ১ নং দোকানটি বর্তমানে খালি রয়েছে। উক্ত মার্কেটের দোকানসমূহ ইজারা প্রদানের জন্য তলা ভিত্তিক কোন মূল্য নির্ধারণ ছিল না। ইতোপূর্বে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরদাতাকে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩য় তলার উল্লেখিত দোকানটি ইজারা প্রদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দরপত্র আহ্বান করা হয়। উক্ত দোকানের সরকারী দর নির্ধারণ না থাকায় ইজারা কার্যক্রম সমস্যা সৃষ্টি হয় পার্শ্ববর্তী নবনির্মিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মার্কেটের ৩য় তলায় দোকানসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উক্ত দোকানের সরকারী দর প্রতি বর্গফুট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং বিষয়টি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অনুমোদন করা হয়। এমতাবস্থায় উক্ত দোকানের সরকারী দর প্রতি বর্গফুট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণের ভূতাপেক্ষ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের স্বাধীনতা সরণি শেষ প্রান্তের মার্কেটের (১৬ দোকান) ৩য় তলার ১ নং দোকানের সরকারী দর পার্শ্ববর্তী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মার্কেটের ৩য় তলার দোকানসমূহের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি বর্গফুট ১০,৫০০/- (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা হারে নির্ধারণের ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৩: বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ০৬(ছয়) টি ও ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০১(এক)টি বাড়ী/ফ্ল্যাটের গৃহকর মওকুফের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসস্থ বারিধারা ডিওএইচএস, মিরপুর ডিওএইচএস এবং ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার নিম্নবর্ণিত বাড়ী/ফ্ল্যাটের মালিকগণ বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গৃহকর মওকুফ করার আবেদন করেছেনঃ-

ক্র নং	প্লট/বাড়ী নং	এলাকার নাম	মালিকের নাম	মন্তব্য
১.	১৫৫	ডিওএইচএস বারিধারা	মেজর মোঃ মাসুদ উল আলম (অবঃ)	
২.	১৬২	ডিওএইচএস বারিধারা	মেজর মোঃ আব্দুল লতিফ হাওলাদার (অবঃ)	
৩.	৩৩৯	ডিওএইচএস বারিধারা	মেজর (অবঃ) এস এম মহীউদ্দিন	
৪.	৩৬৬/৫	ডিওএইচএস বারিধারা	লেঃ কর্নেল খায়রুল আলম(অবঃ)	
৫.	৫২৩	ডিওএইচএস বারিধারা	কমান্ডার মোঃ মতিউর রহমান	
৬.	১৯৬	ডিওএইচএস মিরপুর	মেজর মুকুল কুমার দে	
৬.	৮৩০ (৪র্থ তলা)	ডিওএইচএস মিরপুর	জনাব আবুল কাশেম মজুমদার দিলরুবা আক্তার	১৯৭০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ফ্ল্যাট
৭.	১৬/এফ, ফ্ল্যাট-এ/৩	ক্যান্টঃ বাজার এলাকা	ব্রিগেঃ জেনাঃ জাহাঙ্গীর কবির (অবঃ)	১৩৬০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ফ্ল্যাট

উল্লেখ্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ (সিটি কর্পোরেশন-২) এর ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী “রাস্ত্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণের মালিকানাধীন ইমারত বা জমিতে তাহাদের নিজস্ব বসবাসকৃত অংশের উপর হোল্ডিং কর এবং অন্যান্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের বসবাসের নিজস্ব মালিকানাধীন হোল্ডিং এ অবস্থিত ইমারত বা জমির উপরস্থিত ১,০০০(এক হাজার) বর্গফুট আয়তন পর্যন্ত ফ্ল্যাটের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাইবে না; তবে শর্ত থাকে যে মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন ইমারত বা জমির কোন অংশ বাণিজ্যিক বা ভাড়াই বা লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে উক্ত ইমারত বা জমির অংশের উপর হোল্ডিং কর আরোপ করা যাইবে।” এমতাবস্থায় তাঁদের আবেদনের সাথে সংযুক্ত কাগজপত্র অনুযায়ী প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১০০০(এক হাজার) বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাটের হোল্ডিং কর মওকুফের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সরকারী নির্দেশনার আলোকে প্রস্তাবিত ০৭(সাত)টি প্লটে নির্মিত বাড়ী/ফ্ল্যাট মালিক বীর মুক্তিযোদ্ধা বিধায় নিজস্ব বসবাসকৃত অংশের ১০০০ বর্গফুট পর্যন্ত আয়তনের হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৪: মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার ০৮(আট) টি বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার নিম্নোক্ত ০৮(আট) টি বাড়ীর গৃহকর নির্ধারণের বিষয়ে আবেদন করেছেনঃ-

ক্রঃ নং	আবেদনকারীর নাম	প্লট নং	নকশা অনুমোদনের তারিখ	প্রার্থিত তারিখ	বাড়ীর মালিকের মন্তব্য	তদন্ত প্রতিবেদন
১.	লিপিকা ভাসনিম	১১০১	২০/১০/২০১৪	০১/০৯/২০১৯	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, তিনি উক্ত প্লটে ০৭ তলা বাড়ী নির্মাণের লক্ষ্যে সফিউল্লাহ রিয়েল এস্টেট এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু উক্ত কোম্পানি নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আরো অভিরিক্ত ০১ বছর ০২ মাস নিয়ে গত ১৯/০৮/২০১৯ তারিখে উক্ত ভবনে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে প্লট মালিককে হস্তান্তর করেন। তাই উক্ত প্লট মালিক ০১/০৯/২০১৯ হইতে গৃহকর পরিশোধ করতে ইচ্ছুক মর্মে তাহার আবেদনে জানিয়েছেন।	সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলে এবং উক্ত প্লট মালিক ও ডেভেলপার কোঃ এর প্লট হস্তান্তর কপি যাচাই করে দেখা যায় উক্ত প্লটে ০১/০৯/২০১৯ হইতে বসবাস শুরু হয়েছে বিধায় সেপ্টেম্বর/২০১৯ হইতে গৃহকর নির্ধারণ করা যেতে পারে।
২.	উইং কমান্ডার মাহমুদ ইসলাম (অবঃ)	১২০৭	০৮/০৫/২০১৪	০১/১১/২০১৮	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, তিনি উক্ত প্লটে ০৭ তলা বাড়ী নির্মাণের লক্ষ্যে এ্যাসেট ডেভেলপমেন্ট এন্ড হোল্ডিং লিমিটেড এর সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু উক্ত কোম্পানি ০১/১১/২০১৮ তারিখে উক্ত ভবনে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে প্লট মালিককে হস্তান্তর করেন। তাই উক্ত প্লট মালিক ০১/১১/২০১৮ হইতে গৃহকর পরিশোধ করতে ইচ্ছুক মর্মে তাহার আবেদনে জানিয়েছেন।	সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি এবং উক্ত প্লট মালিক ও ডেভেলপার কোঃ এর প্লট হস্তান্তর কপি যাচাই করে দেখা যায় উক্ত প্লটে ০১/১১/২০১৮ হইতে বসবাস শুরু হয়েছে বিধায় নভেম্বর/২০১৮ হইতে গৃহকর নির্ধারণ করা যেতে পারে।
৩.	তাহিরা নিপা যারিন মুসাররাত	১১৫৯	১৯/১২/২০১৩	০১/১০/২০২০	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বাড়ী নির্মাণ কাজ বিলম্বে আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ সম্পন্ন করতে পারেননি। তারপর ধীরে ধীরে উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ সেপ্টেম্বর/২০২০ মাসে ২য়/৩য় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করি। তারপর অক্টোবর/২০২০ হইতে উক্ত প্লটের ২য়/৩য় তলায় বসবাস আরম্ভ করে। বাকী তলাগুলো এখনো অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়েছে বিধায় অক্টোবর ২০২০ হইতে ২য়/৩য় তলার গৃহকর পরিশোধ করতে ইচ্ছুক।	সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করে দেখা যায় উক্ত প্লট হতে অক্টোবর ২০২০ তারিখে পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিল শুধু মাত্র ২য়/৩য় তলার প্রারম্ভিক বিদ্যুৎ বিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্লটের ২য়/৩য় তলায় অক্টোবর ২০২০ হইতে বসবাস আরম্ভ হয়েছে বিধায় উক্ত প্লটে ২য়/৩য় তলায় অক্টোবর ২০২০ হইতে গৃহকর নির্ধারণ করা যেতে পারে।
৪.	ব্রিঃ জেঃ (অবঃ) মোঃ শওকত হোসেন	২১৯	১৪/০৭/২০০৯	০১/০৭/২০১৬	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি করার জন্য এমিকাস ডেভেলপমেন্ট কোঃ এর সাথে চুক্তি বদ্ধ হন কিন্তু উক্ত কোম্পানী পালিয়ে চলে যায় তখন তিনি নিজে বাড়ী নির্মাণ কাজ শুরু করে ২০১৬-২০১৭ সনে বাড়ীটি সম্পূর্ণ করে বসবাস আরম্ভ করেন। এসেতাবস্থায় উক্ত প্লট মালিক ২০১৬-২০১৭ হইতে গৃহকর করতে ইচ্ছুক।	সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক এর আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত প্লটে জুলাই/২০১৬ হইতে গৃহকর নেয়া যেতে পারে।
৫.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার মোঃ আবু রায়হান	২৯৭	২৮/০২/২০০৭	০১/০৭/২০১৩	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। ২০১৩ সালে উক্ত বাড়ীর ২য় তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার পর ২০১৪ সালে ৩য় তলা, ২০১৭ সালে ৪র্থ ও ৫ম তলা, ২০১৮ সালে ৬ষ্ঠ তলা এবং ২০১৯ সালে ৭ম তলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন।	সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করে দেখা যায় উক্ত প্লট হতে জুলাই ২০১৩ মাসে পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিল প্রারম্ভিক বিদ্যুৎ বিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্লটে জুলাই ২০১৩ হইতে বসবাস আরম্ভ হয়েছে বিধায় ২০১৩ সাল হতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য তলার গৃহকর নির্ধারণ করা যেতে পারে।
৬.	মিসেস কামরুন নাহার	১০৫৫	২৯/১১/২০১১	২০১৮	বাড়ীর মালিক আবেদনে জানিয়েছেন যে, বাড়ীটি তিনি নিজে করেছেন। তিনি আর্থিক সমস্যার কারণে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধারদেনা করে বাড়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন বিধায় সময়মত বাড়ি নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। তারপর ধীরে ধীরে উক্ত প্লটের নির্মাণ কাজ জুন/২০১৮ মাসে সম্পন্ন করে। তারপর জুলাই/২০১৮ হইতে উক্ত প্লটে বসবাস আরম্ভ করি বিধায় জুলাই/২০১৮ হইতে গৃহকর পরিশোধ করতে ইচ্ছুক।	সংশ্লিষ্ট বাড়ীর মালিক, ভাড়াটিয়া এবং কেয়ার টেকারের সাথে কথা বলি ও বিদ্যুৎ বিলের কপি যাচাই করে দেখা যায় উক্ত প্লট হতে জুলাই/২০১৮ মাসে পরিশোধিত বিদ্যুৎ বিল প্রারম্ভিক বিদ্যুৎ বিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্লটে জুলাই/২০১৮ হইতে বসবাস আরম্ভ হয়েছে বিধায় জুলাই/২০১৮ হইতে গৃহকর নির্ধারণ করা যেতে পারে।

10/11/20

৭.	মেজর শাহ মোঃ জাকির (অবঃ)	৭৬২/এ	৬/১২/২০১৩	২০১৯-২০২০	বাড়ীর মালিক ১০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে আবেদনে জানান ৭ম তলার ভবনের কাজ শারীরিক সমস্যার এবং আর্থিক সমস্যার কারণে এখনও পর্যন্ত ৪র্থ তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয়নি। তাছাড়া বাড়ীর আনুসাংগিক অনেক কাজ বাকী রয়ে গেছে এবং জুন ২০১৯ সালে মোটামুটিভাবে বসবাস শুরু করেছেন এবং ২য় তলা ভাড়া দিয়েছেন মর্মে ২০১৯-২০২০ সাল হতে গৃহকর নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।	২০১৩ সালে নকশা অনুমোদন করা হয়েছে। নকশা অনুমোদনের তারিখ হতে ০২(দুই) বছর বাদ দিয়ে ২০১৫-১৬ আর্থিক সাল হতে ২০২০-২১ আর্থিক সাল পর্যন্ত মোট ২,৯৩,৬৩৯/-টাকা গৃহকর নির্ধারণ করে পত্র প্রদান করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শনে উক্ত বাড়ীর কেয়ারটেকার এবং আশে পাশের লোকের সাথে কথা বলে জানা যায় তার আবেদনে উল্লেখিত তথ্য মতে ২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল হতে গৃহকর নির্ধারণ করা যেতে পারে।
৮.	লেঃ কর্ণেল মাহমুদ হোসেন চৌধুরী ও মেজর নুরুন্নাহার (অবঃ)	৫৬৪	৭/১২/২০১২	জুলাই ২০১৬	বাড়ীর মালিক ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদনে জানান যে, ২০১২ সালে নকশা অনুমোদন করে ডেভেলপার কোম্পানী এ্যালায়েন্স প্রোপার্টিজ কর্তৃক বাড়ী নির্মাণ সম্পন্ন করে ২০১৬ সালে বুকিয়ে দিয়েছে এবং গৃহকর জুলাই ২০১৬ তারিখে হতে নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ করেছেন।	সরেজমিনে পরিদর্শনে উক্ত বাড়ীর কেয়ার টেকার এবং আশে-পাশের লোকজনের সাথে আলোচনা করে জানা যায় উক্ত বাড়ীটি ডেভেলপার কোম্পানী এ্যালায়েন্স প্রোপার্টি কর্তৃক নির্মাণ করে জুলাই ২০১৬ সালে বাড়ীটি বুকিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় উক্ত বাড়ীর জুলাই ২০১৬ সাল হতে গৃহকর নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

১৪.১: বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত বাড়ীর গৃহকর ৪র্থ কলামে বর্ণিত তারিখ হতে ধার্য করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

ক্রঃ নং	আবেদনকারীর নাম	প্লট নং ও এলাকার নাম	গৃহকর ধার্য করার তারিখ
১.	লিপিকা তাসনিম	১১০১ মিরপুর, ডিওএইচএস	সেপ্টেম্বর, ২০১৯
২.	উইং কমান্ডার মাহমুদ ইসলাম (অবঃ)	১২০৭ মিরপুর ডিওএইচএস,	নভেম্বর, ২০১৮
৩.	আহিরা নিপা যারিন মুসাররাত	১১৫৯ মিরপুর ডিওএইচএস,	অক্টোবর, ২০২০
৪.	ব্রিঃ জেঃ মোঃ শওকত হোসেন (অবঃ)	২১৯ মিরপুর ডিওএইচএস,	জুলাই, ২০১৬
৫.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) খন্দকার মোঃ আবু রায়হান	২৯৭ মিরপুর ডিওএইচএস,	২য় তলা: ২০১৩ সাল ৩য় তলা: ২০১৪ সাল ৪র্থ ও ৫ম তলা: ২০১৭ ৬ষ্ঠ তলা: ২০১৮ সাল ৭ম তলা: ২০১৯ সাল
৬.	মিসেস কামরুন নাহার	১০৫৫ মিরপুর ডিওএইচএস,	জুলাই, ২০১৮
৭.	মেজর শাহ মোঃ জাকির (অবঃ)	৭৬২/এ, মিরপুর ডিওএইচএস	জুলাই, ২০১৯
৮.	লেঃ কর্ণেল মাহমুদ হোসেন চৌধুরী ও মেজর নুরুন্নাহার (অবঃ)	৫৬৪ মিরপুর ডিওএইচএস,	জুলাই, ২০১৬

১৪.২: প্রতি ০৬(ছয়) মাস অন্তর অন্তর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন প্রতিটি আবাসিক/বাণিজ্যিক এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে নির্দিষ্ট ফরমেটে তথ্য সংগ্রহ করে হোল্ডিং ট্যাক্স হালনাগাদ করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৫: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টা বেগম রেজিনা মাহমুদ এর সম্মানী বৃদ্ধিসহ নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা:

সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের ২৫ মার্চ ২০০৭ তারিখের ৩/এমএলএন্ডসি/কন/১৬২-২/১৮০ নং পত্রের মাধ্যমে মাসিক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা সম্মানী ভাতা প্রদান সাপেক্ষে ০১ (এক) বছরের জন্য বেগম রেজিনা মাহমুদ-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে মেয়াদ উত্তীর্ণের পর বোর্ড সিদ্ধান্তের আলোকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-০৯ এর সিদ্ধান্তের আলোকে মাসিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা সম্মানীতে ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ০১(এক) বছরের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। যার মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। এপ্রেক্ষিতে তিনি ০৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদনে সম্মানী ভাতা বৃদ্ধিসহ নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জন্য অনুরোধ করেছেন।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টা বেগম রেজিনা মাহমুদ এর চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগের মেয়াদ মাসিক সর্বসাকুল্যে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা সম্মানীতে ০১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৬: ডিওএইচএস পরিষদের কোটায় মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে দোকানের বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ০৪ টি দোকান বরাদ্দের জন্য মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ কর্তৃক ২০ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে ১৭১৭/ডিওএইচএস/মিরপুর নং পত্র প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট দপ্তর, ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ৩৯১৭/১/ ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা/এমকিউ-২ নং পত্রের মাধ্যমে অত্র দপ্তরকে যথাসম্ভব নামমাত্র মূল্যে দোকান বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অথবা তা সম্ভব না হলে এ বিষয়ে মতামত প্রেরণ করতে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়ে অত্র দপ্তরের বিজ্ঞ আইন-উপদেষ্টার মতামত চাওয়া হলে তিনি আইনগত মতামতে জানান যে, “সরকারী সম্পদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা রহিয়াছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে নামমাত্র মূল্যে বরাদ্দ উক্ত নীতিমালায় ব্যত্যয় ঘটিবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।” আইন-উপদেষ্টার মতামতটি ২০ জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার ১৪ নং আলোচ্য বিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ করার আইনগত এখতিয়ার নেই বিধায় সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের নির্ধারিত সর্বনিম্ন সরকারী মূল্যে মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদকে ০৪ (চার) টি দোকান বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদকে ২৯ জুলাই, ২০১৯ তারিখে ঢাক্যাবো/মিরঃডিওএইচএস/শঃকঃ/৫/৩১১ নং পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ উক্ত ০৪ টি দোকান প্রতীকী মূল্যে পাওয়ার জন্য সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে পুনরায় ০৫ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ১৭১৭/ডিওএইচএস/মিরপুর নং পত্র প্রেরণ করা হলে প্রতীকী মূল্যে কোন দোকান বরাদ্দের আইনগত কোন এখতিয়ার নেই মর্মে জানানো হয় এবং বিষয়টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সাথে সমন্বয় করতঃ প্রচলিত নিয়মে বরাদ্দ নেয়ার জন্য অনুরোধ করে। পরবর্তীতে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস ১৯ অক্টোবর/২০২০ তারিখে ৩৯১৭/১/ক্যান্টবোর্ড-ঢাকা-এমকিউ-২ নং পত্রের মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদকে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স হতে ন্যূনতম মূল্যে অথবা কিউএমজি কোটায় ০৪টি দোকান বরাদ্দের প্রয়োজনীয় কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান প্রতীকী মূল্যে বরাদ্দ করার আইনগত এখতিয়ার নেই বিধায় সংশ্লিষ্ট ফ্লোরের নির্ধারিত সর্বনিম্ন সরকারী মূল্যে মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদকে ০৪ (চার) টি দোকান ইজারা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিষয়টি সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর এবং মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-১৭: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার ২৯ নং দোকানের জমাকৃত সালামী ও আয়কর/ ভ্যাট ৩য় তলার ২ নং দোকানের সাথে সমন্বয় প্রসংগে।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার ২৯ নং দোকানের বিপরীতে মিসেস তাহমিনা আখতার, স্বামী-রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম আখতার (অবঃ) ২০,৬৭,৬০০/- (বিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার ছয়শত) টাকার সর্বোচ্চ দর দাখিল করেন। তিনি জামানতসহ মোট ৮,২৫,৩৫০/- (আট লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা অত্র দপ্তরে পরিশোধ করেছেন। জরিমানাসহ অবশিষ্ট মোট ১৫,২১,২৩৯/- (পনের লক্ষ একুশ হাজার দুইশত উনচল্লিশ) টাকা ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। অপরদিকে উক্ত শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার ০২ নং দোকানের জন্য রিগেঃ জেনাঃ মোঃ নাসিম আখতার (অবঃ), পিতা-এ ইউ এম আব্দুল হক মোট ২৬,৩৮,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার) টাকার দর দাখিল করেন। উক্ত দোকানের সালামী জামানতসহ মোট ১০,৩৯,২৫০/- (দশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জরিমানাসহ অবশিষ্ট ১৯,৬৫,২৫০/- (উনিশ লক্ষ ষয়ষট্টি হাজার দুইশত পঞ্চাশ) টাকা ৩০ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তিনি ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখের আবেদনের জানান তাঁর স্ত্রী মিসেস তাহমিনা আখতার এর নামে ৩য় তলার ২৯ নং দোকানটির ইজারা বাতিল করে উক্ত দোকানের বিপরীতে জমাকৃত জামানতসহ সালামী বাবদ মোট ৮,২৫,৩৫০/- (আট লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা তাঁর নামে ইজারাকৃত ৩য় তলার ০২ নং দোকানের বকেয়া সালামীর সাথে সমন্বয় করার জন্য অনুরোধ করেন। উক্ত আবেদনপত্রটি ১৫ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়ে-২২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

“মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার ২৯ নং দোকানের ইজারা বাতিল করতঃ নিরাপত্তা জামানত হিসেবে জমাকৃত ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বোর্ডের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত এবং উক্ত দোকানের বিপরীতে কিস্তি হিসেবে জমাকৃত ৭,৭৫,৩৫০/- (সাত লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মিসেস তাহমিনা আখতার এর স্বামী রিগেঃ জেনাঃ নাসিম আখতার (অবঃ) এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত উক্ত মার্কেটের ৩য় তলার ০২ নং দোকানের সালামীর সাথে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত হয়।”

Handwritten signature/initials.

তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ৮,৭৩,৪০০/- (আট লক্ষ তিয়াত্তর হাজার চারশত) টাকা পরিশোধের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে তিনি উক্ত টাকা পরিশোধ না করে পুনরায় ১৪/১১/২০২০ তারিখে ৩য় তলার ২৯ নং দোকানের বিপরীতে জমাকৃত জামানত, সালামী এবং টি, আর, চালানসহ ৩য় তলার ০২ নং দোকানের সাথে সমন্বয় করার জন্য আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ইজারা গ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৩য় তলার ২৯ নং দোকানের ইজারা বাতিল করত: উক্ত দোকানের বিপরীতে জমাকৃত জামানত এবং কিস্তির টাকা ইজারা গ্রহীতা মিসেস তাহমিনা আখতার এর স্বামী ব্রিগেঃ জেনাঃ নাসিম আখতার (অবঃ) নামে বরাদ্দকৃত ৩য় তলার ০২ নং দোকানের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে ভ্যাট ও আয়কর এর অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হওয়ায় এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়।

আলোচ্যবিষয়-১৮: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৭ম তলার ১১ ও ১২ নং দোকানের বিপরীতে জমাকৃত জামানতের টাকা ফেরত প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১১ ও ১২ নং দোকানটি ১৮/০২/২০১৯ প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে যথাক্রমে ইজারাপ্রাপ্ত হন আসফি আহমেদ, পিতা- মেজর সৈয়দ আশফাক আহমেদ এবং ভীনা আহমেদ, স্বামী- মেজর সৈয়দ আশফাক আহমেদ। ৭ম তলার ১১ ও ১২ নং দোকানের জন্য শুধুমাত্র জামানত বাবদ- ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জমা করেছেন। উক্ত দোকানদ্বয়ের ইজারা গ্রহীতাগণ আমেরিকায় অবস্থান/ বসবাস করেন। আমেরিকায় করোনা মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক মন্দা থাকায় দোকান ০২টির ইজারা বাতিল করে জামানতের টাকা ফেরত চেয়ে রাওয়া ক্লাবের সভাপতির সুপারিশসহকারে দোকান ইজারা গ্রহীতার বাবা এবং স্বামী মেজর সৈয়দ আশফাক আহমেদ (অবঃ) ০৫ অক্টোবর, ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। এমতাবস্থায়, উক্ত জামানতের অর্থ ফেরত প্রদানের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ইজারা গ্রহীতাগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৭ম তলার ১১ ও ১২ নং দোকানের ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর দোকান বরাদ্দের অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিটি দোকানের বিপরীতে জামানত হিসেবে জমাকৃত ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বোর্ডের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-১৯: ২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল হতে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার গৃহকর বর্গফুট হিসেবে নির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রদেবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসস্থ কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকায় ২৯০টি হোল্ডিং রয়েছে। উক্ত এলাকার হোল্ডিং/বাড়ীর বাৎসরিক গৃহকর ২০০০-২০০১ হতে ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাড়ী/ফ্ল্যাট/টিনসেড ঘরের আনুমানিক মাসিক ভাড়ার উপর হিসাব করে নিজ বসতির ৪০% সুযোগ বাদ দিয়ে গৃহকর নির্ধারণ করা হতো। পরবর্তীতে ৩১ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৩৬ এর মাধ্যমে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকায় স্থাপনার প্রতি বর্গফুট আবাসিক ৪/- (চার) টাকা, বাণিজ্যিক ৬/- (ছয়) টাকা ও টিনসেড ৩/- (তিন) টাকা হারে সিটি কর্পোরেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০১৭-২০১৮ আর্থিক সাল হতে গৃহকর নির্ধারণ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বাড়ী/হোল্ডিং/ফ্ল্যাট মালিকগণকে ট্যাক্স পরিশোধের জন্য পত্র প্রদান করা হয়। পক্ষান্তরে এলাকাবাসীর পক্ষে মোঃ রুস্তম আলী সরদার ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের আবেদন জানান, সরকার সিটিকর্পোরেশনের সকল এলাকায় ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণ কার্যক্রম স্থগিত করেছে এবং পূর্বের ন্যায় ট্যাক্স গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। বিষয়টি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে কচুক্ষেত পুরানবাজার এলাকার বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণ করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করে নিম্নোক্তভাবে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছেঃ-

কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার বাড়ী/ফ্ল্যাটের প্রতি বর্গফুট আবাসিক ৪/- (চার) টাকা, ব্যাণিজ্যিক ৬/- (ছয়) টাকা ও টিনসেড ৩/- (তিন) টাকা হারে গৃহ কর নির্ধারণের প্রস্তাব ২০১৯-২০ সাল হতে ধার্য করার জন্য সুপারিশ করা হল এবং রিবেট সুবিধা মার্চ ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকায় ২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল হতে প্রতি বর্গফুট আবাসিক ৪/- (চার) টাকা, ব্যাণিজ্যিক ৬/- (ছয়) টাকা ও টিনসেড ৩/- (তিন) টাকা হারে গৃহকর নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য, উক্ত এলাকার জন্য ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত ১০% রিবেটের সুযোগ কার্যকর থাকবে।

- আলোচ্যবিষয়-২০: রাজস্ব শাখার জন্য ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব শাখার কাজের পরিধি পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উক্ত কাজের গতি বৃদ্ধির লক্ষে চিঠিপত্র এবং দৈনন্দিন অন্যান্য পত্রসমূহ ফটোকপি করার নিমিত্ত ০১(এক)টি ফটোকপিয়ার মেশিন প্রয়োজন। উক্ত ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের জন্য ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয় হবে। উক্ত ব্যয় রাজস্ব শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করা হবে। উক্ত টাকা ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রাজস্ব শাখার জন্য একটি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের নিমিত্ত ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় রাজস্ব শাখার নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে। একইসাথে ভ্যান্ডরের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রাঙ্গণে ফটোকপিয়ার মেশিন স্থাপন করে সেবা গ্রহীতগণের চাহিদা মোতাবেক নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ সাপেক্ষে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আলোচ্যবিষয়-২১: নীলাচল হাউজিং লিমিটেড এর নামে প্রদত্ত ড্রেড লাইসেন্স সারচার্জ মওকুফ করে নবায়নের বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্ণেল শাহরিয়ার আহমেদ (অবঃ) এর ১৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনা: কর্ণেল শাহরিয়ার আহমেদ (অবঃ), ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নীলাচল হাউজিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠানের নামে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ৫৯/২০১২-২০১৩ নং ড্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেন। উক্ত ড্রেড লাইসেন্সটি বাৎসরিক ফি ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা যা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রাপ্য এবং উক্ত ফির উপর ১৫% ভ্যাট এবং উৎসে আয়কর যা টিআর চালানোর মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নবায়ন করা না হলে ড্রেড লাইসেন্স নির্ধারিত ফি'র উপর মাসিক ১০% হারে সারচার্জ আদায় করতে হয় (সরকারী গেজেট মোতাবেক)। উক্ত ড্রেড লাইসেন্সটি ২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত নবায়ন করা আছে। তিনি উক্ত ড্রেড লাইসেন্সটির সারচার্জ/জরিমানা মওকুফ করে নবায়ন করার জন্য ১৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন।
- সিদ্ধান্ত: ড্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে সারচার্জ/জরিমানা মওকুফ করার কোন সুযোগ না থাকায় আবেদনপত্রের বিষয়টি বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিষয়টি আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।
- আলোচ্যবিষয়-২২: রজনীগন্ধা টাওয়ারের ৬ষ্ঠ তলার অফিস স্পেস-১ ও ২ এর ভাড়া মওকুফের বিষয়ে আলোক হেলথ কেয়ার এর ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনা: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ রজনীগন্ধা টাওয়ারের ৬ষ্ঠ তলার অফিস স্পেস-১ ও অফিস স্পেস-২ এর মোট আয়তন ২৮৬১ বর্গফুট। উক্ত স্পেস ০২(দুই) টি মাসিক ভাড়া ৮০,১০৮/- (আশি হাজার একশত আট) টাকায় আলোক হেলথ কেয়ার-কে অক্টোবর ২০১৯ মাস হতে ভাড়া প্রদান করা হয়। আলোক হেলথ কেয়ার এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ লোকমান হোসেন ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের আবেদনে স্পেস ভাড়া নেয়ার পর হতে সমগ্র বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে কোন ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পাড়ায় ০৫(পাঁচ) মাস ভাড়া মওকুফ করার জন্য অনুরোধ করেছেন। এমতাবস্থায় উক্ত ভাড়া মওকুফের বিষয়ে আলোক হেলথ কেয়ার এর ১৭ আগস্ট ২০২০ তারিখের আবেদনপত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা টাওয়ারের ৬ষ্ঠ তলার অফিস স্পেস-১ ও ২ করোনাকালে চালু করতে না পারায় এপ্রিল, ২০২০ হতে আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) মাসের ভাড়া মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্যবিষয়-২৩: রজনীগন্ধা টাওয়ারের কিউএমজি কোটার ১ম তলার-১২ নং দোকানটি বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি প্রসংগে।
- আলোচনা: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ রজনীগন্ধা টাওয়ারের দোকান বরাদ্দের নীতিমালার আলোকে কিউএমজি কোটার ১ম তলার-১২ নং দোকানটি কিএমজি মহোদয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে তলা ভিত্তিক প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের অর্ধেক দরে ১৪,৮৮,৮০৩/- (চৌদ্দ লক্ষ আটশি হাজার আটশত তিন) টাকা সালামীতে লেঃ কর্ণেল সৈয়দ হাসান ইকবাল (অবঃ)-কে ০১ জুলাই ২০১৫ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ১০(দশ) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়। তিনি উক্ত দোকানটি নগদ টাকার প্রয়োজনে জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন, পিতা-মোঃ আব্দুর রশিদ সরকার, সিবি-২৫২/১, কচুক্ষেত পুরান বাজার এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উল্লেখ্য দোকান বরাদ্দের নীতিমালায় নিম্নোক্ত শর্ত উল্লেখ রয়েছেঃ-
- “রজনীগন্ধা টাওয়ারের সামরিক কোটার (যা কিউএমজি মহোদয়ের সুপারিশ মোতাবেক বরাদ্দ করা

১৬

হবে) নির্ধারিত দোকানসমূহ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তলা ভিত্তিক প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের অর্ধেক সালামী প্রযোজ্য হবে। ধার্য সালামীর উপর সরকারী বিধি মোতাবেক ভ্যাট ও উৎসে কর বরাদ্দগ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে এবং অন্যান্য শর্তাবলী এই নীতিমালায় আলোকে বাস্তবায়িত হবে।”

এমতাবস্থায় উক্ত দোকানটি বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতির বিষয়ে লেঃ কর্ণেল সৈয়দ হাসান ইকবাল (অবঃ) এর ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা টাওয়ারে কিউএমজি কোটায় প্রাপ্ত দোকান খোলা বাজারে বিক্রয় করা সমীচীন হবে না মর্মে বোর্ডসভা মত প্রকাশ করে। এ বিষয়ে সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা, এমএলকিউ পরিদপ্তরের সদয় অনুমোদন/নির্দেশনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৪: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার ০৩ নং দোকানের সালামী এককালীন পরিশোধের মাধ্যমে ১০% রিবেটের সুযোগ প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা:

মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার ০৩নং দোকানটি প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে কর্ণেল প্রফেসর মোঃ মোশারফ হোসেন (অবঃ) সর্বোচ্চ দরদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়। উক্ত দাখিলকৃত দরটি অনুমোদন হওয়ায় কিস্তি হিসেবে সালামীর টাকা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি দোকানের সমুদয় সালামী এককালীন পরিশোধ করার মাধ্যমে ১০% রিবেটের সুযোগ প্রদান করতে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উল্লেখ্য মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান বরাদ্দের নীতিমালায় দোকানসমূহের সালামী এককালীন পরিশোধ করা হলে মোট সালামীর উপর ১০% রিবেটের সুযোগ রয়েছে। এমতাবস্থায় এককালীন সালামী পরিশোধে ১০% রিবেটের সুযোগ প্রদানের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকান বরাদ্দের নীতিমালা অনুযায়ী মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার ০৩ নং দোকানের সালামী এককালীন পরিশোধের মাধ্যমে ১০% রিবেটের সুযোগ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৫: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে সিএসডি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০ম ও ১১তম তলার সর্বমোট ১৫,৬৭৬ বর্গফুট স্পেসের বকেয়া ভাড়া মওকুফ করতঃ ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ পুনঃনির্ধারণ প্রসংগে।

আলোচনা:

মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১০ম ও ১১তম তলার মোট ১৫,৬৭৬ বর্গফুট স্পেসটি সিএসডিকে অস্থায়ীভাবে ১৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত তারিখ হতে সার্ভিসচার্জ মওকুফের জন্য সিএসডি অফিস কর্তৃক ১৮ মে, ২০২০ তারিখে এ্যাডমিন/৫৪/মিরপুর শপিং কমপ্লেক্স/৪৫ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানান। বিষয়টি গত ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে সার্ভিস চার্জ মওকুফ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি অত্র দপ্তর কর্তৃক ১৬ আগস্ট, ২০২০ তারিখে ২৩.২২.৭০০১.১৬.০২২. ২২.১৯.মিডিশক, সিএসডি-৮০৫ নং পত্রের মাধ্যমে অবহিতপূর্বক সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সেনাসদর, কিউএমজি'র শাখা (সমন্বয়), সিএসডি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক পুনরায় ২৯ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে ৩৯০৬/২/মিরপুর শপিং কমপ্লেক্স/ সিএসডি নং পত্রের মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের সিএসডি'র অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০ম ও ১১তম তলার সর্বমোট ১৫,৬৭৬ বর্গফুট স্পেসের বকেয়া ভাড়া মওকুফ করতঃ ভাড়া ও সার্ভিস চার্জ পুনঃনির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এ প্রসংগে আলোচনায় জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ১০ম-ও ১১তম তলার মোট ১৫,৬৭৬ বর্গফুট স্পেস সিএসডি'র অনুকূলে প্রতি বর্গফুট ১,২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা হারে সর্বমোট ১৮,৮১,১২,০০০/- (আঠার কোটি একাশি লক্ষ বার হাজার) টাকায় ইজারা প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে সিএসডি কর্তৃক ১৪,৫২,০০,০০০/- (চৌদ্দ কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হলে সিএসডি কর্তৃপক্ষকে মাসিক প্রতি বর্গফুট ৭/- (সাত) টাকা ভাড়ায় সমুদয় স্পেস গত ১৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখে বুদ্ধিয়ে দেয়া হলেও ইজারার অবশিষ্ট অর্থ অদ্যাবধি পরিশোধ করা হয়নি। বরাদ্দপত্রের শর্তানুযায়ী ০১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখ হতেভাড়া ও অন্যান্য যাবতীয় ফি কার্যকর হওয়ার কথা থাকলেও মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স চালু করণের নিমিত্ত গত ০৩ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে কিউএমজি মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার ১(ক) নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ০৯(নয়) মাসের ভাড়া বাবদ ৯,৮৭,৫৮৮/- (নয় লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত আটাশি) টাকা মওকুফ করা হয়েছে।

- সিদ্ধান্ত:**
- ২৫.১: সালামীর সমুদয় অর্থ পরিশোধ ব্যতিরেকেই সিএসডি কর্তৃপক্ষকে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে সিএসডির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ১০ম ও ১১তম তলার সর্বমোট ১৫,৬৭৬ বর্গফুট স্পেস গত ১৮ জুলাই, ২০১৮ তারিখে হস্তান্তর করা হয়। ইজারার অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধের জন্য পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- ২৫.২: গত ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১৬ এর মাধ্যমে সিএসডি কর্তৃপক্ষকে ইজারাকৃত ১৫,৬৭৬ বর্গফুট স্পেস এর ০১ অক্টোবর, ২০১৮ হতে ৩০ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ০৯(নয়) মাসের ভাড়া বাবদ ৯,৮৭,৫৮৮/- (নয় লক্ষ সাতাশি হাজার পাঁচশত আটাশি) টাকা মওকুফ করা হয়েছে বিধায় পুনরায় ভাড়া মওকুফের সুযোগ নেই। সমুদয় বকেয়াসহ হালনাগাদ ভাড়া পরিশোধের জন্য পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- ২৫.৩: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে একজন এমডি এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে নিরাপত্তা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে এবং সার্ভিস চার্জের অর্থ দ্বারাই তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয় বিধায় সার্ভিস চার্জ মওকুফ করার কোন সুযোগ নেই। দাবীকৃত সার্ভিস চার্জ পরিশোধ করার জন্য পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৬: বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ২৩৭ নং বাড়ী/ফ্ল্যাট এবং মিরপুর ডিওএইচএস এর ১০২০ নং বাড়ীর এ/২ এবং এ/৩ ফ্ল্যাট খালী থাকায়/ভাড়া না হওয়ায় গৃহকর মওকুফের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা:

ক্র. নং	প্লট মালিকের নাম	প্লট নং ও এলাকার নাম	তলা/ফ্ল্যাট ও খালী থাকার মাসসমূহ	ভাড়া হওয়ার মাস
১.	ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ আনিসুজ্জামান ভূইয়া	১০২০, মিরপুর ডিওএইচএস	২য় তলা: এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর ২০২০	০১ অক্টোবর/২০২০
			৩য় তলা: এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই/২০২০	০১ আগস্ট/২০২০
২.	মিসেস লায়লা আক্তার চৌধুরী, স্বামী- ব্রিগেঃ জেনাঃ (অবঃ) এম সারফুল আলম	২৩৭, বারিধারা ডিওএইচএস	৩য় তলা: এপ্রিল, মে, জুন ও জুলাই, ২০১৯	আগস্ট, ২০১৯

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে যেহেতু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে নিজস্ব আয় দ্বারা উন্নয়নমূলক ও নৈমিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়, এছাড়াও ডিওএইচএস সমূহে নির্মিত বাড়ীর মাসিক ভাড়ার পরিবর্তে প্রতি বর্গফুট আয়তনের উপর হ্রাসকৃত হারে গৃহকর ধার্য করা হয় সেহেতু গৃহকর মওকুফের আবেদন দু'টি বিবেচনা না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৭: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯ নং প্লটে নির্মিত ৬ তলা বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ডি-৪ নং ফ্ল্যাট মালিক কর্তৃক সালমা আক্তার, স্বামী- মোঃ ফয়েজ উদ্দিন দেওয়ান-কে আম-মোক্তার নামা প্রদানের অনুমতি প্রসংগে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা:

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং রোডের ১০৮৯০ বর্গফুট বা ১৫.১২৫ কাঠা জমি বিশিষ্ট ০৯ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ২১০২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ডি-৪ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কারপার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও অন্যান্য সাধারণ সুবিধাদিসহ ত্রয়সূত্রে যৌথ মালিক (১) তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও (২) শামিম আরা খান, স্বামী-তানভির আহমেদ তানজীল। জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার উক্ত ফ্ল্যাটটির তীর মালিকানার অংশটুকু তীর স্ত্রী-শামিম আরা খানকে হেবা/দান করার অনুমতি চেয়ে ২৭ আগস্ট ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনপত্রটি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৫(৬) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে জনাব তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার এর মালিকানার অংশটুকু তীর স্ত্রী-শামিম আরা খানকে হেবা/দান করার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.০৬.প্র.৯.ফ্ল্যা.ডি৪-১০৯৭ নং পত্রে অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১) তানভির আহমেদ তানজীল ও (২) শামিম আরা খান কর্তৃক ০২ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের যৌথ আবেদনে অত্র দপ্তরের ২১ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৬.০৫.০০৫.০৬.প্র.৯.ফ্ল্যা.ডি৪-১০৯৭ নং পত্রে অনুমতিপত্রটি বাতিল করে উক্ত ফ্ল্যাটটি সালমা আক্তার, স্বামী-মোঃ ফয়েজ উদ্দিন দেওয়ান-কে আম-মোক্তারনামা প্রদানের অনুমতির জন্য অনুরোধ করেছেন। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি দখলে নেই। এমতাবস্থায় উক্ত ফ্ল্যাটটি সালমা আক্তার, স্বামী-মোঃ ফয়েজ উদ্দিন দেওয়ান-কে আম-মোক্তারনামা প্রদানের অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৯ নং প্লটে নির্মিত ৬ তলা বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের ডি-৪ নং ফ্ল্যাটের যৌথ মালিক তানভির আহমেদ তানজীল, পিতা-সোলায়মান সরকার ও শামিম আরা খান, স্বামী-তানভির আহমেদ তানজীল এর শূণ্যনী গ্রহণ করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৮: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১৬/এইচ নং প্লটে নির্মিত ৬ তলা বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের এ-৪ নং ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তর অনুমতি পুনর্বিবেচনার বিষয়ে ফ্ল্যাট ক্রেতা মেজর এম এম ইকবাল হোসেন এর ১৭ অক্টোবর, ২০২০ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমি বিশিষ্ট ১৬/এইচ নং প্লটে নির্মিত ০৬(ছয়) তলা বাড়ীর ৫ম তলার উত্তর-পূর্ব পার্শ্বের ১৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট এ/৪ নং ফ্ল্যাট, নিচতলায় ০১(এক)টি কার পার্কিং এবং আনুপাতিকহারে অবিভক্ত/অচিহ্নিত জমি ও বিদ্যমান অন্যান্য সকল সুবিধাদিসহ এর মালিক হাজী মোহাম্মদ মুছা ওরফে মোঃ মুসা, পিতা-মৃত কবির আহমদ। তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুমোদনক্রমে উক্ত ফ্ল্যাটটি বেচা/বিক্রয়/হস্তান্তর এবং অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলীর নিমিত্ত জনাব মোঃ মনির হোসেন, পিতা-মৃত সিরাজ মিয়াকে রেজিস্ট্রিকৃত আম-মোক্তারনামা প্রদান করেন। আম-মোক্তারমূলে মালিক জনাব মোঃ মনির হোসেন উক্ত ফ্ল্যাটটি মেজর এম এম ইকবাল হোসেন(অবঃ), পিতা-মৃত আবুল হাসেম মোল্লা এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি চেয়ে জন্য ২৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ক্যাঃবাঃএঃ/প্লট নং-১৬/এইচ/ফ্ল্যাট নং-এ/৪/বি(৫ম তলা উত্তর-পূর্ব)/১০৩ নং পত্রে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সদর দপ্তর, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৮০০.০২.১২১. ০১.১৪.০৩.১৯-৪৩৭২ নং পত্রে প্রস্তাবিত ক্রেতার অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করেন। বিষয়টি ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার-৫ নং আলোচ্যবিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ফ্ল্যাট/বাড়ী বিক্রয়/হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সেনাসদরের অনাপত্তি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবটি সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে বিধায় সেনাসদরের অনাপত্তি গ্রহণ করা হয়নি। উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত ৪১৮.৯৬ বর্গফুট জমি দখলে রয়েছে। বিষয়টি ২০ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৭(২) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি ছেড়ে দেয়ার জন্য পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট ক্রেতা মেজর এম এম ইকবাল হোসেন (অবঃ) কে অবহিত করে ফ্ল্যাট মালিক-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ক্রেতা ০৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের আবেদনে জানান ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক বরাদ্দকৃত ১৬/এইচ নং প্লটে ৫৪৪৫ বর্গফুট বা ৭.৫৬ কাঠা জমির আনুপাতিকহারে একটি ফ্ল্যাটের অংশটুকু আমার মালিকানায় রেজিস্ট্রি দলিল সম্পাদন করব এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি আমার দলিলের মধ্যে থাকবে না তবে অতিরিক্ত জমির বিষয়ে ভবিষ্যতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক যে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করবে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে মর্মে নোটারীকৃত হলফনামা প্রদান করে ফ্ল্যাটটি তার নামে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। আবেদনপত্রটি ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৫(২) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড উক্ত প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত দখলকৃত ৪১৮.৯৬ বর্গফুট জমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অনুকূলে বুকিয়ে দেয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত প্রদান করে। বিষয়টি অবহিত করা হলে ফ্ল্যাট ক্রেতা মেজর এম এম ইকবাল হোসেন (অবঃ) ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তরে অনুমতি বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। আবেদনপত্রটি ০৭ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৫(৪) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার যে সকল প্লটে বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি রয়েছে সে সকল প্লট সরেজমিনে পরিমাপ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটি কর্তৃক কিছু প্লট পরিমাপ করার পর করোনা ভাইরাস জনিত কারণে পরিমাপ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। মেজর এম এম ইকবাল হোসেন (অবঃ) ১৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখের আবেদনের জানান উক্ত পরিমাপ করার পর প্লটের বরাদ্দের অতিরিক্ত জমি ইতোমধ্যে দেয়াল নির্মাণ করেছেন বিধায় ফ্ল্যাটটি বিক্রয়/হস্তান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। বিষয়টি আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ০৭ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় এ সংক্রান্ত গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন সাপেক্ষে আগামী বোর্ডসভায় এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-২৯: রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল এর হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: সেনা হোটেল ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড এর মালিকানাধীন পাঁচ তারকা মানের 'রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন' হোটেলটি 'বি' শ্রেণীভুক্ত ৭.১৮ একর জমিতে অবস্থিত। হোটেলটি ০৬ তলা বিশিষ্ট এবং এর মোট আয়তন ২,১৪,১১১.৮১ (দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত এগার দশমিক আট এক) বর্গফুট। উক্ত হোটেলটি একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ২০০৯-২০১০ সাল হতে প্রতি বর্গফুট ৪/- (চার) টাকা হারে ১,০২,০০০ (এক লক্ষ দুই হাজার) বর্গ ফুটের উপর ৫,১০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ দশ হাজার) টাকা করে ও ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সাল হতে প্রতি বর্গফুট ৪/- (চার) টাকা হারে ২,১৪,১১১.৮১ (দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত এগার দশমিক আট এক) বর্গফুটের উপর ১০,৭০,৫৫৯/- (দশ লক্ষ সত্তর হাজার পাঁচশত উনষাট) টাকা হোল্ডিং ট্যাক্স

প্রদান করে আসছে এবং ২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত পরিশোধ আছে। ক্যান্টনমেন্ট আইন ২০১৮ এর ৬৩ ধারায় ০৩ বছর অন্তর অন্তর গৃহকর পুনঃনির্ধারণের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত হোটেলের হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্যের পর থেকে ০৩(তিন) বছর অতিবাহিত হওয়ায় হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণের বিষয়টি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২০ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল এর হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণ লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গঠিত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনে নিম্নোক্তভাবে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছেঃ-

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেলের গৃহকর বাবদ ২০২০-২০২১ আর্থিক বৎসর হতে প্রতি বর্গফুট ৭.৫০ (সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা) হারে ২,১৪,১১১.৮১ (দুই লক্ষ চৌদ্দ হাজার একশত এগার দশমিক আট এক) বর্গফুটের জন্য বাৎসরিক ২০,০৭,২৯৮/- (বিশ লক্ষ সাত হাজার দুইশত আটানব্বই) টাকা ট্যাক্স নির্ধারণ করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করেন।

এমতাবস্থায় গঠিত কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদন সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রেডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেল এর হোল্ডিং ট্যাক্স ২০২০-২০২১ আর্থিক সাল হতে প্রতি বর্গফুট ৭/৫০ (সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা হারে নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩০: ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ এর হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ এর হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণের জন্য গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-৫২বিবিধ(১) এর মাধ্যমে মেজর মোঃ আমজাদ হোসেন, ইবি, এসএসও, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত সুপারিশ নিম্নরূপঃ-

পর্যদের সুপারিশ

- ১। ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কোম্পানী লিমিটেড এর স্থাপনার জন্য গৃহকর বাবদ ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সন পর্যন্ত ২,৪৬,৭৬৫ বর্গফুটের জন্য প্রতি বর্গফুট ৮/৫০ (আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা) হারে, ২০১৩-২০১৪ আর্থিক সনে ২,৪৬,৭৬৫ বর্গফুটের জন্য ৯/- (নয়) টাকা হারে ও ২০১৫-২০১৬ সনে ৩,১৭,১৯৩ বর্গফুটের জন্য প্রতি বর্গফুট ৯/- (নয়) টাকা হারে এবং ২০১৬-২০১৭ আর্থিক সন হতে পার্শ্ববর্তী এলাকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতি বর্গফুট ১৮/- (আঠার) টাকা হারে গৃহকর নির্ধারণের জন্য পর্যদ সুপারিশ করেন।
- ২। ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত উন্নয়ন কর (ভূমি কর) ১৫.২৬৩৩ একর (১৫২৬.৩৩ শতাংশ) জমির জন্য সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতি শতাংশ বার্ষিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সাল হতে ভূমি কর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঢাকা কর্তৃক বিএটিবি কোম্পানীর নিকট হতে আদায় করার জন্য পর্যদ সুপারিশ করেন।
- ৩। এছাড়া ভূমির আয়তন ১৫.২৬৩৩ একর (১৫২৬.৩৩ শতাংশ) জমির উপর প্রতি শতাংশ বার্ষিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা ভূমি কর নির্ধারণ করত: নতুন করে বিএটিবি কোম্পানীর সাথে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকার মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করার জন্য পর্যদ সুপারিশ করেন।
- ৪। প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তরের ২০১২-২০১৪ আর্থিক সনে নিরীক্ষায় ব্রিটিশ আমেরিকান ট্যোবাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কোম্পানী লিমিটেড এর অনুমোদিত নকশার চেয়ে আয়তন কম দেখিয়ে এবং নিজ বসতির ক্ষেত্রে ৪০% রিবেটের সুযোগ দিয়ে গৃহকর ধার্য করার ফলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ৫৮,৯২,৭৮৩/- (আটান্ন লক্ষ বিরানব্বই হাজার সাতশত তিরিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে বিএটিবি কোম্পানীর নিকট হতে আদায় করার জন্য পর্যদ সুপারিশ করেন।
- ৫। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অডিট কর্তৃক যেহেতু আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে, সেহেতু নিজ বসতির ক্ষেত্রে ৪০% রিবেট এর সুযোগ না রেখে সম্পূর্ণ আয়তনের উপর প্রতি বর্গফুট ১৮/- (আঠার) টাকা হারে গৃহকর নির্ধারণ করার জন্য পর্যদ সুপারিশ করেন।
- ৬। বিএটিবি কর্তৃক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে নিম্নবর্ণিত টাকা কম পরিশোধ করেছেন, যা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক বিএটিবির নিকট হতে আদায় করার জন্য পর্যদ সুপারিশ করেনঃ-

ক।	গৃহকর বাবদ	= ১, ৪২, ৭৩, ৬৮৮/-
খ।	অডিট আপত্তি বাবদ =	২, ৮৬, ১৩৩/-
গ।	ভূমি কর বাবদ	= ৮, ৫৮, ৫৬০/-
	সর্বমোট পাওনা	= ১, ৫৪, ১৮, ৩৮১/-

Handwritten signature

- সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ কোম্পানী এর হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃনির্ধারণের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-
- ৩০.১: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে যে অর্থ বছরে বর্ধিত হারে হোল্ডিং ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে ভূতাপেক্ষ কার্যকর না করে তার পরবর্তী অর্থ বছর হতে বর্ধিত হারে হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় করতে হবে।
- ৩০.২: ২০১৫-২০১৬ আর্থিক সাল থেকে ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ১৫.২৬৩৩ একর (১৫২৬.৩৩ শতাংশ) জমির জন্য সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী প্রতি শতাংশ বার্ষিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা হারে উন্নয়ন কর (ভূমি কর) নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনের মাধ্যমে আদায়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আলোচনা সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন সকল ডিওএইচএস, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বাড়ীঘর, চ্যাপ্টার্ড এলাকার বাড়ীঘর, মার্কেট এর সকল দোকান, ড্রেড লাইসেন্স, রিক্সার লাইসেন্স, বিভিন্ন প্রকার সনদ প্রদান, পরিচয়পত্র প্রদান, পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভাড়া আদায়, “সি” শ্রেণীর জমির উপর নির্মিত বাণিজ্যিক স্থাপনার রাজস্ব আদায়, ক্যান্টনমেন্ট সীমানায় অবস্থিত যে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ট্যাক্স আদায়, পানি ও বিদ্যুৎ বিল এনালগ পদ্ধতিতে আদায় করা হয়ে থাকে। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনের মাধ্যমে আদায়ের বিষয়টি ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার ২.২ নং সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনে আদায়ের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ মোসতাক আহমদ, বিএসপি, পিএসসি এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের হোল্ডিং ট্যাক্স অনলাইনের মাধ্যমে আদায়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩২: রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কর্মকার রকের পিছনে নির্মিত দোকানটি মেজর (অবঃ) আব্দুল সাত্তার এর নামে নিয়মিতকরণের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: প্রাক্তন স্টেশন কমান্ডার রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) তানভীর হাসান মজুমদার এর মৌখিক আদেশে মেজর আব্দুস সাত্তার (অবঃ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কর্মকার রকের পিছনে একটি দোকান ঘর নির্মাণ করেন। উক্ত দোকান ঘরটি ২০১২-২০১৩ সালের দিকে নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে মেজর আব্দুস সাত্তার (অবঃ) ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে আবেদনে জানিয়েছেন। উক্ত দোকানের বিষয়ে অত্র দপ্তরে কোন রেকর্ড বা কাগজ পত্র নেই। সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায়, আবেদিত দোকান ঘরটি দুই পাশের দোকান নম্বর ৫/কে এবং ৫/এল। মাঝখানে দোকানটির কোন নম্বর নেই। উল্লেখ্য ২০১২-২০১৩ আর্থিক সালে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে কিছু দোকান নির্দিষ্ট মেয়াদে মাসিক ভাড়া এবং সালামী প্রদান সাপেক্ষে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দোকানসমূহের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় পুনরায় নিধারিত সালামী সাপেক্ষে বরাদ্দের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। উক্ত দোকানটি নির্মাণ করার পর হতে কোন সালামী বা ভাড়া প্রদান করা হয়নি। মেজর আব্দুস সাত্তার (অবঃ) উক্ত দোকানটি তাঁর নামে নিয়মিত করার জন্য ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় স্টেশন কমান্ডার, স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস ও সভাপতি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঢাকা বরাবর আবেদন করেছেন। আবেদনপত্রটি সভায় আলোচনা সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কর্মকার রকের পিছনে নিজ ব্যয়ে নির্মিত দোকানটির ইজারা বাবদ এককালীন অফেরতযোগ্য ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা জমা করতে হবে এবং ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য বার্ষিক ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা সালামীতে মেজর (অবঃ) আব্দুল সাত্তার এর নামে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য পাঁচ বছরের বার্ষিক সালামীও এককালীন পরিশোধ করতে হবে। বিধি মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত প্রতি বর্গফুট মাসিক ১২/- (বার) টাকা হারে দোকান ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। উল্লিখিত সালামী ও ভাড়ার হার বোর্ড সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৩: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ০২(দুই)টি দোকান ইজারার নিমিত্ত প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের দোকানসমূহ প্রকাশ্য নিলাম ডাকের মাধ্যমে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হলে মোট ০২(দুই)টি দোকানের জন্য দরপত্র পাওয়া যায়। উক্ত দরপত্র ০২(দুই)টি কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত দরপত্রের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

ক্র নং	তলা ও দোকান নং	সর্বোচ্চ ডাককারীর নাম	দোকানের আয়তন	সরকারী দর প্রতি বর্গফুট	প্রকাশ্য ডাকের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দর	মোট টাকা
০১	৬ষ্ঠ তলা- ২৭	মোঃ গুলজার হোসেন খান পিতা- মোঃ মোজাম্মেল হোসেন খান	১৬৭.১৮	১২,০০০/-	১২,০৬০/-	২০,১৬,১৯১/-
০২	৭ম তলা-০১	মোঃ কাজী এলেম হোসেন পিতা- কাজী সকবুল হোসেন	২২৯.২১	১২,০০০/-	১২,০৬০/-	২৭,৬৪,২৭৩/-

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৬ষ্ঠ তলা- ২৭ ও ৭ম তলা-০১ নং দোকানের বিপরীতে প্রাপ্ত দর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৪: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের নিচতলার ৪৫ নং দোকানের আয়তন ও সরকারী দর পুনঃনির্ধারণসহ ইজারা দর অনুমোদন প্রসঙ্গে।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের নীচ তলার ৪৫ নং দোকানটি সরেজমিনে পরিমাপ করে ২৭৭.৫৫ বর্গফুট আয়তন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৩৯.০৩ বর্গফুট আয়তকার অংশের জন্য দোকান ওপেনিং (সাঁটার) আছে। কিন্তু ট্রাপিজিয়াম ১৩৮.৫২ বর্গফুট আয়তন অংশের জন্য কোন ওপেনিং সাঁটার নেই বিধায় উক্ত বর্গফুটের সরকারী দরের ২৫% হারে দর নির্ধারণ এবং ১৩৯.০৩ বর্গফুটের জন্য ১০০% দর নির্ধারণ করা যেতে পারে মর্মে ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে সরেজমিনে একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনটি ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-১২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে বোর্ড মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ১ম তলার ৪৫ নং দোকানের মূল্য সরেজমিনে পরিমাপ অনুযায়ী আয়তকার ১৩৮.০৩ বর্গফুটের জন্য বিদ্যমান সরকারী দর এবং অবশিষ্ট ট্রাপিজিয়ামের ১৩৮.৫২ বর্গফুটের জন্য সরকারী দরের ২৫% হারে নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের নিচ তলার ৪৫ নং দোকানের ১৩৯.০৩ বর্গফুটের সরকারী দর ১০০% হিসেবে (১৩৯.০৩×১৭০০০)=২৩,৬৩,৫১০/- টাকা এবং ১৩৮.৫২ বর্গফুটের সরকারী দরের (১৩৮.৫২×১৭,০০০ = ২৩,৫৪,৮৪০/- টাকার ২৫% হারে (২৩,৫৪,৮৪০×২৫%) = ৫,৮৮,৭১০/- টাকাসহ উক্ত দোকানের সরকারী দর (২৩,৬৩,৫১০+৫,৮৮,৭১০)=২৯,৫২,২২০/-টাকা হয়। এমতাবস্থায়, মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ২৭৭.৫৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নিচ তলার ৪৫ নং দোকানের সরকারী দর প্রতি বর্গফুট (গড়) (২৯,৫২,২২০÷২৭৭.৫৫)= ১০,৬৩৭/- (দশ হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা নির্ধারণ এবং ইজারা দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর নিচতলার ২৭৭.৫৫ বর্গফুট আয়তনের ৪৫ নং দোকানের মধ্যে ট্রাপিজিয়াম আকারের ১৩৮.৫২ বর্গফুট অংশের জন্য কোন ওপেনিং সাঁটার না থাকায় উক্ত অংশ সরকারী দরের ২৫% হারে নির্ধারণ করত: অবশিষ্ট অংশের জন্য বিদ্যমান সরকারী দর বিবেচনা করে উক্ত দোকানের প্রতি বর্গফুটের জন্য ১০,৬৩৭/- (দশ হাজার ছয়শত সাইত্রিশ) টাকা হারে সরকারী দর নির্ধারণসহ উক্ত দোকান ইজারার নিমিত্ত গত ৩০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রতি বর্গফুটের জন্য প্রাপ্ত ১০,৭০০/- (দশ হাজার) টাকার দর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৫: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার ৩২ নং দোকানে IFIC Mini Booth পরিচালনার অনুমতি প্রসঙ্গে।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার ৩২ নং দোকানে IFIC Mini Booth পরিচালনার অনুমতি চেয়ে উক্ত দোকানের বরাদ্দ গ্রহীতা সুরাইয়া জেবীন নাজ ১১ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনের বিষয়ে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতামত চাওয়া হলে তিনি জানান যে, “..... মার্কেটে ক্রেতার আনাগোনা বৃদ্ধি ও ব্যবসায়িক লেন-দেনের সুবিধার্থে ৩য় তলায় ৩২ নং দোকানে IFIC Mini Booth পরিচালনার অনুমতি দেয়া যেতে পারে।”

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের ৩য় তলার ৩২ নং দোকানে IFIC Mini Booth পরিচালনার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৬: ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্ত নিয়োক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:-

ক্র/নং	প্লট মালিকের নাম	প্লট নম্বর	ঠিকানা	এমইও/ রাজস্ব শাখার ছাড়পত্রের তারিখ	মন্তব্য
১।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) ফয়েজ আহম্মদ সিদ্দিক	৩০০	মিরপুর ডিওএইচএস	২৬/১১/২০২০	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-৩য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট)
২।	গুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) এ ওয়াই এম নাজমুল হক	৫১৬	মিরপুর ডিওএইচএস	২৪/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (খালি প্লট)
৩।	মেজর জেনারেল (অবঃ) এ কে এম মমিনুর	৫৯১	মিরপুর ডিওএইচএস	১৩/০৮/২০২০	ঘটনোত্তর অনুমোদন। সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে) ২৬/১১/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৪।	ব্রিগেঃ জেনারেল (অবঃ) বদরুল মিল্লাত ভূইয়া	৮০৮	মিরপুর ডিওএইচএস	২৩/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
৫।	(ক) নিসরাত হক (খ) বি এম আবরার শাহরিয়ার (গ) বি এম বুবায়ত শাহরিয়ার	৮৫৩	মিরপুর ডিওএইচএস	২৯/৭/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন আছে)
৬।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সৈয়দ কামরুজ্জামান	৯০৯	মিরপুর ডিওএইচএস	২৭/৯/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
৭।	মেজর (অবঃ) খোন্দকার সাইফুজ্জামান	৯১০	মিরপুর ডিওএইচএস	২০/০৮/২০২০	ঘটনোত্তর অনুমোদন। সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে) ২৬/১১/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৮।	(ক) ব্রিগেঃ জেনারেল (অবঃ) এস এম মামুনুর রহমান (খ) উইং কমান্ডার (অবঃ) এস জে এ এইচ জেড নাঈম চৌধুরী	৯৩২ ও ৯৩৪	মিরপুর ডিওএইচএস	০৮/১২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে।)
৯।	লেঃ জেনারেল মোঃ মাহফুজুর রহমান, ওএসপি, আরসিজিএস, এনডিসি, এএফডব্লিউ উসি, পিএসসি, পিএইচডি	১০৭৬	মিরপুর ডিওএইচএস	১৩/০৮/২০২০	ঘটনোত্তর অনুমোদন। সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা) ২৬/১১/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১০।	ব্রিগেঃ জেনারেল (অবঃ) আবু সায়ীদ খান	১০৭৮	মিরপুর ডিওএইচএস	২০/০৮/২০২০	ঘটনোত্তর অনুমোদন। সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা) ২৬/১১/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১১।	ব্রিগেঃ জেনারেল (অবঃ) হুমায়ুন বখত	১১১০	মিরপুর ডিওএইচএস	১০/১২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে।)
১২।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোরশেদ মাহবুব ইকবাল	১১২০	মিরপুর ডিওএইচএস	১৪/১২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)।
১৩।	ব্রিগেঃ জেনারেল (অবঃ) আবু মুসা শারফ উদ্দিন	১১২৭	মিরপুর ডিওএইচএস	২০/১০/২০২০	ঘটনোত্তর অনুমোদন। সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে।) ২৫/১১/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৪।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	১১৪২	মিরপুর ডিওএইচএস	২০/১২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে।)
১৫।	মেজর (অবঃ) মোঃ হানিফ উদ্দিন শেখ	১১৪৭	মিরপুর ডিওএইচএস	২২/০৮/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে।)
১৬।	ব্রিগেঃ জেনারেল রিদওয়ান-আল-মাহমুদ (অবঃ)	১১৯০	মিরপুর ডিওএইচএস	১৭/১২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে।)

১৭।	কমান্ডার (অবঃ) মোঃ আবদুল মতিন, বিএন	১২০৩	মিরপুর ডিওএইচএস	১৩/০৮/২০২০	ঘটনোত্তর অনুমোদন। সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে।) ২৬/১১/২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৮।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ)মোঃ আব্দুল হামিদ সরদার	১২০৯	মিরপুর ডিওএইচএস	২৩/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
১৯।	হাসনা হেনা চৌধুরী গং স্বামী-শহীদ মেজর হোসেন সোহেল শাহনেওয়াজ	১২০৪	মিরপুর ডিওএইচএস	১৪/১২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
২০।	ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম সাজ্জাদ আলম	১২৩৩	মিরপুর ডিওএইচএস	১৪/১২/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)
২১।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোস্তফা সালেমুল হাসনাইন	১২৭৫	মিরপুর ডিওএইচএস	১৩/১১/২০২০	নতুন ০৭(সাত) তলা ভবন
২২।	উইং কমান্ডার (অবঃ) সুলতান মোহাম্মদ নূরানী	১২৭৮	মিরপুর ডিওএইচএস	২০/১২/২০২০	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন, ৩য় তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট)
২৩।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) জেবুন্নেছা বেগম	১২৮১	মিরপুর ডিওএইচএস	৩০/১১/২০২০	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-৩য় ও ৪র্থ তলায় দুই ইউনিটের পরিবর্তে এক ইউনিট এবং কার পাকিং ০৮টি দেখানো হয়েছে)
২৪।	কোহিনুর হোসেন গং স্বামী-শহীদ মেজর কাজী মোসাদ্দেক হোসেন	১২৯৯	মিরপুর ডিওএইচএস	০৪/১০/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন আছে)
২৫।	ব্রিগেড জেনারেল (অবঃ) আখতারোজ্জামান সিদ্দিকী	১৩০১	মিরপুর ডিওএইচএস	০৫/১০/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন আছে)
২৬।	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন	১৪২	বারিধারা ডিওএইচএস	১৫/১১/২০২০	সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা (নিচতলার রুম ও টয়লেটের অবস্থান পরিবর্তন)
২৭।	কর্ণেল (অবঃ) মোহাম্মদ মোসাদ্দেক	১৪৯	বারিধারা ডিওএইচএস	০৮/১১/২০২০	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা-)
২৮।	বারিধারা স্কলার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ	-	বারিধারা ডিওএইচএস	-	নতুন ০৮(আট) তলা কলেজ ভবন (ভূতাপেক্ষ অনুমোদন)
২৯।	(ক) জনাব মেজবাহ উদ্দিন খান (খ) ফারিনা হক	২৩	মহাখালী ডিওএইচএস	০৭/১১/২০২০	বেজমেন্টসহ নতুন ০৪(চার) তলা (পুরাতন ভবন ভেঙে)
৩০।	(ক) মিসেস মামসুন নাহার (খ) মোহাঃ সাজ্জাদুল কবির (গ) মোঃ মাজেদুল কবির সর্বপিতা-মরহম লেঃ কর্ণেল ডাঃ আহমেদ কবির	বি/১০ ৮	মহাখালী ডিওএইচএস	১০/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৩১।	(ক) জনাব মারুফ জাহাঙ্গীর (খ) ডাঃ মারগুব আরেফ জাহাঙ্গীর (গ) উজমা শেগুফতা জাহাঙ্গীর সর্বপিতা-শহীদ লেঃ কর্ণেল এন এ এম জাহাঙ্গীর, এএমসি	১১২	মহাখালী ডিওএইচএস	১৯/১১/২০২০	বেজমেন্টসহ সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৩২।	কমান্ডার (অবঃ) মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, বিএন গং	বি/১৬ ৫	মহাখালী ডিওএইচএস	০৮/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৩৩।	মিসেস সুলতানা মতিন	১৯০	মহাখালী ডিওএইচএস	২৪/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৩৪।	(ক) মিসেস রুবী চৌধুরী স্বামী-মরহম মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম (খ) মিস আশারিন চৌধুরী (গ) জনাব আসিফ চৌধুরী সর্বপিতা-মরহম মেজর জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরী, বীর বিক্রম	২০৬	মহাখালী ডিওএইচএস	১৯/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৩৫।	ব্রিগেড জেনারেল (অবঃ) সাহাবুদ্দিন খান	২২৩	মহাখালী ডিওএইচএস	১৫/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)।
৩৬।	মিসেস জেবুন্নেছা আলী স্বামী-কমজোর (অবঃ) জুলফিকার আলী, বিএন	২৭০	মহাখালী ডিওএইচএস	১৯/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)।
৩৭।	ব্রিগেড জেনারেল (অবঃ) মোঃ আবুল মোহসীন	৩১৪	মহাখালী ডিওএইচএস	২২/১১/২০২০	সংশোধিত ০৫(পাঁচ) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-লিফট স্থাপন)
৩৮।	মিসেস ফোরকান ইবরাহিম স্বামী-মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীরপ্রতীক	৩২৫	মহাখালী ডিওএইচএস	১০/১১/২০২০	সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।

১৩/১১/২০

৩৯।	ক্যান্টন (অবঃ) এম এ বাসেত, বিএন	৪৬৯	মহাখালী ডিওএইচএস	১৪/১০/২০২০	সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-৫ম ও ৬ষ্ঠ তলার ডুপ্লেক্স এর পরিবর্তে এক ইউনিট)
৪০।	মিসেস জিনাত কামাল স্বামী-গুপ ক্যান্টন (অবঃ) কামাল আহমেদ	৪৭৮	মহাখালী ডিওএইচএস	০৩/১২/২০২০	নতুন ০৮(আট) তলা ভবন (পুরাতন ভবন ভেঙ্গে)।
৪১।	গুপ ক্যান্টন (অবঃ) মোঃ ফজলুল হক	৪৮২	মহাখালী ডিওএইচএস	২৯/১০/২০২০	নতুন ০৮(আট) তলা ভবন (পুরাতন ভবন ভেঙ্গে)
৪২।	(ক) মাহিদ আতিক হক, (খ) নিলুফার আহমেদ, (গ) রোজনা ইসলাম, (ঘ) রাইছা আতিফ, (ঙ) ফাহাদ আতিফ	১৮	বনানী ডিওএইচএস	০৭/১২/২০২০	বেজমেন্টসহ সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৪৩।	মিসেস ফাতেমা সায়ীদুল হক	৫৯	বনানী ডিওএইচএস	১৪/১২/২০২০	বেজমেন্টসহ সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা)।
৪৪।	জনাব মোঃ বেলাল ইউ আহমেদ (নিযুক্তীয় আম-মোক্তার)	৬৩	বনানী ডিওএইচএস	২০/১০/২০২০	বেজমেন্টসহ সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-নয় তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৪৫।	মা হা মে (নিযুক্তীয় আম-মোক্তার)	৮৮/এ	বনানী ডিওএইচএস	০৫/১১/২০২০	বেজমেন্টসহ সংশোধিত ০৮(আট) তলা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা-আট তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে)।
৪৬।	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	১০০	বনানী ডিওএইচএস	১৪/১২/২০২০	বেজমেন্টসহ নতুন ০৮(আট) তলা (পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ)।
৪৭।	জনাব আব্বাসী আদম আলী গং	৩/এ	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা	১০/১২/২০২০	বেজমেন্টসহ নতুন ০৮(আট) তলা (পুরাতন ভবন ভেঙ্গে নতুন ভবন নির্মাণ)।
৪৮।	খোদেজা বেগম সুমুর স্বামী-মেজর (অবঃ) এ টি কে এম ইকবাল	সিবি- ২৭৯/২	কচুক্ষেত পুরান বাজার	২৩/০২/২০২০	বেজমেন্টসহ নতুন ০২(দুই) তলা ভবন (খালি প্লট) সেনাসদর ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।
৪৯।	জনাব আব্দুল হালিম শা গং	সিবি- ২১১/৬	কচুক্ষেত পুরান বাজার	১২/০৭/২০২০	বেজমেন্টসহ সংশোধিত ০৫(পাঁচ) তলা (৪র্থ তলার উপর ৫ম তলা) সেনাসদরের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে।

আলোচনা:

সিদ্ধান্ত:

আলোচ্য বিষয়- ৩৬(১-৪৯) নকশাগুলি অত্র দপ্তরের প্রকৌশলী কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। ক্যান্টনমেন্ট বিল্ডিং বাই-লজ অনুযায়ী Set back ঠিক আছে। স্ট্রাকচারাল ডিজাইনের ব্যাপারে ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার প্রত্যয়ন দিয়েছেন।

৩৬.১। Land point of view-তে প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে এমইও, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাস এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব শাখার ছাড়পত্র সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তাধীনে ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

(ক) প্রয়োজ্য সকল ক্ষেত্রে যথারীতি রাস্তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে এবং নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার কর্তৃক বাড়ী নির্মিত হলে সংশ্লিষ্ট ডেভলপারকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভুক্তিসহ জামানতের টাকা পরিশোধ করতে হবে।

(খ) প্লট মালিক নিজে বাড়ী নির্মাণ করলে তিনি এ মর্মে অঞ্জীকারনামা দিবেন যে, তাঁর প্লটে কোন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান/ডেভলপার চুক্তিবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন মর্মে প্রমাণিত হলে সকল প্রকার ক্ষতিপূরণ তিনি দিতে বাধ্য থাকবেন এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ না পেলে অনুমোদিত নকশা স্বগতিসহ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন।

৩৬.২। ক্রমিক নং- ২, ২১, ২৮, ২৯, ৪০, ৪১ ও ৪৬ এ উল্লেখিত ০৭(সাত)টি প্লটে ৮(আট) তলা নতুন ভবন এবং ক্রমিক নং-৪৮ এ উল্লেখিত ১(এক)টি প্লটে ০২(দুই) তলা ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন করা হলো। ক্রমিক নং- ৪৭ এ উল্লেখিত ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৩/এ নং প্লটে বেজমেন্টসহ ০৮(আট) তলা ভবনের নকশা অনুমোদনের বিষয়ে সেনাসদর, কিএমজি'র শাখা, এমএসসিউ পরিদপ্তর এবং বিমান সদর দপ্তরের মতামত/ছাড়পত্র সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩৬.৩। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন সাপেক্ষে ক্রমিক নং-১, ২২, ২৩, ২৬, ৩৭ ও ৩৯ এ উল্লেখিত ০৬(ছয়)টি প্লটের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য প্রতিটি প্লটের সরেজমিন পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রস্তুত ফি বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করতে হবে।

৩৬.৪। ক্রমিক নং-৩, ৫, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ২৪, ২৫, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪২, ৪৪ ও ৪৫ এ উল্লেখিত ২২(বাইশ)টি প্লটে ৭ম তলার উপর ৮ম তলা নির্মাণের সংশোধিত নকশার আবেদন করা হয়েছে, যাদের ইতোপূর্বের অনুমোদিত নকশায় ০৮(আট) তলার ফাউন্ডেশন দেয়া ছিল। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন এবং প্লট মালিকের অঞ্জীকারনামা দাখিল সাপেক্ষে ০৮(আট) তলা ভবনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩৬.৫। ০৮(আট) তলার ফাউন্ডেশন ছাড়া ক্রমিক নং-৪, ৬, ৯, ১০, ১২, ১৮, ১৯, ২০, ২৭ (৭ তলা), ৩৬, ৪৩ ও ৪৯ এ উল্লেখিত ১২(বার)টি প্লটেও ৬ষ্ঠ/৭ম তলার উপর ৭ম/৮ম তলা নির্মাণের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। উল্লেখিত ভাটিক্যাল এক্সটেনশনের নকশাগুলো MIST কর্তৃক কারিগরী ডেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। MIST কর্তৃক কারিগরী ডেটিং বাবদ যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৩৭: মিরপুর ডিওএইচএস এর ১৩০৬ নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক ক্যাপ্টেন (অবঃ) এম কামাল হোসেন, বিএন এর ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে।

আলোচনা: মিরপুর ডিওএইচএস এর ১৩০৬ নং প্লটে অত্র দপ্তরের ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং- ১৩০৬/ডিওএইচএস মিরপুর/২০ নং পত্রের মাধ্যমে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। গত ০৪/০৪/২০১৪ তারিখে লে-আউট প্রদান করে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। বাড়ির নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে ০৭(সাত) তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই করা হয়েছে। এখনো অনেক কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি। বাসার সিঁড়ির টাইলস্, রেলিং, থাই গ্লাস লাগানো, ফ্লোর টাইলস্, স্যানিটারীর কাজ ইত্যাদি সম্পন্ন করা হয়নি। এমনকি লিফট ও জেনারেটর ক্রয় করাসহ আরও অনেক আনুষংগিক কাজ বাকি আছে। আপাতত: একটি ফ্লোর রেডি করে বসবাস করা হচ্ছে। আর্থিক সমস্যা এবং করোনা মহামারীর কারণে বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, নির্মাণ কাজের সময়সীমা ২০১৫ সালে শেষ হয়েছে। এমতাবস্থায়, বাড়ির নির্মাণ কাজের সময়সীমা ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস এর ১৩০৬ নং প্লটে নতুন ০৭(সাত) তলা বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৮: কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৯ নং প্লটে ০৬(ছয়) তলা বাড়ির নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক আয়েশা বেগম এর ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে।

আলোচনা: অত্র দপ্তরের ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/সিবি-১৯/কচুক্ষেত/৩৬ নং পত্রের মাধ্যমে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৯ নং প্লটে নতুন ০৬(ছয়) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। নির্মাণ কাজের সময়সীমা ২০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ০২(দুই) বছর শেষ হবে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য প্লট মালিক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারেননি। বর্তমানে প্লটটি খালি অবস্থায় রয়েছে। এমতাবস্থায়, ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করার জন্য প্লট মালিক ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৯ নং প্লটে ০৬(ছয়) তলা বাড়ির নির্মাণ কাজের সময়সীমা ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৩৯: ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০১ নং রোডস্থ ১০ নং প্লটে বেজমেন্টসহ ০৭(সাত) তলা বিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট প্লটের নিযুক্তীয় আম-মোক্তার আহমেদ সাদাত মোমেন, পরিচালক, মোমেন রিয়েল এস্টেটস্ লিমিটেড এর ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখের আবেদনপত্র প্রসংগে।

আলোচনা: অত্র দপ্তরের ১২ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ঢাক্যাবো/প্লট নং-১০/ক্যাঃবাঃএঃ/১৩৫ নং পত্রের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০১ নং রোডস্থ ১০ নং প্লটে বেজমেন্টসহ ০৭(সাত) তলার নকশা অনুমোদন করা হয়। উক্ত প্লটে অত্র দপ্তরের ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৮. ০৩.৮৯-ক্যাঃবাঃএঃ-১০-১৪৯ নং পত্রের মাধ্যমে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়। করোনা কালীন সময়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির কারণে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাকী প্রায় ৪০% কাজ সম্পূর্ণ কতে পারি নাই। বাকী ৪০% কাজ সমাপ্ত করার জন্য আনুমানিক ১২(বার) মাস অর্থাৎ ৩১/১২/২০২১ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য প্লটের নিযুক্তীয় আম-মোক্তার আহমেদ সাদাত মোমেন, পরিচালক, মোমেন রিয়েল এস্টেটস্ লিমিটেড পুনরায় ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ০১ নং রোডস্থ ১০ নং প্লটে বেজমেন্টসহ ০৭(সাত) তলা বিশিষ্ট বাড়ি নির্মাণ কাজের সময়সীমা ২য় বারের মতো ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

Tobu.

আলোচ্যবিষয়-৪০: বনানী ডিওএইচএস এলাকার ৯৪ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৪/ই ও ৪/ডব্লিউ নং ফ্ল্যাটের সংস্কার কাজের স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার প্রসংগে।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসস্থ বনানী ডিওএইচএস এর ৯৪ নং প্লটটির ইজারা সূত্রে মালিক লেঃ কর্ণেল (অবঃ) শাহ সিরাজুল ইসলাম। পরবর্তীতে উক্ত প্লট ও প্লটে নির্মিত বাড়িসহ তাঁর স্ত্রী শিরিন ইসলাম এর নামে দান সূত্রে নামান্তর করা হয়। ড. মোঃ মামুনুর রশিদ এবং জনাব মোহাম্মদ বেলাল আম-মোস্তার হিসেবে স্বাক্ষরিত সংশোধিত ০৬(ছয়) তলার (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-৫ম তলায় দুই ইউনিটকে এক ইউনিটে পরিবর্তন) নকশা অত্র দপ্তরে দাখিল করা হলে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের ২৩.২২.০০০১.০০৭.০২.০৫২. ৭৭(বনানী-৯৪).১৯৪৯ নং পত্রের মাধ্যমে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-২৯(৩৭) এর প্রেক্ষিতে সংশোধিত ০৬(ছয়) তলার (আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন-৫ম তলায় দুই ইউনিটকে এক ইউনিটে পরিবর্তন) নকশা অনুমোদন করা হয়। শিরিন ইসলাম, প্লট নং-৯৪, রোড-৬/সি, বনানী ডিওএইচএস এর ০৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ৫ম তলার ফ্ল্যাট নং-৪/ই ও ৪/ডব্লিউ এর সংস্কার অত্র দপ্তর হতে বন্ধ করা হয়। এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে শুনানী আহ্বান করা হয়। উক্ত শুনানীতে শিরিন ইসলাম উপস্থিত থাকতে পারবেননা মর্মে পত্রের মাধ্যমে অবগত করেন। কিন্তু জনাব মোহাম্মদ বেলাল উপস্থিত ছিলেন। ২৪ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তর হতে উক্ত ফ্ল্যাটের রেজিস্ট্রেশন ও নামজারী সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সংস্কার কাজ বন্ধ রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জনাব মোহাম্মদ বেলাল আম-মোস্তারনামা মতে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার থাকায় উক্ত ফ্ল্যাটের সংস্কার কাজ বন্ধের আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করেছেন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে বনানী ডিওএইচএস এলাকার ৯৪ নং প্লটে নির্মিত ভবনে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার কোন বিঘ্ন না ঘটিয়ে ৪/ই ও ৪/ডব্লিউ নং ফ্ল্যাটের সংস্কার কাজ করার অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সংস্কার কাজ করতে ভবনের অন্য মালিকদের অংশের কাঠামোর কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হলে আবেদনকারীকে দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪১: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-২৯ এর অনুবৃত্তিক্রমে ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা) ও সংশোধিত ০৮(আট) তলার (৭ম তলার উপর ৮ম তলা) নকশা অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ সংশোধিত ০৭(সাত) তলা (৬ষ্ঠ তলার উপর ৭ম তলা), সংশোধিত ০৮(আট) তলার (৭ম তলার উপর ৮ম তলা) মোট ৪১টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের নকশার আবেদনের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টের ২২৯২/২০১২ নং রীট পিটিশন এবং অত্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামতের প্রেক্ষিতে কার্যক্রম গ্রহণ করা গেল না মর্মে গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্য বিষয়-২৯.৪ এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিগত ২৯/১০/২০২০ তারিখে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীড টু আপীল নং ১১৩১/২০২০ এর শুনানী অস্ত্রে রীট পিটিশন নং-২২৯২/২০১২ এর রায়ের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, প্রস্তাবিত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের যে সকল প্লটে ০৮(আট) তলার ফাউন্ডেশন দেয়া আছে/দেয়া নেই উক্ত প্লটের নকশা অনুমোদনের বিষয়েও সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: ৪১.১: বিস্তারিত আলোচনান্তে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীড টু আপীল নং ১১৩১/২০২০ এর শুনানী অস্ত্রে রীট পিটিশন নং-২২৯২/২০১২ এর রায়ের উপর স্থগিতাদেশ প্রদান করায় গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২৯ এর মাধ্যমে উপস্থাপিত ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের নকশাগুলো অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৪১.২: যে সকল ভবনে ইতোপূর্বে ০৮(আট) তলার ফাউন্ডেশনসহ অনুমোদিত নকশা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন এবং প্লট মালিকের অঙ্গীকারনামা দাখিল সাপেক্ষে ০৮(আট) তলা ভবনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অন্যান্য ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের নকশাগুলো MIST কর্তৃক কারিগরী ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। MIST কর্তৃক কারিগরী ভেটিং বাবদ যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪২: নকশা অনুমোদন ফি বৃদ্ধি করণ প্রসংগে।

আলোচনা:

ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর এলাকার আবাসিক ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে বর্তমানে ১,০১০/- (এক হাজার দশ) টাকা এবং সেনানিবাস বর্ধিত এলাকার আবাসিক ভবনের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে বর্তমানে ২,০১০/- (দুই হাজার দশ) টাকা নকশা অনুমোদন ফি আদায় করা হচ্ছে, যা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত কম। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নকশা অনুমোদন ফি পুনঃ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, রাজউক এর নীতিমালার পরিশিষ্ট-৪ (বিবিধ ২৪ দ্রষ্টব্য) এ ১৫০০ বর্গমিটারের উর্ধ্ব হইতে ২০০০ বর্গমিটার (৫ কাঠা) পর্যন্ত ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি ১১,০০০/- (এগার হাজার) টাকা উল্লেখ আছে। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকার নকশা অনুমোদন ফি পুনঃ নির্ধারণপূর্বক ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় আবাসিক ইমারত নির্মাণ অনুমোদন ফি ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৪৩: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ পূরণকল্পে কারিগরী ব্যক্তিকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করণ প্রসংগে।

আলোচনা:

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ গত ২৮ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে বাংলাদেশে গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত উপ-আইন এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ পূরণকল্পে কারিগরী ব্যক্তিকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহ্বান করা হলে প্রকৌশলী হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ৯৬ জন এবং স্থপতি হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য ৯১ জনসহ সর্বমোট ১৮৭ (একশত সাতাশ) জন আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত জমা করেন। যা সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাসকে আহ্বান করে গঠিত কমিটি কর্তৃক যাচাই বাছাই করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ২৪ আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত যাচাই বাছাইয়ে ৫৩ জন প্রকৌশলী ও ৫০ জন স্থপতির আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সম্পূর্ণ ও সঠিক পাওয়া গেছে। ২৫ আগস্ট ২০২০ হতে ১৯ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত যাচাই বাছাইয়ে ২৭ জন প্রকৌশলী ও ২৮ জন স্থপতির আবেদনপত্র ও সংশ্লিষ্ট কাগজাদি সম্পূর্ণ ও সঠিক পাওয়া গেছে। প্রকৌশলী/স্থপতি এর নিবন্ধন ফি এককালীন ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা ও ০৫ (পাঁচ) বছর পর পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য নবায়ন ফি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা গ্রহণ সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে নিবন্ধন করা যেতে পারেঃ

(ক) প্রকৌশলী

ক্র/নং	প্রকৌশলী	পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর
১.	ব্রিগেড জেনারেল (অবঃ) মোঃ মজিবুর রহমান	MIEB-3792
২.	বিপুল কুমার গুন	FIEB-8151
৩.	মোহাম্মদ সাহ্মাদ হোসেন	FIEB-13294
৪.	মোঃ ওমর ফারুক	MIEB-30559
৫.	মোঃ আব্দুর রাশেদ মল্লিক	FIEB-8179
৬.	ওয়াছিল হাসান চৌধুরী	MIEB-8225
৭.	আহম্মদ কবীর	MIEB-27263
৮.	মোঃ নজরুল ইসলাম	MIEB-27266
৯.	সাইদুর রহমান	MIEB-19024
১০.	সুশান্ত গুহ	MIEB-37010
১১.	পংকজ কুমার মজুমদার	FIEB-13194
১২.	মোঃ আসাদুজ্জামান	FIEB-5610
১৩.	মোঃ সাইদুর রহমান	MIEB-21716
১৪.	রিয়াদ তরফদার	MIEB-38152
১৫.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) হাসান রহান রাব্বী	FIEB-7127
১৬.	লেঃ কর্ণেল (অবঃ) জাহিদুল ইসলাম উকিল	FIEB-9576
১৭.	মোঃ কিবরিয়া ইকবাল	FIEB-6968
১৮.	মোহাম্মদ জুয়েল	FIEB-11578
১৯.	এ কে এম হাবিবুর রহমান	FIEB-3870
২০.	মোঃ নজরুল আলম	FIEB-4180
২১.	মোঃ মাহবুব-উর-রহমান চৌধুরী	FIEB-7615
২২.	মাসবুর আহমেদুল কবির	FIEB-13404
২৩.	মোহাম্মদ আবদুল গফুর	FIEB-10423

(খ) স্থপতি

ক্র/কং	স্থপতি	পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর
১.	সাকিয়া রশিদ মুন্নি	M-088

Handwritten signature

২.	মোঃ আমিরুজ্জামান	A-077
৩.	রুকন উদ্দিন ভূঁইয়া	B-036
৪.	মোঃ নাজমুল হক বুলবুল	B-024
৫.	শেখ ইতমাম সউদ	S-146
৬.	তানভীর সিরাজউদ্দৌলা	S-075
৭.	আসাদুজ্জামান রুবেল	R-167
৮.	মোঃ রফিক আজম	A-055
৯.	মোঃ এহসানুল করিম	K-084
১০.	মোঃ মাজিদ আফতাব	A-268
১১.	অমিত কুমার সাহা	S-077
১২.	মোহাম্মদ নাঈমুল আহসান খান	K-100
১৩.	মোতাছেম বিল্লাহ আল আন্সারী	A-183
১৪.	রাবিউল হাসান	H-094
১৫.	তৌহিদ ইমাম	I-046
১৬.	নাঈম আহমেদ কিবরিয়া	K-078
১৭.	মোঃ সাকির হসাইন	H-226
১৮.	তারেক হোসেন চৌধুরী	E-061
১৯.	মোঃ তৌহিদ হোসেন	H-119
২০.	সৈয়দা নীতি মাহবুব	M-099
২১.	ওয়ারেছ উল আশিয়া	A-145
২২.	মুহাইমিন শাহরিয়ার শাওন	S-060
২৩.	মোঃ তুষলক আজাদ	A-056
২৪.	আবু আহমেদ মোবাস্সারুল করিম	K-125

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে উল্লেখিত তালিকা মোতাবেক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রকৌশলী হিসেবে ২৩(তেইশ) জন এবং স্থপতি হিসেবে ২৪(চব্বিশ) জনকে ৫(পাঁচ) বছরের জন্য নিবন্ধন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পাঁচ বছরের জন্য নিবন্ধন ফি ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এককালীন পরিশোধ করতে হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণের পর প্রতি বছরের জন্য নবায়ন ফি ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা ধার্য করা হলো।

আলোচ্যবিষয়-৪৪: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ পূরণকল্পে কারিগরী ব্যক্তিকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করণের জন্য কারিগরি ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণ প্রসংগে।

আলোচনা:

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কারিগরি ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধন হওয়ার লক্ষ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক নিবন্ধিত হওয়ার বিষয়ে উপ-আইনে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, বর্তমানে রাজউক এ পুরকৌশলী হিসেবে নিবন্ধিত হতে হলে ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি) হতে “ঢাকা মহানগর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-২০০৮” এর আওতায় কারিগরি ব্যক্তির দক্ষতা যাচাই বাছাইয়ের জন্য পরীক্ষা নেয়া হয়। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই কেবলমাত্র পুরকৌশলীদের DMINB/CE নম্বর প্রদান করা হয়। বর্তমানে শুধুমাত্র DMINB/CE নম্বর প্রাপ্ত পুরকৌশলীগণই নতুন করে রাজউকে নিবন্ধিত হতে পারেন। পূর্বেই যে সকল প্রকৌশলী রাজউক এ নিবন্ধিত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে DMINB/CE পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল না। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে কারিগরি ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার লক্ষ্যে এ প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত অনুসরণ না করা হলেও দক্ষ এবং গুণগত মান সম্পন্ন পুরকৌশলীদের নিবন্ধিত করার লক্ষ্যে রাজউক নিবন্ধিত অথবা DMINB/CE নম্বরপ্রাপ্ত পুরকৌশলীদের আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে। স্থপতিদের রাজউকে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পুরকৌশলীদের ন্যায় কোন পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা নেই। শুধুমাত্র ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস্ বাংলাদেশ (আইএবি) হতে সদস্য পদ/নম্বর পেলেই স্থপতি হিসেবে রাজউকে নিবন্ধিত হতে পারেন।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ পূরণকল্পে কারিগরী ব্যক্তিকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:-

- ৪৪.১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ এর ১৯ নং অনুচ্ছেদ পূরণকল্পে কারিগরী ব্যক্তিকে ২০ নভেম্বর ২০২০ হতে বোর্ডের তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে পুরকৌশলীগণের আবেদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির রাজউক নিবন্ধন অথবা DMINB/CE নম্বর প্রাপ্তির বিষয়টিকে বিবেচনা করতে হবে।
- ৪৪.২: বিগত সময়ে তালিকাভুক্ত সকল পুরকৌশলীকে পরবর্তীতে নবায়নের পূর্বে রাজউক নিবন্ধন অথবা DMINB/CE নম্বর প্রাপ্তির আবশ্যিকতার বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে অবগত করতে হবে। অন্যথায় নিবন্ধন নবায়ন করা হবেনা।
- ৪৪.৩: স্থপতিদের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস্ বাংলাদেশ (আইএবি) এর সদস্য পদ প্রাপ্ত হলেই নিবন্ধনের যোগ্য হবেন।

আলোচ্যবিষয়-৪৫: মিরপুর ডিওএইচএস এর ৬১৪ নং প্লটে ৭ম তলার উপর ৮ম তলার সংশোধিত নকশা কারিগরী ভেটিং এর জন্য এমআইএসটি-তে প্রেরণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা: অত্র দপ্তরের ২৪ জানুয়ারি ২০১২ তারিখের ঢাকাবো/প্লট নং-৬১৪/ডিওএইচএস/মিরপুর/ ২৩ নং পত্রের মাধ্যমে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৬১৪ নং প্লটে ০৭(সাত) তলা বাড়ির নকশা অনুমোদন করা হয়। উক্ত প্লটে ০৭ তলা পর্যন্ত বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। সংশোধিত ০৮(আট) তলার নকশা (৭ম তলার উপর ৮ম তলা) অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অত্র দপ্তরে দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য, দাখিলকৃত সংশোধিত স্ট্রাকচারালয় নকশায় নতুনভাবে ২৯টি আরসিসি পাইল দেখানো হয়েছে এবং কলাম সেকশনেরও কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে, যা অনুমোদিত ০৭ তলার নকশায় উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায়, উল্লেখিত নকশা কারিগরী ভেটিং এর জন্য এমআইএসটিতে প্রেরণ করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস এর ৬১৪ নং প্লটে অত্র দপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত নকশার সাথে দাখিলকৃত As built নকশার কোন মিল না থাকায় উক্ত প্লটে ৮(আট) তলার সংশোধিত নকশা কারিগরী ভেটিং এর জন্য এমআইএসটিতে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমআইএসটি কর্তৃক কারিগরী ভেটিং বাবদ যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৬: যে সকল ভবনে ৮ম তলার ফাউন্ডেশনসহ ৭ম তলার নকশা অনুমোদিত আছে, সে সকল ভবনে ৮ম তলার সংশোধিত নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে কারিগরী ভেটিং প্রসঙ্গে।

আলোচনা: প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বহন নির্মাণের জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ জারী হওয়ার পূর্বে সর্বোচ্চ ০৭(সাত) তলা পর্যন্ত আবাসিক ভবনের নকশা অনুমোদনের সুযোগ ছিল। ০৭(সাত) তলা আবাসিক ভবনের নকশা অনুমোদনের সময় অনেক ভবন মালিক ০৮(আট) তলা ফাউন্ডেশনসহ ০৭(সাত) তলা ভবনের নকশা অনুমোদন করিয়ে নেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২০ জারী হওয়ার পর অনেকেই ৭ম তলার উপর ৮ম তলার সংশোধিত নকশা অনুমোদনের জন্য আবেদন করেছেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে যে সকল ভবনে ইতোপূর্বে ০৮(আট) তলার ফাউন্ডেশনসহ অনুমোদিত নকশা রয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীর প্রত্যয়ন এবং প্লট মালিকের অঙ্গীকারনামা দাখিল সাপেক্ষে ০৮(আট) তলা ভবনের সংশোধিত নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অন্যান্য ভার্টিক্যাল এক্সটেনশনের নকশাগুলো MIST কর্তৃক কারিগরী ভেটিং সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। MIST কর্তৃক কারিগরী ভেটিং বাবদ যাবতীয় ব্যয় প্লট মালিককে বহন করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৭: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসঙ্গেঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান এমআইএস সিডিউল অব রেইটস্, ২০১৬ অনুযায়ী (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালের মেইন গেইটের পার্শ্বে খালি জায়গায় কাটা ভারের বেড়া স্থাপন কাজ।	৭০,৮৭৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাস্তাঘাট)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০৭-অক্টোবর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২০ উপলক্ষে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্টীকার দ্বারা লিখা সাইনবোর্ড এবং ডিভাইডারে ব্যবহারের জন্য মালামাল সরবরাহ কাজ।	৪,১৩,৩১৮/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩.	শহিদ সরনিশ্ব ক্যাপ্টেন বেকারীর সম্মুখ হতে হাজী মহসিন এর উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত ফুটপাথের উভয় পার্শ্বে জিআই পাইপের রেলিং নির্মাণ কাজ।	১১,৪০,২৩৮/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৪.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের আইন শঙ্খলা পর্যবেক্ষণের জন্য জনতা ব্যাংকের সামনে পরিভ্রান্ত এটিএম বুথ সংস্কার কাজ।	২,৩২,০০০/-	বাজারের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ২৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।

Handwritten signature

৫.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২/এ নং রোড সংলগ্ন ১৬/ডি হতে ২২ নং প্লট পর্যন্ত রাস্তা কার্পেটিং, ড্রেন সংস্কার ও মেরামত কাজ।	৭,২৫,৫৮৩/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৬.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ স্বাধীনতা সরণি হতে মুরগী বাজার পর্যন্ত রাস্তা (মসজিদ রোড) মেরামতসহ কার্পেটিং কাজ।	১৬,৫৬,৩৯৪/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৭.	রজনীগন্ধা টাওয়ারের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বের গ্লাস ও এলকোবন হাইজেনিক ওয়াশকরণ কাজ।	৪৯,৩২২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৮.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ দোতলায় বাজার কমিটির অফিস রুমে টাইলস স্থাপন, রঙ করণ ও এসি সরবরাহ করণসহ অন্যান্য সংস্কার কাজ।	২,২৮,৯৫৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৯.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৪/ডি (দোতলা পূর্ব পার্শ্ব) বাসা মেরামত ও রং করণ।	১,৬৬,৩৭৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ২৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১০.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৬ নং রোডের ৬৮/এ বাসা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	৬৯,৪৪৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১১.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০ নং রোডের বাসা নং-৪৮/এ, ভবন-২ (২য় তলা দক্ষিণ পার্শ্ব) বাসা সংস্কার ও রং করণ কাজ।	২,১৬,৪১৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১২.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের স্টোর রুমের সম্মুখের বারান্দা মেরামত ও সংস্কারসহ টাইলস করণ।	২,১৯,২৫৩/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০২ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৫/ডি-৫(২য় তলা দক্ষিণ পূর্ব পার্শ্ব) বাসা মেরামত ও রং করণ।	১,১৫,৪৩৬/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১৯ অক্টোবর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৪.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার পার্কের খেলনা মেরামত ও রং করণ।	৪৬,৪৮০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ২৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৫.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার রোড নং-২, ৫, ৬, ৮, ১১, ১৭, ১৮, ১৯, ১৯/বি, ১৯/সি, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং প্রধান সড়কের পটহোল মেরামত করণ।	৫,৪২,২৪৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (রাস্তাঘাট)	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস পরিষদের ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখের পত্র।
১৬.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জামে মসজিদ (আল্লাহ মসজিদ) এর পুকুরের চারপাশে রিটেইনিং ওয়াল ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	১,১৫,১২,৩৫০/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৭.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৯/এ নং রোডের ড্রেন উচ্চ করণসহ ড্রেনের উপর স্ল্যাব নির্মাণ এবং ১৯/এ নং রোড হতে লোক পর্যন্ত ড্রেন পরিষ্কার করণ কাজ।	৪,৪৫,৩৮৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (মর্দমা)	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস পরিষদের ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখের পত্র।
১৮.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৯/এ নং রোড মেরামতসহ কার্পেটিং কাজ।	১১,৭০,৯৬৭/-	বোর্ড তহবিল	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস পরিষদের ১৩ আগস্ট ২০২০ তারিখের পত্র।
১৯.	সাময়িক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের বিভিন্ন রুমের জন্য স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৪১,৪৩৩/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (ঘরবাড়ি)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০২ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২০.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫ নং রোডের ৩ নং পানির পাম্প মটর জ্বলে যাওয়া তা উত্তোলন, মেরামত, রিওয়াল্ডিং ও পুনঃস্থাপন কাজ।	১,৫২,০০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২১.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের স্বাধীনতা চত্বরের বাউন্ডারী ওয়াল, গ্রীল এবং ৭টি বীরশ্রেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা স্তম্ভ মেরামত ও রং করণ কাজ।	২,৭৩,০৮১/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ২৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।

২২.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের ২৫/ডি-৫ নং (৪র্থ ভলা দক্ষিণ পার্শ্ব) বাসা মেরামত ও রং করণ কাজ।	৭৩,১৬০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	মোঃ রোকন উদ্দিন, ট্যাক্স কালেক্টর এর আবেদনপত্র।
২৩.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে দ্রব্য সামগ্রী আর্মি এমপি ইউনিটে সরবরাহ করণ কাজ।	১৬,৬১,৯৪০/-	বোর্ড তহবিল (যানবাহন মামলা সংক্রান্ত আয় হতে)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২৪.	২১ নভেম্বর ২০২০ উপলক্ষে ঢাকা সেনানিবাসের প্রধান সড়কের নিরাপত্তাসহ যানবাহন মামলা নিষ্পত্তি কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ করণ কাজ।	২,৮৭,০৪৬/-	বোর্ড তহবিল (যানবাহন মামলা সংক্রান্ত আয় হতে)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২৫.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন প্রধান সড়কে ২১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী নিরাপত্তাসহ সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ও মামলা নিষ্পত্তি (আর্মি এমপি ইউনিট) কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ করণ কাজ।	১১,১৭,৩২০/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২৬.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের আওতাধীন বিমান বাহিনী এলাকা প্রধান সড়কে সৌন্দর্য্য বর্ধন ও ট্রাফিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করণ কাজ।	৪,৪৮,৪০৩/-	বোর্ড তহবিল (যানবাহন মামলা সংক্রান্ত আয় হতে)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২৭.	ক্যান্টন হাউজের প্রবেশ/বাহির গেইটের পূর্ব পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়ালের উপর সিকিউরিটি লাইট স্থাপন কাজ।	৫৬,৬৬৩/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ২৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২৮.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আর্মি এমপি ইউনিটের অস্থায়ী চেকপোস্টে ভূ-গর্ভস্থ বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন, রাস্তা মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	২,৮৮,৯২৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (জনসাধারণের উন্নয়নমূলক খাত)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। আর্মি এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাসের ২২ নভেম্বর ২০২০ তারিখের পত্র। ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
২৯.	সেনানিবাস কবরস্থানের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য সেমিপাকা বাসস্থান ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ।	৩৮,০০,৭২১/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩০.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮ নং রোডের ২ নং পানির পাম্পের ৫২ হর্স পাওয়ারের সাবমারসিবল পাম্প মটর জ্বলে যাওয়ায় তা উঠানো, মেরামত, রিওয়াল্ডিং ও পুনঃস্থাপন কাজ।	১,২৯,৫০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩১.	মিরপুর ডিওএইচএস নিউ এডিনিউ-৬(প্লট নং-৬৮৩ ও ৬৮১ হতে ৮২০ ও ৮২২) পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	১৬,৬৯,০৭২/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ/ বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩২.	মিরপুর ডিওএইচএস এর রোড নং-০৬(নতুন) (প্লট নং-৩৮২ হতে ৩৭৫ পর্যন্ত) রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধিসহ মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	৪৩,০৫,৭৫৩/-	সংশ্লিষ্ট ডিওএইচএস উন্নয়ন/বিবিধ	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ০১ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩৩.	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট কালচারাল সেন্টার ভবনের ভূ-গর্ভস্থ ক্যাবল লেইং এর জন্য রোড নং-১১(নতুন) ডেসকো কর্তৃক কর্তনকৃত রাস্তা মেরামত/সংস্কারসহ কার্পেটিং কাজ।	৩০,৮৬,৩৫১/-	রাস্তা কর্তনের জন্য ডেসকো হতে আদায়কৃত অর্থ	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ৩০ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩৪.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার শহিদ বদিউজ্জামান রোডের ৭ নং রোড হতে ১০ নং রোড হয়ে পার্কের মধ্যে দিয়ে পুকুর পর্যন্ত ড্রেন পরিষ্কারকরণ ও নতুন স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	৩,৫০,০৯৬/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (নর্দমা)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ২৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩৫.	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রকৌশল শাখার জন্য ০৫টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় করণ।	৩,৫৬,০০০/-	প্রকৌশল শাখার নৈমিত্তিক খাত (প্রত্যাবিত বাজেটে ৫,০০,০০০/- টাকা ধরা আছে)	
৩৬.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ২ নং রোড ও ইস্টার্ন রোডের ড্রেন পরিষ্কার করণ এবং ম্যানহোল ও স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	১,২২,০৪১/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত (নর্দমা)	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১৩ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।
৩৭.	ঢাকা সেনানিবাসের বিমান বাহিনী বেস বজরকু গেইটের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে ডিডিআইপিগণের চলাচলের রাস্তায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ডিভিক ম্যুরাল স্থাপনসহ যাত্রী হাউস নির্মাণ।	২৬,৪৮,৭০০/-	বোর্ড তহবিল	

T.M.

৩৮.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১০ নং রোডের ৪৮/এ, ভবন নং-১ এর ১০টি বাসা মেরামত ও বাসার টয়লেট, কিচেন এবং সিঁড়িঘরে টাইলসকরণসহ মেরামত ও রংকরণ কাজ।	১২,৬৭,০৬০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ঘর-বাড়ী)	
৩৯.	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার রোড নং-৩২/এ (পুরাতন), ১৯ (নতুন) এর মেরামত ও উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ (২৪০ ফুট)।	২২,৯২,৭৩১/-	বোর্ড তহবিল	মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ এর ১৭/১১/২০২০ তারিখের পত্র।
৪০.	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার রোড নং-৩১ (পুরাতন), ১৮ (নতুন) এর মেরামত ও উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ (৩৭০ ফুট)।	৩৪,৬৬,০৬৫/-	বোর্ড তহবিল	মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ এর ১৭/১১/২০২০ তারিখের পত্র।
৪১.	মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার রোড নং-৩৭ (পুরাতন), ১২/এ (নতুন) এর মেরামত ও উচ্চতা বৃদ্ধিসহ কার্পেটিং কাজ (৪৮০ ফুট)।	৪২,৬১,৩৮৭/-	বোর্ড তহবিল	মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ এর ১৭/১১/২০২০ তারিখের পত্র।
৪২.	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্স এর ৮ম, ৯ম ও নিচতলার উত্তর পাশে পানির লাইন সংযোগ কাজ।	৯০,৫৮৩/-	বোর্ড তহবিল	এমআইএসটি'র ৩০/১১/২০২০ তারিখের পত্র।
৪৩.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসে ২৬ ফুট লম্বা ও ৫ ফুট প্রশস্ত সাইজের (ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড) এলইডি এসএস শীটের সাথে এলকোবন অক্ষর দ্বারা সাইনবোর্ড সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	২,৫৫,০০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (ঘর-বাড়ী)	
৪৪.	শহীদ বদিউজ্জামান রোডস্থ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ডরমিটরী সংলগ্ন গুকরের পূর্ব-দক্ষিণ পাশে ৩ফুট ডায়া আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	২০,৬০,১৫৬/-	বোর্ড তহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১৩ অক্টোবর ২০২০ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত।

আলোচনা:

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন এলাকায় বসবাসকারী নাগরিক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ করে মূল্যানুমান প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

আলোচ্যবিষয়-৪৭ এ উল্লেখিত ৪৪টি প্রকল্প নিম্নবর্ণিতভাবে অনুমোদনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

৪৭.১: মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে ক্রমিক নং-১, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৪ ও ৩৬ এ উল্লেখিত ২১(একুশ)টি প্রকল্প প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে অনুমোদন করায় ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং-২২, ৩৫, ৩৮ ও ৪৩ এ উল্লেখিত ০৩(তিন)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৪৭.২: ক্রমিক নং-২, ৩, ৫, ৬, ১৬, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩ ও ৪৪ এ উল্লেখিত ১৪(চৌদ্দ) টি প্রকল্প প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে অনুমোদন করায় ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং- ১৮, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪১ ও ৪২ এ উল্লেখিত ০৬(ছয়)টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। উল্লেখিত প্রকল্পসমূহের মূল্যানুমান চূড়ান্ত অনুমোদনসহ প্রয়োজনীয় অনুদান বরাদ্দের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৮: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের Responsive Tender অনুমোদন প্রসংগেঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস ২০১৬ মোতাবেক (টাকা)	Responsive Tenderer	উদ্ধৃত দর (টাকা)	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার শহীদ বদিউজ্জামান রোড হতে পশ্চিম দিকে সিবি-১০৮/১ এর প্রবেশ রাস্তার ড্রেন উন্নয়নসহ স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	৮৮,৩১৮/-	মেসার্স সিকদার এন্টারপ্রাইজ	৯২,২৯২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (নর্দমা)	
২.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ দোতলা অফিস রুম সম্প্রসারণ কাজ।	১,১৫,৫৫৯/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	১,১৯,০২৫/-	বাজারের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩.	মিরপুর ডিওএইচএস এর রোড নং-৯ এর পাইপ ড্রেন পরিষ্কার এবং পিটের জন্য আরসিসি স্ল্যাব নির্মাণ কাজ।	১,৯৯,৩৯০/-	মেসার্স নাজিম ট্রেডার্স	১,৯৯,৩৯০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (নর্দমা)	
৪.	ঢাকা সেনানিবাসের বিভিন্ন স্থানে সাইন বোর্ডের বানান শুদ্ধ করে লিখার জন্য শ্বেত পাথর পরিবর্তন, সাইন বোর্ডের	২,৪২,৮০০/-	রাশেদা এল্লিম ইন্টারন্যাশনাল	২,৪২,২৭৫/-	বরাদ্দকৃত অনুদান/ বোর্ড তহবিল	

	হানিককম্ব স্টীকার পরিবর্তন, পলি সাইন বোর্ডের শীট পরিবর্তন ও বিভিন্ন বোর্ড পুনঃলিখন কাজ।					
৫.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ডবনের বাউন্ডারী ওয়ালের ভিতর ঘেঁষে জমে থাকা রাবিশ/ময়লা অপসারণ এবং পুরাতন ডবনের পিছনের ড্রেন পরিষ্কার করণ।	৮৯,০৫৪/-	মেসার্স সাকিব এন্টারপ্রাইজ	৮৯,০৫৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (নর্দমা)	
৬.	শহিদ বদিউজ্জামান রোডে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্টাফ কোয়ার্টার নং-১/সি(২য় তলা দক্ষিণ পাশ) বাসা মেরামত ও রং করণ কাজ।	১,৭৬,৫৫৪/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	১,৭৬,৫৫৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৭.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টন বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন ডবনে এক্সরে রুম ও বারান্দার ওয়ালের পুরাতন ক্ষতিগ্রস্ত প্লাস্টার ডেপেইন্ট টাইলস স্থাপন কাজ।	১,৪৬,৫৪৭/-	মেসার্স অর্পিতা ট্রেডার্স	১,৪৬,৪৭৩/৭২	হাসপাতালের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত	
৮.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন প্রধান সড়কে ২১শে নভেম্বর ২০২০ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে এমপি চেকপোস্টে বিদ্যমান রোড ডিভাইডার সাইন বোর্ড ও লোহার রেলিংসহ সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য রং সরবরাহ করণ।	৭৬,৩২০/-	মেসার্স দরবার শরীফ এন্টারপ্রাইজ	৭৬,২৪৩/-	বোর্ড তহবিল	
৯.	শহিদ বদিউজ্জামান রোডের ২৭৬/এ নং বাড়ির সামনে হতে দক্ষিণ দিকে মুসলিম মডার্ন স্কুলের উত্তর পূর্ব কর্ণারের পকেট গেইট পর্যন্ত রাস্তার পটহোল মেরামত, কার্পেটিং ও সিলকোট পেইন্টিং করণ কাজ।	৭,৩৬,২৭৯/-	মেসার্স এম আর এন্টারপ্রাইজ	৭,৩৫,৯৮৪/-	বোর্ড তহবিল	
১০.	শহিদ সরগিষ সেনাসদর অফিসার্স মেসের সম্মুখ হতে উত্তর দিকে সিএমএইচ বাহির গেইট পর্যন্ত রিক্সা লেন এর পাটহোল মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।	৬,৮৫,২১৯/-	মেসার্স সিকদার এন্টারপ্রাইজ	৬,৮৩,৮৪৮/-	বরাদ্দকৃত অনুদান/বোর্ডের স্থানীয় আয়	
১১.	মিরপুর ডিওএইচএস এর ৩য় ধাপের রোড নং-০৯ স্পীড ব্রেকার রোড মার্কিং পেইন্ট দ্বারা রং করণ কাজ।	১,৭৭,৬৮৫/-	মেসার্স এসএস ট্রেডার্স	১,৭৭,৬৬৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাস্তাঘাট)	
১২.	নাখালপাড়া বায়তুল আতিক জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার নিচতলা ও দোতলার ফ্লোর এবং ওয়াল টাইলস স্থাপনসহ রং করণ কাজ।	২০,০১,৯১৩/-	মেসার্স খলিল কোম্পানী	২০,০১,৫৮৪/-	অনুদান	
১৩.	ঢাকা সেনানিবাসে আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজির জন্য বিদ্যমান পুরাতন ডাস্টবিনটি অপসারণ করে নতুন একটি ডাস্টবিন নির্মাণ কাজ।	৯৯,২৫২/-	মেসার্স মাসুম ইঞ্জিনিয়ারিং	৯৯,২৫২/-	সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন। ১৮ নভেম্বর ২০২০ তারিখের কার্যক্রমের মাধ্যমে অনুমোদিত।
১৪.	ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসারের বাস ডবনের উত্তর-পূর্ব দিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ।	৩,৯৮,৭৩৮/-	রোজ ইন্টারন্যাশনাল	৩,৯৮,৭৩৮/-	বোর্ড তহবিল	
১৫.	কুমিল্টোলা জেনারেল হাসপাতালের মেইন গেইটের পাশে খালী জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া স্থাপন কাজ।	৭০,৮৭৯/-	মেসার্স সেফুরী ইন্টারন্যাশনাল	৭০,৮৭৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (রাস্তাঘাট)	
১৬.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের রিফিলিং ও ক্যাবল সরবরাহ করণ।	৪৯,৭১২/-	মেসার্স প্রোগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কোং	৪৯,৭১২/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত	
১৭.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মালামাল সরবরাহ করণ।	১,২০,৭৬০/-	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	১,২০,৭৬০/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত	
১৮.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ করণ।	৪,১১,৬৬৮/-	মেসার্স প্রোগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কোং	৪,১১,৬৬৮/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত	
১৯.	সেনানিবাস কবরস্থানের দক্ষিণ দিকে নতুন লেনে জিআই পোল দ্বারা নিরাপত্তা বাতি স্থাপন কাজ।	৩,৫৬,৫২৩/-	মেসার্স সিফাত এন্টারপ্রাইজ	৩,৫৬,১৬৬/-	বোর্ড তহবিল	
২০.	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট কলেজ ডবনের উপরে পানির লাইন সংস্কার, বৈদ্যুতিক বক্স পরিবর্তন ও আনুষংগিক মালামাল স্থাপন কাজ।	১,১৯,৯৬৫/-	মেসার্স সরদার এন্ড এসোসিয়েটস্	১,২১,১৬৪/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	

Handwritten signature

২১.	ঢাকা সেনানিবাস এর আওতাধীন বিভিন্ন সড়কে নিরাপত্তা বাতি সচল রাখার লক্ষ্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্টোরে সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় করণ।	১১,১৪,৮৭০/-	মেসার্স এমএইচ ইঞ্জিনিয়ারিং	১১,১৩,৮৭০/-	বোর্ড তহবিল	
২২.	সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০২০ উপলক্ষ্যে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে স্টীকার দ্বারা লিখা সাইন বোর্ড এবং ডিভাইডারে ব্যবহারের জন্য মালামাল সরবরাহ করণ।	৪,১৩,৩১৮/-	মেসার্স নয়ন এন্টারপ্রাইজ	৪,১২,৪৯১/-	বোর্ডের স্থানীয় আয়	
২৩.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ শাপলা চত্বরের উত্তর পূর্ব কোণার রাস্তার উপর স্ল্যাবসহ পাকা ডেন নির্মাণ কাজ।	১,১০,০৯৮/-	মেসার্স পাপন এন্টারপ্রাইজ	১,১২,২৯৯/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (নর্দমা)	
২৪.	সেনাপল্লী হাই স্কুলের পূর্ব পাশে বাউন্ডারী ওয়াল সংলগ্ন ডেন পরিকারসহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	১,৪৬,৬৭৫/-	মেসার্স সাকিব এন্টারপ্রাইজ	১,৫২,০৭৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (নর্দমা)	
২৫.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পাশ্চিম পাশে (বাহির পাশ) মেরামতসহ রং করণ কাজ।	২,৯৩,৩৯২/-	মেসার্স আল হাসনাত এন্টারপ্রাইজ	২,৯৯,২৫৯/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
২৬.	সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের এক্সরে মেশিন মেরামত, জন লাইন ইউপিএস ও আলট্রায়োগ্রাম রুম ও পোস্ট অপারেটিভ রুমের পর্দা এবং জরুরি বিভাগের ডাক্তার রুমের ভার্টিক্যাল পর্দা স্থাপন কাজ।	৭,২১,৮৭২/-	মেসার্স প্রোগ্রেসিভ ইঞ্জিনিয়ার্স এক্স কোং	৭,২১,৮৭২/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত	
২৭.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আদর্শ বিদ্যালয়কেন্দ্র, মানিকদী স্কুলের বাৎসরিক সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	৪,৯৮,৭৬৮/-	মেসার্স এস আই এন্টারপ্রাইজ	৪,৯৮,৭৬৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
২৮.	শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের বাৎসরিক সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	৪,৯৩,৯৯৯/-	মেসার্স সরদার এক্স এসোসিয়েটস্	৫,০৮,৮১৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
২৯.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৪ নং রোডের বাসা নং-২৬/ডি-১৫(৪র্থ তলা উত্তর পশ্চিম পাশ) বাসা মেরামত ও রং করণ কাজ।	৩৯,৬৮২/-	মেসার্স ফাহিম এন্টারপ্রাইজ	৩৯,৬৮২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩০.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৫/ডি-৬(২য় তলা দক্ষিণ পাশ) বাসা মেরামত ও রং করণ কাজ।	১,৩৭,৮১৫/-	মেসার্স খান ট্রেডার্স	১,৩৭,৮১৫/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩১.	সেনাপল্লী হাই স্কুলের বাৎসরিক সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	৪,৯২,৪৮৭/-	মেসার্স মোল্লা এন্টারপ্রাইজ	৫,০২,৩৩৬/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩২.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৫/ডি-৫(২য় তলা দক্ষিণ পূর্ব পাশ) বাসা মেরামত ও রং করণ কাজ।	১,১৫,৪৩৬/-	মেসার্স পাওনিয়ার এন্টারপ্রাইজ	১,১৫,৩৪৩/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৩.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৭ নং রোডের ৬৪/ডি (দোতলা পূর্ব পাশ) বাসা মেরামত ও রং করণ কাজ।	১,৬৬,৩৭৫/-	মেসার্স তাহের এন্টারপ্রাইজ	১,৬৬,২০৮/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৪.	মুসলিম মডার্ন একাডেমির বাৎসরিক সংস্কার, মেরামত ও রং করণ কাজ।	৪,৯৩,৬৫৭/-	মেসার্স সামি এন্টারপ্রাইজ	৪,৯৩,৬৫৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৫.	সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের বিভিন্ন রুমের জন্য স্যানিটারী ও বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	৪১,৪৩৩/-	মেসার্স অর্পিতা ট্রেডার্স	৪১,৩৫০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৬.	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫ নং রোডের ৩ নং পানির পাম্প মটর জলে যাওয়ায় তা উত্তোলন, পুনঃস্থাপন কাজ।	১,৫২,০০০/-	এডি ইলেকট্রিক এক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস	১,৫১,৪০০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৭.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ দোতলায় বাজার কমিটির অফিস রুমে টাইলস্ স্থাপন, রং করণ ও এসি সরবরাহ করণসহ অন্যান্য সংস্কার কাজ।	২,২৮,৯৫৭/-	মেসার্স আরাফাত এন্টারপ্রাইজ	২,২৮,৯৫৭/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৮.	রজনীগন্ধা টাওয়ারের দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশের গ্রাস ও এলকোবন হাইজেনিক ওয়াশ করণ কাজ।	৪৯,৩২২/-	মেসার্স এসএস ট্রেডার্স	৪৯,৩২২/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	
৩৯.	মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার পার্কের খেলনা মেরামত ও রং করণ।	৪৬,৪৮০/-	মেসার্স আরাফাত এন্টারপ্রাইজ	৪৬,৪৮০/-	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	

৪০.	ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন প্রধান সড়কে ২১শে নভেম্বর ২০২০ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে নিরাপত্তাসহ সুষ্ঠুভাবে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে ও মামলা নিষ্পত্তি (আর্মি এমপি ইউনিট) কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল সরবরাহ করণ।	১১,১৭,৩২০/-	রাসেদা এক্সিম ইন্টারন্যাশনাল	১১,১৬,৯২০/-	বোর্ড তহবিল
৪১.	ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসের পুকুরের উত্তর পাশে আরসিসি প্রিকাস্ট পাইল এবং আরসিসি স্ল্যাবসহ প্যালাসাইডিং কাজ।	২৬,৬২,৩৬৫/-	মেসার্স ট্রেড কিং	২৭,৮২,১৭১/-	বোর্ড তহবিল
৪২.	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সকে রাতের বেলায় দৃশ্যমান করার জন্য এলইডি লাইট স্থাপন কাজ।	৩,৯৩,১৯৫/-	মেসার্স সাকিব এন্টারপ্রাইজ	৩,৯৩,১৯৫/-	দোকানের সালামী
৪৩.	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের পার্কিং এলাকায় প্রবেশ ও বাহির পথে নিরাপত্তা বুথসহ ০২টি অটো পার্কিং স্ট্যান্ড স্থাপন কাজ।	৫,১৪,১৯২/-	মেসার্স আমিন ব্রাদার্স	৫,১৪,১৯২/-	দোকানের সালামী
৪৪.	মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সের সিএসডি নিচতলায় (দোকান নং-৪৫) পানি সরবরাহ এবং নিষ্কাশন করণ।	১,৮৮,৩৮৭/-	মেসার্স চাঁন মিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ	১,৮৮,৩৮৭/-	দোকানের সালামী
৪৫.	শহিদ বদিউজ্জামান রোডস্থ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ডরমেটরী সংলগ্ন পুকুরের পূর্ব ও দক্ষিণ পাশে ৩'-০" ডায়া আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	২০,৬০,১৫৬/-	মেসার্স কাশেম ট্রেডার্স	২০,৬০,১৫৬/-	বোর্ড তহবিল
৪৬.	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ স্বাধীনতা সরণি হতে মুরগী-বাজার পর্যন্ত রাস্তা (মসজিদ রোড) সেরামডসহ কার্পেটিং কাজ।	১৬,৫৬,৩৯৪/-	মেসার্স ট্রেড কিং	১৬,৫৬,৩৯৪/-	বোর্ড তহবিল
৪৭.	শহিদ বদিউজ্জামান রোডে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ডরমেটরীর দক্ষিণ পাশে সিবি-২৭৫ হতে সিবি-২৭৩/২ পর্যন্ত রাস্তা পাকা করণ কাজ।	১৫,৯০,০৩৭/-	মেসার্স কাশেম ট্রেডার্স	১৫,৯০,০৩৭/-	বোর্ড তহবিল
৪৮.	বনানী সামরিক কবরস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম কর্ণারে ০৪টি ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ।	৭,০৩,৬৬৪/-	মেসার্স নাজিম ট্রেডার্স	৭,০৩,৬৬৪/-	বোর্ড তহবিল
৪৯.	শহিদ সরণি ক্যান্টন ব্যাকারীর সম্মুখ হতে হাজী মহসিন এর উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত ফুটপাথের উভয় পাশে জিআই পাইপের রেলিং নির্মাণ কাজ।	১১,৪০,২৩৮/-	মেসার্স অর্পিতা ট্রেডার্স	১১,৩৯,৬৬৭/-	বোর্ড তহবিল

আলোচনা:

আলোচ্যবিষয়-৪৮ এ বর্ণিত ছকে প্রকল্পগুলোর মূল্যানুমান বোর্ডসভা এবং সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। গ্যারিসন ডিউটি অফিসার (জিডিও)'র উপস্থিতিতে টেন্ডার ওপেনিং কমিটির সম্মুখে দরপত্র বাস্তব খোলা হয় এবং টেন্ডার ইভ্যালুয়েশন কমিটি (টিইসি) কর্তৃক পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

- ৪৮.১: আলোচ্যবিষয়-৪৮ এর ক্রমিক নং-১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ১১, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮ ও ৩৯ এ বর্ণিত ৩০(ত্রিশ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কার্যাদেশ প্রদান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
- ৪৮.২: আলোচ্যবিষয়-৪৮ এর ক্রমিক নং-৪, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৯, ২১, ২২, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮ ও ৪৯ এ বর্ণিত ১৯(উনিশ)টি প্রকল্পের দর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৪৯: মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে ১৬০০ কেজি কার্গো লিফট স্থাপনের জন্য লিফট কোর নির্মাণের বর্ধিত কাজের জন্য ৬০,০৬,৯০৭/- (ষাট লক্ষ ছয় হাজার নয়শত সাত) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন।

আলোচনা:

মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে ১৬০০ কেজি কার্গো লিফট স্থাপনের জন্য লিফট কোর কাজটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে জিই (আর্মি) মিরপুর এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করার জন্য স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ০২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের ২৩.০১.৯০১.৬৬১.০৭.১৫০.০৬.০২. ১২.১৮/কিউ-৩ নং পত্রের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের ২৩.২২.৭০০১.০১৮.০১.০১৮.২৮৭২-৬৪ নং পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সৌমিক টেকনোলজিকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত লিফট স্থাপনের পর লিফট কোরে এ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল (এসিপি) এবং দুই ছাদের সংযোগ স্থল দিয়ে পানি প্রবেশ করে মূল লিফটের ক্ষতি সাধিত হয়। সে প্রেক্ষিতে পানির লিকেজ বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কর্তৃক অত্র দপ্তরে নকশা দাখিল করা হয়। উক্ত নকশা এমআইএসটি কর্তৃক ভেটিং করা হয় এবং এমআইএসটির নির্দেশনা অনুযায়ী এ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট প্যানেল (এসিপি) এর পরিবর্তে কাটেইন গ্লাস স্থাপন ও ছাদ রিপেয়ারিংসহ লিফট কোরের প্যাসেজে টাইলস, রেলিং, সিলিং স্থাপন করা প্রয়োজন। উক্ত বর্ধিত কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার সৌমিক টেকনোলজি কর্তৃক বর্ধিত কাজের জন্য ৬০,০৬,৯০৭/- টাকার মূল্যানুমান অত্র দপ্তরে দাখিল করা হয়। উক্ত কাজের মূল্যানুমানের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য সিএমইএস(আর্মি), ঢাকা সেনানিবাসে প্রেরণ করা যেতে পারে। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় শপিং কমপ্লেক্সের দোকানের সালামী হতে সংকুলান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে মিরপুর ডিওএইচএস শপিং কমপ্লেক্সে ১৬০০ কেজি কার্গো লিফট স্থাপনের জন্য লিফট কোর নির্মাণের বর্ধিত কাজের জন্য ৬০,০৬,৯০৭/- (ষাট লক্ষ ছয় হাজার নয়শত সাত) টাকার মূল্যানুমান পর্যালোচনা এবং উক্ত বর্ধিত কাজের দায় কোন সংস্থার তা যাচাই করার জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

- | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| ১. | মেজর রাশেদ মাহমুদ, আর্টিলারী
এডহক স্টেশন সদর দপ্তর, মিরপুর, ঢাকা। | -- | সভাপতি |
| ২. | জিই, মিরপুর | -- | সদস্য |
| ৩. | এন. কে. এম আখতারুল ইসলাম
সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। | -- | সদস্য-সচিব |

আলোচ্যবিষয়-৫০: মিরপুর ডিওএইচএস এর অভ্যন্তরে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক ক্রয়কৃত সরকার বাড়ীর (৩.২২ একর) জমি ডিওএইচএস/সেনানিবাসের সংলগ্ন এলাকা হিসেবে গেজেটে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রসঙ্গে সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের ০৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের পত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা:

ক্যান্টনমেন্ট আইন ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৭ নং আইন) এর ৪ নং ধারা অনুযায়ী মিরপুর ডিওএইচএস এর অভ্যন্তরে বিদ্যমান ৩.২২ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি/ স্থানীয় এলাকাকে সেনানিবাসের সংলগ্ন এলাকা হিসেবে ঘোষণার ব্যাপারে অত্র দপ্তরের মতামত/ছাড়পত্রের জন্য সামরিক ভূ-সম্পত্তি প্রশাসন দপ্তর, কেন্দ্রীয় সার্কেল, ঢাকা সেনানিবাসের ০৭ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের ২৩.২২.০০০১.০০৩. ০১.১৬৬.২০-৩০২৯ নং পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এমতাবস্থায়, ক্যান্টনমেন্ট আইন ২০১৮ এর ৪ ও ৫ ধারা অনুযায়ী মিরপুর ডিওএইচএস এর অভ্যন্তরে বিদ্যমান ৩.২২ একর ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি/স্থানীয় এলাকাকে সেনানিবাসের সংলগ্ন এলাকা ঘোষণার বিষয়টি আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত:

ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর ৪ ও ৫ ধারার বিধান মোতাবেক মিরপুর ডিওএইচএস এর অভ্যন্তরে আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক ক্রয়কৃত সরকার বাড়ীর (৩.২২ একর) জমি ডিওএইচএস/সেনানিবাসের সংলগ্ন এলাকা হিসেবে গেজেটে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫১: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তি প্রসংগে।

আলোচনা:

অত্র দপ্তরে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণ আবেদন করেছেন। আবেদনের সাথে ভ্যাট সনদ, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও অঙ্গীকারনামাসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি জমা করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারেঃ-

ক্র/নং	প্রতিষ্ঠান ও স্বত্বাধিকারীর নাম	ঠিকানা
১।	সামস ইন্টারন্যাশনাল প্রোঃ- মোঃ তোবারক হোসেন	দাগ নং-১৭০, স্বাধীনতা সরণি, উত্তর বাজা, বাজা, ঢাকা।
২।	অসিস বাংলা কনস্ট্রাকশন প্রোঃ- মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম	৬, মধ্য আজমপুর, দক্ষিণখান, ঢাকা-১২৩০।
৩।	লিড টেকনোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোঃ- মোঃ সরোয়ার জাহান	সেকশন-১০/এ, রোড-৬, বাড়ী-০৯, মিরপুর, ঢাকা
৪।	মেসার্স তারকা ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সাপ্লাই প্রোঃ- মোঃ কাওকাবুল ইসলাম	ক-১৭/১, রসুলবাগ, মহাখালী, ঢাকা।

সিদ্ধান্ত:

প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে (১)সামস ইন্টারন্যাশনাল, প্রোঃ- মোঃ তোবারক হোসেন (২)অসিস বাংলা কনস্ট্রাকশন, প্রোঃ- মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম (৩)লিড টেকনোলজি এন্ড ডেভেলপমেন্ট, প্রোঃ- মোঃ সরোয়ার জাহান এবং (৪)মেসার্স তারকা ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন এন্ড সাপ্লাই, প্রোঃ- মোঃ কাওকাবুল ইসলাম-কে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫২: মেসার্স আসিফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৩-১৯৯৪ আর্থিক সাল হতে ২০২০-২০২১ আর্থিক সাল পর্যন্ত জরিমানা মওকুফ করে ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি লাইসেন্স নবায়নকরণ প্রসংগে।

আলোচনা:

মেসার্স আসিফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন এর স্বত্বাধিকারী জনাব আনিস আহমেদ গত ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ১৯৯৩-১৯৯৪ আর্থিক সাল হতে ২০২০-২০২১ আর্থিক সাল পর্যন্ত জরিমানা মওকুফ করে ধারাবাহিকভাবে ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি লাইসেন্স নবায়ন করার জন্য আবেদন করেছেন। অত্র দপ্তরের ২৯/০৮/১৯৯২ খ্রিঃ তারিখের ঢাক্যাবো/পিডব্লিউ/১৬/১৩/১৪৪ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে নিরাপত্তা জামানত বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা এবং তালিকাভুক্তি ফি বাবদ- ১,০০০/- টাকা জমা সাপেক্ষে তালিকাভুক্ত করা হয়। তৎকালীন ঠিকাদার তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান ছিলনা। বর্তমানে নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে নতুন তালিকাভুক্তি/নবায়ন করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৩-১৯৯৪ আর্থিক সাল হতে তালিকাভুক্তি নবায়ন করেনি। উল্লেখ্য, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত নীতিমালার 'গ' অনুচ্ছেদের (৩) নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী “তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ঠিকাদারকে প্রতি সালের জুলাই মাসে নবায়ন ফি জমা করে তালিকাভুক্তি নিয়মিত রাখতে হবে। অন্যথায় প্রতি ১ মাস অথবা উহার অংশ বিলম্বের জন্য নবায়ন ফি এর সমপরিমাণ টাকা জরিমানা প্রদান করে তালিকাভুক্তি নবায়ন করা যাবে। তবে সুযোগ ঐ আর্থিক সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বহাল থাকবে। এর কোন ব্যত্যয় ঘটলে সেক্ষেত্রে তালিকাভুক্তি বিনা নোটিশে বাতিল বলে গণ্য হবে।” এমতাবস্থায়, প্রতিষ্ঠানটির তালিকাভুক্তি নবায়নের জন্য প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর কর্তৃক ১৯৯৩-১৯৯৪ আর্থিক সাল হতে ভূতাপেক্ষ নিরাপত্তা ছাড়পত্রের নবায়ন এবং ১৯৯৩-১৯৯৪ আর্থিক সাল হতে ২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত নবায়ন ফি বাবদ ৫৮,০০০/- (আটান হাজার) টাকা, ১৫% ভ্যাট বাবদ ৮,৭০০/- (আট হাজার সাতশত) টাকা, জরিমানা বাবদ ১,৮০,০০০/- (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকাসহ সর্বমোট ২,৪৬,৭০০/- (দুই লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার সাতশত) টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমা করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আসিফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন এর ঠিকাদারী লাইসেন্স ১৯৯৩-১৯৯৪ আর্থিক সাল হতে ২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত নবায়ন ফি বাবদ ৫৮,০০০/- (আটান হাজার) টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৮,৭০০/- (আট হাজার সাতশত) টাকা পরিশোধ এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের নিরাপত্তা ছাড়পত্র সাপেক্ষে ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি লাইসেন্স নবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঠিকাদারী তালিকাভুক্তি/ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের জরিমানা মওকুফ করা হলো।

হুম

আলোচ্যবিষয়-৫৩: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ০৫ (পাঁচ)টি শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা:

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে স্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ না হওয়া সময় পর্যন্ত নিম্নোক্ত প্রার্থীদেরকে তাঁদের নামের পার্শ্বে উল্লেখিত পদ, মাসিক নির্ধারিত বেতন ও তারিখ হতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা তাঁর ১০/১১/২০২০, ১৯/১১/২০২০ ও ২৩/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে নিয়োগের অনুমোদন প্রদান করেন। কার্যবৃত্তপত্রের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে উক্ত প্রার্থীগণকে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী নিয়োগপত্র ইস্যু করা হয়েছেঃ-

ক্র/নং	প্রার্থীর নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	পদের নাম	সর্বসাকুল্যে মাসিক বেতন	নিয়োগের তারিখ	নিয়োগকৃত কর্মস্থল
১.	জনাব মোহাম্মদ একরামুল হক পিতা-মোঃ গোলাম হোসেন মাতা-নাদেরের নেছা	ওয়ার্ড মাস্টার	২৫,০০০/-	১০/১০/২০২০	সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্ট: বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল
২.	জনাব রাবেয়া বেগম পিতা-মোঃ মকবুল হোসেন মাতা-বিবি মরিয়ম	আয়া	১২,০০০/-	০৫/১০/২০২০ তারিখ হতে ০৩ (তিন) মাসের জন্য।	সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্ট: বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল
৩.	জনাব কুলসুম পিতা-মোঃ সাদের খাঁ	আয়া	১২,০০০/-	০১/০১/২০২১	শহীদ বীর বিক্রম রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল
৪.	জনাব মোঃ সজিব মিয়া পিতা-মোঃ সফিকুল ইসলাম মাতা-মোছাঃ চম্পা বেগম	রাজমিস্ত্রি	১২,০০০/-	০১/১২/২০২০	প্রকৌশল শাখা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
৫.	জনাব নুরুল আমিন পিতা-আঃ আলী বেপারী গ্রাম-মির্জাকান্দি, পো:ছলেনামা বাজিতপুর, শিবচর, মাদারীপুর।	ম্যাকানিক	১২,০০০/-	০১/১২/২০২০	কঙ্কারভেনী শাখা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

সিদ্ধান্ত: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রস্তাবিত ০৫ (পাঁচ)টি শূন্য পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে (মাস্টার রোল) নিয়োগের ঘটনোত্তর অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫৪: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্থাপিত ফার্মেসীটির ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ প্রসংগে।

আলোচনা:

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে গত ২০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যবিষয়-৪৭ এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ০১/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ঢাক্যাবো/এমএস/১১৬/১১৬ নং পত্রের মাধ্যমে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্থাপিত ফার্মেসীটি ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এককালীন জামানত ও মাসিক ৮,৪০০/- (আট হাজার চারশত) টাকা ভাড়ায় ০১/০৭/২০১৯ হতে ৩০/০৬/২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত (এক) বছরের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মেসার্স রায়হান ফার্মা, প্রোঃ মোঃ রায়হান উদ্দিন জামানতের ৫০,০০০/- টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে এবং মাসিক ভাড়া ৩০/০৬/২০২০ পর্যন্ত ক্যান্ট-৪-বি রশিদের মাধ্যমে অত্র দপ্তরে জমা করেছেন। পরবর্তীতে মেসার্স রায়হান ফার্মা, স্বত্বাধিকারী-জনাব মোঃ রায়হান উদ্দিন ফার্মেসীটির ভাড়ার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ভাড়ার মেয়াদ ০১/০৭/২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে বৃদ্ধির জন্য ১৯/১০/২০২০ খ্রিঃ তারিখে আবেদন করেছেন। হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) ভাড়ার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনপত্রটি সুপারিশসহ অত্র দপ্তরে প্রেরণ করেছেন।

সিদ্ধান্ত:

সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের অভ্যন্তরে স্থাপিত ফার্মেসীটি ০১ জুলাই, ২০২০ তারিখ হতে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত মাসিক ৮,৪০০/- (আট হাজার চারশত) টাকা ভাড়ায় মেসার্স রায়হান ফার্মা, স্বত্বাধিকারী- জনাব মোঃ রায়হান এর নিকট ভাড়া প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫৫: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে সিএমএইচ এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের প্র্যাকটিস করণ প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে সিএমএইচ এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ প্র্যাকটিস করেন এবং রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সিএমএইচ এর চিকিৎসকদের বাহিরে প্র্যাকটিস করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে বিধায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ এখন প্র্যাকটিস বন্ধ রেখেছেন ফলে হাসপাতালে রোগী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছেনা। উল্লেখ্য, ঢাকার বাহিরের অন্যান্য সেনানিবাসে সিএমএইচ এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্র্যাকটিস করছেন। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে ঢাকা সিএমএইচ করোনা রোগী বৃদ্ধি ও বিভিন্ন সেনানিবাসের সিএমএইচ এ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সংকটের কারণে কিছু সংখ্যক ডাক্তার বদলী করা হয়েছে। সুরক্ষার জন্য প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ রয়েছে। ডিজিএমএস প্রতিনিধি আশা প্রকাশ করেছেন আগামী ফেব্রুয়ারি-২০২১ সালের মধ্যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অনুমতি পেতে পারেন। এ বিষয়ে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে গত ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার আলোচ্যবিষয়-১ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে, ডিজিএমএস, ঢাকা সেনানিবাসের সাথে পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে এতদ্বিষয়ে সেনাকর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের জন্য স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসে প্রস্তাব প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫৬: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের অস্থায়ী নিয়োগের জন্য বাছাই কমিটি গঠন প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের অস্থায়ী স্টাফ কর্তৃপক্ষকে অবগত না করে কাজে অনুপস্থিত থাকে এবং চাকুরীতে অব্যাহতি দেয়। সেক্ষেত্রে লোক স্বল্পতার কারণে উক্ত স্টাফের স্থলে কাজ করার মত বিকল্প কোন ব্যবস্থা হাসপাতালে না থাকায় রোগী সেবা অত্যন্ত দূরহ হয়ে পড়ে। পুনরায় দক্ষতা সম্পন্ন লোকবল নিয়োগ না করা পর্যন্ত উক্ত বিভাগটির সেবা কার্য ব্যাহত হয়। কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন যোগ্য প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগের জন্য প্রেরণের পরও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রার্থী অন্যত্র যোগদান করে ফলে অধিকতর কম যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে হয় বিধায় হাসপাতাল সেবার মান হারায়। এছাড়াও কোন প্রার্থী চাকুরী হতে অব্যাহতি গ্রহণের আবেদন করলে অব্যাহতিপত্র না পাওয়া পর্যন্ত সে স্থলে লোক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা যায়না। এ সংকট উত্তরণের জন্য নিয়োগ ও অব্যাহতি প্রক্রিয়া দ্রুত করা প্রয়োজন। নতুবা হাসপাতাল ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হয়। নিয়োগ কমিটি গঠনের বিষয়ে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে গত ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার আলোচ্যবিষয়-২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে, হাসপাতালে অস্থায়ী নিয়োগের জন্য নিয়োগ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে অস্থায়ী নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিতভাবে বাছাই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো:-

- | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ১. পরিচালক (প্রশাসন) | -- সভাপতি |
| সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল। | |
| ২. চীফ মেডিক্যাল অফিসার | -- সদস্য |
| সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল। | |
| ৩. সহকারী সচিব, গ্রেড-১ | --সদস্য-সচিব |
| ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। | |

উক্ত কমিটি অস্থায়ী নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাই করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

আলোচ্যবিষয়-৫৭: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের আন্ট্রাসনোলজিস্ট ও রেডিওলজিস্ট এর কমিশন বৃদ্ধিকরণ প্রসংগে।

আলোচনা: হাসপাতালে কমিশন ভিত্তিতে নিয়োগকৃত রেডিওলজিস্ট এর আন্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট করন বাবদ আদায়কৃত টাকার উপর ২৫% এবং এক্সরে রিপোর্ট করন বাবদ আদায়কৃত টাকার উপর ১০% প্রদান করা হয়। উক্ত রেডিওলজিস্ট আশপাশের ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে তুলনা করে আন্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট করন বাবদ ৩৫% এবং এক্সরে রিপোর্ট করন বাবদ ২০% প্রদানের জন্য আবেদন করেন। কমিশন বৃদ্ধির বিষয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে গত ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যবিষয়-৪৭ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে, হাসপাতাল পরিচালনার অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে নীতিমালা সংশোধন করা প্রয়োজন। অন্যথায় উক্ত প্রদানকৃত টাকায় রেডিওলজিস্ট বা সনোলজিস্ট পাওয়া যাবে না। ফলে রোগীর ক্ষতির সম্মুখীন হবেন এবং হাসপাতাল আয় বঞ্চিত হবে। সে ক্ষেত্রে উক্ত বর্ধিত হার সমন্বয় করার জন্য ২০১৪ সাল হতে বিদ্যমান হাসপাতালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার চার্জও কিছুটা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সিরাজ

খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে গত ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার আলোচ্যবিষয়-৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে, সনোলজিস্ট এর সম্মানী বাবদ প্রদানকৃত ২৫% এর স্থলে ৩৫% এবং রেডিওলজিস্ট এর সম্মানী বাবদ প্রদানকৃত ১০% এর স্থলে ২০% প্রদান এবং পরীক্ষার মূল্য তালিকা হতে ১০% বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন পরীক্ষার ফি ১০% বৃদ্ধিসহ আন্ট্রাসনোলজিস্ট এর ফি ২৫% থেকে ৩৫% এবং রেডিওলজিস্ট এর ফি ১০% হতে ২০% হারে বৃদ্ধিকরণের জন্য নীতিমালা সংশোধনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫৮: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বারের ভাড়া মার্চ/২০২০ হতে অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত মওকুফকরণ প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পুরাতন দ্বিতল ভবনে স্থাপিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার চেম্বারে করোনা মহামারীর কারণে মার্চ/২০২০ হতে অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্র্যাকটিস করেননি অর্থাৎ চেম্বার বিল্ডিং বন্ধ ছিল। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং হাসপাতালের যে সকল কর্মচারী করোনা সংক্রমিত হয়েছিল তাদের জন্য উক্ত ভবনটি কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছিল বিধায় সেখানে চেম্বার প্র্যাকটিস করা সম্ভব ছিলনা। ফলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা মার্চ/২০২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত চেম্বার বিল্ডিং এর ভাড়া দিতে অপারগতা জানায় এবং মওকুফের জন্য আবেদন করেন। পরবর্তীতে বিষয়টি ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে গত ২৯/০৯/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার আলোচ্যবিষয়-৪৬ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে, মার্চ/২০২০ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০ পর্যন্ত চেম্বার বিল্ডিং এর ভাড়া ৭৫% মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ করোনার জন্য কোয়ারেন্টাইন হিসেবে চেম্বার বিল্ডিং বন্ধ থাকা এবং চেম্বার না করার কারণে মার্চ/২০২০ হতে অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত সম্পূর্ণ মওকুফের জন্য পুনরায় আবেদন করেন।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বারগুলো করোনার সময় কোয়ারেন্টাইন হিসেবে ব্যবহারের কারণে উক্ত চেম্বারের ভাড়া মার্চ, ২০২০ হতে অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত মওকুফের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যবিষয়-৫৯: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের এমও ফি, স্টাফ ফি এবং এ্যাসিস্টেন্ট ফি বন্টন প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের এমও ফি, স্টাফ ফি এবং এ্যাসিস্টেন্ট ফি এর একাউন্ট দুটি সিএমও এর অধীন রয়েছে, যা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এর সিইও এর অধীনে থাকা উচিত। উক্ত একাউন্ট দুটিতে জমাকৃত টাকার যথাক্রমে ৮০% ও ৫০% টাকা অনুমোদন সাপেক্ষে উত্তোলন করে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের মধ্যে বন্টন করা হতো। বর্তমানে উক্ত একাউন্ট দুটির টাকা উত্তোলন ও বন্টন স্থগিত রয়েছে। উক্ত হিসাব দুটির টাকা অনুমোদনের মাধ্যমে উত্তোলন করে একটি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালক প্রশাসনের সুপারিশক্রমে হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে প্রনোদনা হিসেবে বন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। উল্লেখ থাকে যে, হাসপাতাল লোকসানে পতিত হলে উক্ত টাকা বন্টন বন্ধ থাকবে অর্থাৎ হাসপাতালের বাৎসরিক আয় লাভজনক হলে এমও ফি, স্টাফ ফি এবং এ্যাসিস্টেন্ট ফি বন্টন করা হবে। এ বিষয়ে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে গত ১১/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার আলোচ্যবিষয়-৫ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে, হাসপাতালের এমও ফি, স্টাফ ফি এবং এ্যাসিস্টেন্ট ফি প্রদানের বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে কমিটির মাধ্যমে একটি নীতিমালা ও মতামতসহ সিইও, ঢাকা এর নিকট উপস্থাপন করবেন এবং সিইও বোর্ডের সভাপতির সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। সিএমও এর পরিচালনাধীন এমও ফি, স্টাফ ফি এবং এ্যাসিস্টেন্ট ফি হিসাব দুইটি সিইও, ঢাকা এর অধীন পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের এমও ফি, স্টাফ ফি এবং এ্যাসিস্টেন্ট ফি ব্যবস্থাপনার স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতিমালা প্রস্তুত করার জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

১. পরিচালক (প্রশাসন) -- সভাপতি
সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।
২. চীফ মেডিক্যাল অফিসার -- সদস্য
সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল।
৩. হিসাব রক্ষক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। -- সদস্য

আলোচ্যবিষয়-৬০: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে 'সামিট গ্রুপ' এবং 'জিরা' কর্তৃক প্রদত্ত নতুন এ্যাম্বুলেন্সটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য আনুমানিক ১,৩০,৮৬৫/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত পয়ষট্টি টাকা মাত্র) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা: ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের রোগীর সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষে সামিট গ্রুপ এবং জিরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টয়েটো হাইস-২০১৯ মডেলের একটি নতুন এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। যার ইঞ্জিন নং- 2TR9233624, চেসিস নম্বর- JTFJX02P500069395, সিসি-২৬৯৪। উক্ত নতুন এ্যাম্বুলেন্সটি বিআরটিএ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন করতে আনুমানিক ১,৩০,৮৬৫/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত পয়ষট্টি টাকা মাত্র) টাকা ব্যয় হবে। উক্ত ব্যয় হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত হতে ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে 'সামিট গ্রুপ' এবং 'জিরা' কর্তৃক প্রদত্ত নতুন এ্যাম্বুলেন্সটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য ১,৩০,৮৬৫/- (এক লক্ষ ত্রিশ হাজার আটশত পয়ষট্টি টাকা মাত্র) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত হতে সংকুলান করতে হবে।

আলোচ্যবিষয়-৬১: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে তুরস্কের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে অত্র হাসপাতালে প্রদানকৃত আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্সটি অন্যান্য সাধারণ এ্যাম্বুলেন্সের ন্যায় ব্যবহারের অনুমতি প্রসংগে।

আলোচনা: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) তাঁর ০৬/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখের এসকেএমসিবিজিএইচ/৩০৪ নং পত্রের মাধ্যমে জানান যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে তুরস্কের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়। উক্ত আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্সটি একজন ডাক্তার, একজন আইসিএ ও একজন ওয়ার্ডবয় এর সমন্বয়ে রোগী স্থানান্তরের জন্য ব্যবহার করার কথা। কিন্তু ২০১৩ সাল হতে অদ্যাবধি পর্যন্ত একজন আইসিইউ রোগী অত্র হাসপাতালে আনা হয়নি। গাড়ীটি সচল রাখার জন্য শুধুমাত্র চালানো হয়। করোনাকালীন সময়ে স্টাফদের আনা নেওয়ার জন্য কিছুদিন ব্যবহৃত হয়েছে। আইসিইউ রোগী আনা নেওয়ার নির্ধারিত ভাড়া সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে এ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করা যাচ্ছে না। হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্সটি আইসিইউ রোগীর ক্ষেত্রে পূর্বের নির্ধারিত ভাড়া এবং সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে সাধারণ এ্যাম্বুলেন্সের ভাড়া ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব করেছেন। আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্সটি সাধারণ রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য হাসপাতালের পরিচালক (প্রশাসন) এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে তুরস্কের পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে প্রাপ্ত আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্সটি আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্স হিসেবে পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত আইসিইউ এ্যাম্বুলেন্সটির ভাড়া ও ব্যবহারের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিতভাবে কমিটি গঠন করা হলো:-

১. পরিচালক (প্রশাসন) -- সভাপতি
সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল
২. ১ X চিকিৎসক -- সদস্য
সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল
৩. রেভিনিউ অফিসার, গ্রেড-১, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। --সদস্য

আলোচ্যবিষয়-৬২: সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা:

ক্র/নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান (বাজার দর)	ব্যয়ের খাত
১.	সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালের জন্য ভার্টিক্যাল পর্দা স্থাপন, অফিস স্টাফদের জন্য ড্রেস ক্রয় এবং রিসিপশনে থাইগ্রাস দিয়ে রেকর্ডকরণসহ বিভিন্ন কাজের মালামাল ক্রয় ও মেরামতকরণ কাজ।	২,৩৯,৩১৪/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত
২.	সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতাল জন্ম বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ক্রয়/মেরামত এবং বিভিন্ন মালামাল ক্রয়/মেরামতকরণ কাজ।	২,২৮,৫৫১/-	হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত

সিদ্ধান্ত: হাসপাতালের নৈমিত্তিক খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে ক্রমিক নং-১ ও ২ এ উল্লেখিত মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

Handwritten signature

- আলোচ্যবিষয়-৬৩:** সিরাজ-খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান প্রসংগে।
- আলোচনা:** বোর্ডের অন্যান্য স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় সিরাজ খালেদা মেমোরিয়াল ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির জন্য কিছু সংখ্যক অস্থায়ী কর্মচারী গত ১৭/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করেছেন। সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হাসপাতাল পরিচালনা নীতিমালা-২০১২ মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী “এ” ক্যাটাগরীর রোগী। নীতিমালায় স্পষ্টভাবে স্থায়ী/অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর বিষয়টি উল্লেখ নাই। “এ” ক্যাটাগরীর রোগীরা হাসপাতালে চিকিৎসা সুবিধা পেয়ে থাকেন। কিন্তু হাসপাতাল হতে অস্থায়ী/কঞ্জারভেন্সী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় সকল চিকিৎসা সুবিধা দেয়া হয়না। বোর্ডের মোট স্থায়ী পদ-৮৪২ টি। বোর্ডের অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক (আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স অন্যান্য কঞ্জারভেন্সী) পদ-৩৫৯ টি। উল্লেখ্য, স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত কর্মচারীগণও স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় চিকিৎসা সুবিধা পান না।
- সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের স্থায়ী শূন্য পদের বিপরীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত এবং অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক (আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্স ও অন্যান্য কঞ্জারভেন্সী) নিয়োজিত সকল কর্মচারী অনুমোদিত হাসপাতাল পরিচালনা নীতিমালার ‘এ’ ক্যাটাগরী হিসেবে চিকিৎসা সুবিধা প্রাপ্য হবেন। হাসপাতাল পরিচালনা নীতিমালায় বিষয়টি সংযুক্ত করার জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
- আলোচ্যবিষয়-৬৪:** ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মরত কর্মচারীদের চাকুরী শেষে এককালীন নগদ অর্থ প্রদান প্রসংগে।
- আলোচনা:** প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে বিভিন্ন স্থায়ী পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে মাস্টার রোলে নিয়োজিত কর্মচারীগণ চাকুরী শেষে পেনশন বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা প্রাপ্ত হন না। যার ফলে দীর্ঘ চাকুরী জীবন শেষে অনেকটা শূন্য হাতেই অবসর জীবনে যেতে হয়। এর ফলে অনেকেই মানবতের জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহে অস্থায়ীভাবে নিয়োজিত কর্মচারীগণকে চাকুরীর শেষে এককালীন ভাতা প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।
- সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এবং বোর্ড পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন স্থায়ী পদের বিপরীতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে মাস্টার রোলে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিরবচ্ছিন্ন ১০, ১৫ বা ২০ বছর চাকুরী শেষে এককালীন ভাতা প্রদানের নিমিত্ত ভাতার হার, চাকুরীর বয়সসীমা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-
১. লেঃ কর্ণেল মোঃ মেজবাহ উদ্দিন খান -- সভাপতি
এএএন্ডকিউএমজি, সিএমএইচ, ঢাকা।
 ২. জনাব মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, কঞ্জারভেন্সী অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। -- সদস্য
 ৩. জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, সহকারী সচিব, গ্রেড-১, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড। -- সদস্য-সচিব
- আলোচ্যবিষয়-৬৫:** ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বাসা-বাড়ী হতে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ডাষ্টবিনে রাখার জন্য ফ্ল্যাট প্রতি মাসিক ফি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা হারে ফি আদায় এবং উক্ত কাজে নিয়োজিত অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাসিক বেতন ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- আলোচনা:** ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বাসা-বাড়ী হতে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ডাষ্টবিনে রাখার জন্য ০৫(পাঁচ) জন ভ্যানগাড়ী চালক ০৫(পাঁচ)টি ভ্যানগাড়ীর মাধ্যমে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। নিয়োজিত ভ্যানগাড়ী চালকদের ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখের বোর্ডসভার আলোচ্যবিষয়-২৬ এর মাধ্যমে প্রতি ফ্ল্যাট হতে মাসিক ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হারে ফি আদায়ের অর্থ হতে প্রতিজন পরিচ্ছন্নতা কর্মীকে মাসিক ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা হিসেবে বেতন প্রদান করা হয়। যা বর্তমান দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে খুবই কম। তাছাড়া ০৫(পাঁচ)টি ভ্যানগাড়ী প্রতিগাড়ীর মেরামত/রক্ষণাবেক্ষনের জন্য আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন। যার দরুন প্রতিমাসে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহের ফি বাবদ ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকায় থেকে ১০০/- (একশত) টাকায় বৃদ্ধিসহ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাসিক বেতন ৯০০০/- (নয় হাজার) টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।
- সিদ্ধান্ত:** বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বাসা-বাড়ী হতে ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ডাষ্টবিনে রাখার জন্য ফ্ল্যাট প্রতি মাসিক ফি ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা হতে বৃদ্ধি করে মাসিক ১০০/- (একশত) টাকা এবং উক্ত কাজে নিয়োজিত অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাসিক বেতন ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা বৃদ্ধি করে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।


আলোচ্যবিষয়-৬৬: ঢাকা সেনানিবাসের আওতাধীন বিভিন্ন কঞ্জারভেন্সী কাজের নিম্নবর্ণিত মূল্যানুমান অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ-

ক্রমিক নং	কাজের নাম	মূল্যানুমান	ব্যয়ের খাত	মন্তব্য
১.	বানৌজা শেখ মুজিব খাঁটির ০১/০৯/২০২০ তারিখের চাহিদার প্রেক্ষিতে কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়।	৩,৪৯,২৭০/-	নৌ বাহিনী কঞ্জারভেন্সী খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন (০৭/৯/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
২.	বানৌজা হাজী মহসীন ঢাকা সেনানিবাসের ২৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখের চাহিদার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন মালামাল ক্রয়।	৩,৪৯,২০৫/-	নৌ বাহিনী হাজী মহসীন কঞ্জারভেন্সী খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন (০৫/১১/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
৩.	সেনাসদর, প্রশাসনিক শাখা, ঢাকা সেনানিবাসের ১৬ নভেম্বর ২০২০ তারিখের ২৩.০১.৯০১.০৫৯.০৭.০৯২.০১.১৬.১১.২০ নং পত্রের আলোকে সেনাসদরের অভ্যন্তরে রোপন করার জন্য ফুলের চারা এবং ফুলের চারা পরিচর্যা কাজের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়।	১,০৩,০৬০/-	উদ্যান খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন (২২/১১/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
৪.	বানৌজা হাজী মহসীন এর কঞ্জারভেন্সী কাজে নিয়োজিত ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেন্সী ট্রাক নং ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০৩৫২ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ক্রয়সহ মেরামত ও প্রতিস্থাপন কাজ।	৩৭,৭১০/-	বানৌজা হাজী মহসীন কঞ্জারভেন্সী খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন (১৮/১১/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
৫.	ঢাকা সেনানিবাসস্থ এফসি (আর্মি), এফসি (লেগ এরিয়া) এবং আইএসপিআর পরিদপ্তর অফিস সংলগ্ন প্রাঙ্গণে (১২' x ১০') সাইজের ০১(এক)টি ডাস্টবিন নির্মাণ।	১,৯৬,১৯৭/-	সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন (১৯/১১/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
৬.	সেনাভবনের সামনের গোলপা বাগান ও প্রধান সড়কের পাশের বাগানের কাজের জন্য মালামাল ক্রয়।	১,৪৬,৬০০/-	উদ্যান খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন (১৩/১০/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
৭.	সেনাভবনের সামনের বাগান এবং প্রধান সড়কের উভয় পাশের বাগানের জন্য বিভিন্ন মালামাল ক্রয়।	১,৯৯,২০০/-	উদ্যান খাত	ঘটনোত্তর অনুমোদন (১৫/১১/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)
৮.	মশক নিধন কার্যক্রমের জন্য ম্যালাথিয়ন-৫ ইসি এবং মসকিটন কীটনাশক ক্রয়।	২৫,৮৫,৩১০/-	বোর্ড ভহবিল	ঘটনোত্তর অনুমোদন (১৪/১২/২০২০ তারিখে কার্যবৃত্তপত্রের মাধ্যমে অনুমোদিত)

আলোচনা: ঢাকা সেনানিবাসের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য উপরোল্লিখিত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বিধায় মূল্যানুমান প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

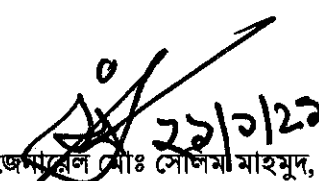
সিদ্ধান্ত: বিস্তারিত আলোচনান্তে ক্রমিক নং-১ থেকে ৮ এ বর্ণিত ৮(আট)টি প্রকল্প প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে অনুমোদন করায় ঘটনোত্তর অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্রমিক নং-১ থেকে ৭ এ বর্ণিত প্রকল্পগুলো আর্মি/নেতী/বিমান বাহিনী কঞ্জারভেন্সী এবং সাধারণ কঞ্জারভেন্সী/উদ্যান খাত হতে ব্যয় সংকুলান সাপেক্ষে দরপত্র আহ্বান করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ক্রমিক নং-৮ এ উল্লেখিত প্রকল্পের ব্যয়ের অনুমোদনসহ চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
সংযুক্তঃ পরিশিষ্ট- 'ক'


(মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া)
সেক্রেটারি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

ফোনঃ ৯৮৩৫৫৬৫, ই-মেইল : ceocbd@gmail.com


(ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সেলিম মাহমুদ, এনডিসি,
এএফডব্লিউসি, পিএসসি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

- (১) ক্যাপ্টেন এম মনিবুজ্জামান, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন
অধিনায়ক, বানৌজা হাজী মহসীন, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (২) গ্রুপ ক্যাপ্টেন মাহমুদ মেহেদী হুসেইন, পিএসসি, জিডি(পি)
অধিনায়ক, বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৩) কর্ণেল সৈয়দ ওবায়দুল্লাহ হেল সাফী, এএফডব্লিউসি, পিএসসি
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৪) লেঃ কর্ণেল মুহাম্মদ মোসতাক আহমদ, বিএসপি, পিএসসি
এএএলকিউএমজি, সদর দপ্তর লজিস্টিকস্ এরিয়া, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৫) লেঃ কর্ণেল মোঃ মেজবাহ উদ্দিন খান
এএএলকিউএমজি, সিএমএইচ, ঢাকা
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট, সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৬) মেজর রাশেদ মাহমুদ, আর্টিলারী
এডহক স্টেশন সদর দপ্তর, মিরপুর, ঢাকা
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৭) মেজর স্মৃতি দত্ত, আর্টিলারী
লজিস্টিকস্ এরিয়া এমপি ইউনিট, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৮) কর্ণেল (অবঃ) মোঃ শহীদুল হক
বাসা#৪৪৯/২, রোড#৮ (পশ্চিম), ডিওএইচএস বারিধারা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৯) জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ
বাড়ী#১৯, রোড#৩, ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (১০) সোনিয়া হোসেন জিসান
সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি
ও
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।